

তিরামিয়া শব্দার্থ

ইমাম আবু ইসা আত তিরমিযীর

প্রথম খণ্ড

الجامع للترمذی

তিরমিযী শরীফ

প্রথম খণ্ড

أَبْوَابُ الطُّهَّارَةِ

তাহারাত অধ্যায়



بَابُ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ

অনুচ্ছেদ : তাহারাৎ ব্যতিরেকে সালাত কবুল হয় না

১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ " . قَالَ هَنَادٌ فِي حَدِيثِهِ : " إِلَّا بِطَهُورٍ " .

১. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও হান্নাদ (রা).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তাহারাৎ ছাড়া সালাত কবুল হয় না আর খিয়ানতের মাল থেকে^১ সাদকা (কবুল) হয় না। (ইমাম তিরমিযী রাবী হান্নাদ-এর সূত্রেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।) হান্নাদ بغير بطهور এর স্থলে لا بطهور উল্লেখ করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ . وَ أَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ إِسْمُهُ " عَامِرٌ " وَيُقَالُ " زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ " .

১. গুল্ল খিয়ানত করা, গনীমতের মাগে খিয়ানত করা, গনীমতের মাল চুরি করে রাখা। যদিও এ হাদীছে কেবল গনীমতের মালের উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু যাবতীয় হারাম মালের ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে উক্ত হাদীছটিই হল সর্বাপেক্ষা সহীহ এবং হাসান।

এই বিষয়ে আবুল মালীহ তাঁর পিতার বরাতে এবং আবু হুরায়রা (রা.) ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই আবুল মালীহ হলেন উসামার পুত্র। তাঁর নাম আমির। ভিন্ন মতে তিনি হলেন যায়দ ইবন উসামা ইবন উমায়র আল-হযালী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطُّهُورِ

অনুচ্ছেদ : তাহারাতের ফযীলত

২. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى (الْقَزَّازُ) . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسَرٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوْ الْمُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوِ هَذَا، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ" .

২. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী (র.).....হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইরশাদ করেছেনঃ যখন কোন মুসলিম অথবা মু'মিন বান্দা^১ উযু করে আর সে তার মুখ ধোয় তখন উযুর পানি অথবা উযুর পানির শেষ ফোটার সাথে সাথে তার চেহারা থেকে সব গুনাহ বের হয়ে যায় যা সে তার দু'চোখ দিয়ে দেখে ছিল; যখন সে তার দু' হাত ধোয় তখন উযুর পানি বা উযুর পানির শেষ ফোটার সাথে সাথে তার উভয় হাত থেকে সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যা সে হাত দিয়ে ধরে ছিল; এমন কি শেষ পর্যন্ত সে তার গুনাহ থেকে পাক হয়ে যায়।^২

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

১. রবী "বা মু'মিন" উল্লেখ করেছেন।

২. সলীরা গুনাহ থেকে সে পাক হয়ে যায়। কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রে তওবার প্রয়োজন হয়।

وَأَبُو صَالِحٍ وَالِدُ سُهَيْلٍ هُوَ "أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ" وَأِسْمُهُ "ذَكْوَانُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَ فِي إِسْمِهِ ، فَقَالُوا : "عَبْدُ شَمْسٍ" وَقَالُوا : "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو" وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ الْأَصَحُّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ (بْنِ عَفَّانَ) ، وَثَوْبَانَ ، وَالصُّنَابِحِيِّ وَعَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ ، وَسَلْمَانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو .

وَالصُّنَابِحِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأِسْمُهُ "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ" وَيُكْنَى "أَبَا عَبْدِ اللَّهِ" رَحَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثٌ .

وَالصُّنَابِحُ بْنُ الْأَعْسَرِ الْأَحْمَسِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ "الصُّنَابِحِيُّ" أَيْضًا . وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ "إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ فَلَا تَقْتَتِلَنَّ بَعْدِي" .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি "হাসান ও সহীহ"। এই রিওয়াযাতটি হল মালিক-সুহাইল-সুহাইলের পিতা-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত।

সুহাইলের পিতা আবু সালিহ হচ্ছেন আবু সালিহ আস-সাম্মান। তাঁর নাম হল যাকওয়ান।

আবু হুরায়রা (রা.)-এর প্রকৃত নাম সম্পর্কে মত বিরোধ বিদ্যমান। কেউ কেউ বলেন, আব্দ শামস; আবার কেউ কেউ বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর। ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারীও এইরূপ বলেছেন। আর এটিই অধিকতর শুদ্ধ।

এই বিষয়ে উছমান, ছাওবান, সুনাবিহী, আমর ইব্ন আবাসা, সালমান এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

যে সুনাবিহী তাহরাতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইনি হলেন আবদুল্লাহ সুনাবিহী। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হতে যে সুনাবিহী রিওয়াযাত করেন তিনি রাসূল ﷺ থেকে কিছু শোনার সুযোগ পাননি। তাঁর নাম হল আবদুর রহমান ইব্ন উসায়লা। উপনাম হল আবু আবদিল্লাহ। ইনি রাসূল ﷺ এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। কিন্তু যখন মদীনার পথে তখন রাসূল ﷺ এর ইত্তিকাল হয়। রাসূল ﷺ থেকে তিনি কিছু সংখ্যক হাদীছ (অন্যের সূত্রে) রিওয়াযাত করেছেন।

সুনাবিহ ইবনুল আ'সার আল-আহমাসী ছিলেন রাসূল সালাতু ওয়া সালাম -এর সাহাবী। তাঁকেও সুনাবিহী বলা হয়।। তাঁর বর্ণিত হাদীছটি হল, আমি রাসূল সালাতু ওয়া সালাম -কে বলতে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গৌরব করব। সুতরাং তোমরা আমার পরে পরস্পরে খুন-খারাবী করো না।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ

অনুচ্ছেদ : সালাতের চাবি হল তাহারাৎ

২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهْنَادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (بْنُ مَهْدِيٍّ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" .

৩. কুতায়বা, হান্নাদ ও মাহমুদ ইবন গায়লান (র).....আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সালাতু ওয়া সালাম ইরশাদ করেনঃ সালাতের চাবি হল তাহারাৎ, তাকবীরে তাহরীমা (সালাতের পরিপন্থী) সকল কাজকে হারাম করে আর সালাম তা হালাল করে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَقِيلٍ هُوَ صَدُوقٌ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই বিষয়ে উল্লিখিত হাদীছটি হল সবচে' সহীহ এবং সবচে' উত্তম। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আকীল সত্যভাষী। তবে হাদীছ বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ তাঁর স্বরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

আবু ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আল-হুমাইদী প্রমুখ হাদীছ বিশারদগণ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীলের রিওয়াযাত দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেন, ইনি মুকারিবুল হাদীছ-তঁার হাদীছ গ্রহণযোগ্যতার নিকটবর্তী।

এই বিষয়ে জাবির ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجَوِيهِ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ".

৪. আবু বকর, মুহাম্মাদ ইব্ন যানযাওয়ায়ই আল-বাগদাদী (র.) এবং আরো একাধিক রাবী.....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ জান্নাতের চাবি হল সালাত, আর সালাতের চাবি হল উযু।

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

অনুচ্ছেদ : পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَادُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ قَالَ شُعْبَةُ : وَقَدْ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى : أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيثِ أَوْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

৫. কুতায়বা ও হান্নাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল

পায়খানায় প্রবেশ কালে বলতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيثِ .

হে আল্লাহ্! শয়তান, জ্বিন ও সকল কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।
এর স্থলে الخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ও বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটির অন্যতম রাবী শূ বা বলেন, তঁার উস্তাদ আবদুল আযীয ইব্ন সুহাইব
—এর স্থলে এক সময় اعوذ بالله ও রিওয়াযাত করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ .

এই বিষয়ে আলী, যায়দ ইব্ন আরকাম, জাবির এবং ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি সর্বাপেক্ষা সহীহ ও হাসান।

وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ رَوَى هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ : فَقَالَ سَعِيدٌ : عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . وَقَالَ هِشَامُ (الدَّسْتَوَائِيُّ) : عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ : فَقَالَ شُعْبَةُ : عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَتَادَةُ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا .

যায়দ ইব্ন আরকাম বর্ণিত হাদীছটির সনদে ইযতিরাব ১ বিদ্যমান। হাদীছটি হিশাম আদ-দাস্তাওয়াঈ ও সাঈদ ইব্ন আবী আক্কাবা কাতাদা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সাঈদ তাঁর সনদে কাসিম ইব্ন আওফ আশ-শায়বানীর মাধ্যমে যায়দ ইব্ন আরকাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন আর হিশাম উল্লেখ করেন যে, তিনি কাতাদার মাধ্যমে যায়দ ইব্ন আরকাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি কাসিমের উল্লেখ করেন নি। শু'বা ও মা'মারও কাতাদার সূত্রে এই হাদীছটি নাযর ইব্ন আনাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। শু'বা তাঁর রিওয়ায়াতে যায়দ ইব্ন আরকাম সূত্রের উল্লেখ করেছেন। আর মা'মার নাযর ইব্ন আনাস তাঁর পিতা আনাস থেকে হাদীছটি বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারীকে আমি এই ইযতিরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেনঃ যায়দ ইব্ন আরকাম ও নাযর ইব্ন আনাস উভয় থেকেই কাতাদার রিওয়ায়াতের সম্ভাবনা রয়েছে।

٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

১. একই হাদীছের সনদ বা মতন-এ বিভিন্ন রাবীদের বর্ণনায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় এটিকে ইযতিরাব বলা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ভূমিকা দেখুন।

قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৬. আহমদ ইব্ন আবদা আযযাহ্বী (র).....অনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশ কালে বলতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেনঃ এই রিওয়াযাতটি ‘হাসান ও সহীহ’।

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ : পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু‘আ

۷. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانِكَ .

৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল (র).....আইশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেনঃ غُفْرَانِكَ

হে আল্লাহ, তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ .

وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى اسْمُهُ : "عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيُّ" وَلَا نَعْرِفُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি ‘হাসান গরীব’ অর্থাৎ উত্তম তবে অপ্রসিদ্ধ। ইসরাঈল-ইউসুফ ইব্ন আবী বুরদা-এর সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। আবু বুরদা ইব্ন আবী মূসা, তাঁর আসল নাম হল আমির ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন কায়স আল-আশআরী। এই বিষয়ে আইশা (রা.)-এর হাদীছটি ব্যতীত অন্য কোন রিওয়াযাত তেমন পরিচিত নয়।

بَابُ فِي النَّهْيِ عَنْ إِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

অনুচ্ছেদ : পেশাব-পায়খানাকালে কিবলা মুখী হওয়া নিষিদ্ধ

৪. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِيضَ قَدْ بُنِيَتْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَتَنَحَّرَفْنَا عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

৮. সাঈদ ইবন আবদির রাহমান আল-মাখযুমী (র).....আবু আয্যুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ তোমরা পেশাব বা পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ করবে না এবং সে দিকে পিছনও দিবে না বরং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে।

আবু আয্যুব (রা.) বলেনঃ পরে আমরা যখন শামে এলাম তখন সেখানকার পায়খানাগুলো কিবলার দিকে মুখ করে নির্মিত দেখতে পেলাম। সুতরাং আমরা এ থেকে ফিরে বসতাম আর আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতাম।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزَاءِ الزُّبَيْدِيِّ . وَمَعْقِلُ بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ ، وَيُقَالُ مَعْقِلُ بْنُ أَبِي مَعْقِلٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَهْلُ بْنُ حَنْيَفٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ . وَأَبُو أَيُّوبَ اسْمُهُ "خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ" . وَالزُّهْرِيُّ اسْمُهُ "مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ" وَكُنْيَتُهُ "أَبُو بَكْرٍ" . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا" : إِنَّمَا هَذَا فِي الْفَيَافِي ، وَأَمَّا فِي الْكُنُفِ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا . وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ .

১. কিবলা মুখ হওয়া থেকে ফিরে বসতাম এবং পূর্ণভাবে ফিরা সম্ভব না হওয়ার দরুন ইস্তিগফার করতাম।

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلَا يَسْتَقْبِلُهَا كَأَنَّهُ لَمْ يَرِ فِي الصُّحُرَاءِ وَلَا فِي الْكُنُفِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ, মা'কিল ইব্ন আবীল হায়ছাম, ইনি মা'কিল ইব্ন আবী মা'কিল নামেও পরিচিত, আবু উমামা, আবু হুরায়রা ও সাহল ইব্ন হনাইফ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু আয্যুব (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বিশুদ্ধ। আবু আয্যুব (রা.)-এর নাম হল খালিদ ইব্ন যায়দ। রাবী আয-যুহরীর নাম হল মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবায়দিল্লাহ ইব্ন শিহাব আয-যুহরী। তাঁর উপনাম আবু বকর।

আবুল ওয়ালীদ মক্কী বলেনঃ 'আবু আবদিল্লাহ আশ্-শাফিঈ (র.) বলেছেন, "এ হাদীছের হুকুম মাঠ বা খেলা জায়গার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নির্মিত পেশাব-পায়খানায় কিবলা মুখী হয়ে বসার অনুমতি আছে।" ইমাম ইসহাকের বক্তব্যও অনুরূপ।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেনঃ পেশাব-পায়খানার বেলায় কিবলার দিকে পেছন ফিরে বসার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু কিবলামুখী হয়ে বসার কোন অনুমতি নাই। অর্থাৎ তিনি খোলাস্থান বা নির্মিত পেশাব-পায়খানার কোথায়ও কিবলামুখী হয়ে বসা জায়েয বলে মনে করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : উক্ত বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে

۹. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ. فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .

৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.).....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, পেশাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছিলেন ; কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে তাঁকে আমি ঐ অবস্থায় কিবলামুখী হতে দেখেছি।

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَعَائِشَةَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

এই বিষয়ে আবু কাতাদা, 'আ ইশা এবং আন্নার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে হযরত জাবির (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছটি 'হাসান গরীব' অর্থাৎ উত্তম তবে অপ্রসিদ্ধ।

১০. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ "أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ" حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ .

وَحَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهْيَعَةَ وَابْنِ لَهْيَعَةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . ضَعْفُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

১০. ইব্ন লাহী'আ.....আবু কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু কাতাদা বলেছেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -কে কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে দেখেছেন।

ইব্ন লাহী'আর এই রিওয়াযাতটির তুলনায় হযরত জাবির সরাসরি রাসূল ﷺ থেকে যে রিওয়াযাতটি (৯ নং) করেছেন সেটি অধিকতর সহীহ। হাদীছবেত্তাগণের নিকট ইব্ন লাহী'আ যঈফ বলে গণ্য। ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ ইব্ন লাহী'আকে তাঁর স্মৃতি শক্তির দিক থেকে যঈফ বলে বর্ণনা করেছেন।

১১. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَأَسَمِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : "رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ" .

১১. হান্নাদ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি একদিন হযরত হাফসা (রা.)-র ঘরের ছাদে উঠেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, রাসূল ﷺ কা বার দিকে পিছন দিয়ে এবং শামের দিকে মুখ করে তাঁর হাজত পূরণ (ইস্তিনজাহ) করছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ النَّهْيُ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ

১২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةُ قَالَتْ : "مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تَصَدِّقُوهُ .
مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا" .

১২. আলী ইব্ন হুজর (র).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ কেউ যদি তোমাদের বলে যে, রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন তবে তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করো না। তিনি বসা ছড়া পেশাব করতেন না।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ، وَبُرَيْدَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَصَحُّ .

وَحَدِيثُ عُمَرَ إِنَّمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ : "رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، لَا تَبُلْ قَائِمًا ، فَمَا بُلْتَ قَائِمًا بَعْدُ" .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ : ضَعْفُهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ .
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسَلَّمْتُ .

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ - وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ فِي هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ .
وَمَعْنَى النَّهْيِ عَنِ الْبُولِ قَائِمًا : عَلَى التَّأْدِيبِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِمٌ .

এই বিষয়ে উমর, বুয়ায়দা ও আবদুর রহমান ইব্ন হাসানাহ্ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী বলেনঃ এই বিষয়ে হযরত আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাপেক্ষা সহীহ এবং উত্তম।

আবদুল করীম.....উমর (রা.) বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেনঃ হে উমর ! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। এরপর আমি আর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীছটি কেবলমাত্র রাবী আবদুল করীম-ই মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি হাদীছবেত্তাগণের নিকট যঈফ বলে গণ্য। আয্যুয আস-সুন্নাতিয়ানী তাঁকে যঈফ বলেছেন এবং তাঁর সমালোচনা করেছেন।

উবায়দুল্লাহ্ (র.).....উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমি কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করি নাই।

আবদুল করীম বর্ণিত রিওয়াযাত থেকে এই রিওয়াযাতটি অধিক বিশুদ্ধ। এই বিষয়ে বুরাইদা (রা.)-র হাদীছটি মাহফুজ (সংরক্ষিত) নয়। দাঁড়িয়ে পেশাব করা হারাম বলে নয় বরং আদব ও শিষ্টাচারের দৃষ্টিকোণ থেকে তা নিষেধ করা হয়েছে। ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা শিষ্টাচার বিরোধী।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : উক্ত বিষয়ের অনুমতি প্রসঙ্গে

১৩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَذَهَبَتْ لِاتَّخَرَهُ، فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقْبِيهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ .

১৩. হানাদ (র.).....হযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একবার একটি আস্তাকুঁড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। আমি তাঁর উযূর পানি নিয়ে আসলাম। আমি সরে যেতে চাইলে তিনি আমাকে (ইশারায়) ডাকলেন। আমি তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িলাম। তারপর তিনি উযূ করলেন এবং চামড়ার মোজায় মাসহে করলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَكَذَا رَوَى مَنْصُورٌ وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ .

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَصَحُّ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মানসূর এবং উবায়দা আয-যায্বীও হযায়ফা (রা.) থেকে এই ধরনের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান হযরত মুগীর ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে এই বিষয়ে আরেকটি হাদীছ রিওয়াযাত করেছেন। আবু ওয়াইলো বরাতে হযরত হযায়ফা (রা.)-র রিওয়াযাতটিই অধিকতর শুদ্ধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ : পেশাব পায়খানার সময় আড়ালে যাওয়া

۱. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمَلَائِيُّ عَنْ

১. বিশেষ কোন ওজরের কারণে।

الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ" .

১৪. কুতায়বা (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, পেশাব-পায়খানার সময় ভূমির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত রাসূল ﷺ কাপড় তুলতেন না।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ .

وَرَوَى وَكِيعٌ وَأَبُو يَحْيَى الْحِمَانِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ" .

وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ مُرْسَلٌ وَيُقَالُ لَمْ يَسْمَعْ الْأَعْمَشُ مِنْ أَنَسٍ وَلَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نَظَرَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّي . فَذَكَرَ عَنْهُ حِكَايَةً فِي الصَّلَاةِ .

وَالْأَعْمَشُ إِسْمُهُ "سَلِيمَانُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَاهِلِيُّ" وَهُوَ مَوْلَى لَهُمْ . قَالَ الْأَعْمَشُ : كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবন রাবী‘আও আ‘মাশ-এর সনদে আনাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ওয়াকী‘ ও আবু ইয়াহইয়া আল-হিম্বানী (র.).....হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, পেশাব-পায়খানার সময় ভূমির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত রাসূল ﷺ কাপড় তুলতেন না।

আনাস (রা.) ও ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত উপরের দুটো হাদীছই মুরসাল। কারণ উভয় হাদীছই আ‘মাশ-এর সনদে বর্ণিত হয়েছে। আনাস ইবন মালিক (রা.) বা অপর কোন সাহাবী থেকে আ‘মাশ-এর হাদীছ শোনার সুযোগ হয়নি। তবে আনাস (রা.)-কে তিনি দেখেছেন। তিনি বলেনঃ আমি আনাসকে সালাতরত অবস্থায় দেখেছি। অতঃপর তিনি আনাস (রা.) থেকে সালাতের বিবরণ দেন।

আ‘মাশ-এর পূর্ণ নাম সুলায়মান ইবন মিহরান আবু মুহাম্মাদ আল-কাহিলী। তিনি আল-কাহিল গোত্রের আযাদকৃত দাস ছিলেন। আ‘মাশ বলেনঃ আমার পিতাকে শৈশবে দারুল-

হারব থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল পরবর্তীকালে ইমাম মাসরুক তাকে বৈধ উত্তরাধিকারী বলে রায় দিয়েছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

অনুচ্ছেদ : ডান হাতে শৌচকর্ম মাকরুহ

১৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ " .

১৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবী উমর মাক্কী (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করতে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন।

وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَسَلْمَانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسهْلِ بْنِ حَنْثَلٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَأَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ إِسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ رَبِيعٍ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا الْإِسْتِنْجَاءَ بِالْيَمِينِ .

এই বিষয়ে আইশা, সালমান, আবু হুরায়রা এবং সাহল ইব্ন হনাইফ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ উক্ত হাদীছটি হাসান এবং সহীহ।

আবু কাতাদার আসল নাম আল-হারিছ ইব্ন রিব্ব।

ফকীহ ও আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করে থাকেন এবং তাঁরা ডান হাতে শৌচকর্ম করা মাকরুহ মনে করেন।

بَابُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

অনুচ্ছেদ : পাথর দ্বারা ইস্তিন্জা করা

১৬. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ : قِيلَ لِسَلْمَانَ قَدْ عَلِمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى

১. ইসলামী ফৌজ আ'মশের পিতা মিহরানকে দারুল হারব থেকে তার মাতাসহ দারুল ইসলামে ধরে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে সে তার মাতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে কিনা এই বিতর্কে ইমাম মাসরুক তাকে উত্তরাধিকার বৈধ উত্তরাধিকারী বলে রায় প্রদান করেন।

الْخِرَاءَةُ ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ أَجَلَ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ .

১৬. হান্নাদ (র.).....আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সালমান (রা.)-কে বলা হল, আপনাদের নবী আপনাদের সবকিছুই শিখান এমনকি দেখা যায় ইস্তিনজায় কেমন করে বসতে হবে তাও শিখিয়ে থাকেন।

হযরত সালমান (রা.) বললেনঃ হ্যাঁ, রাসূল ^{সে জানা হইবে} আমাদেরকে পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ করতে, ডান হাতে ইস্তিন্জা করতে, তিনটির কম পাথর দিয়ে ইস্তিন্জা করতে এবং পশুর মল ও হাড়দী দিয়ে ইস্তিন্জা করতে নিষেধ করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَخُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ ، وَجَابِرٍ ، وَخَلَادٍ
بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَحَدِيثُ سَلْمَانَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : رَأَوْا أَنَّ
الْإِسْتِثْنَاءَ بِالْحِجَارَةِ يَجْزِي وَإِنْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ ، إِذَا انْقَى أَثَرَ الْغَائِطِ
وَالْبَوْلِ ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَشْحَقُ .

আইশা, খুযাইমা ইব্ন ছাবিত, জাবির (রা.) এবং খাল্লাদ ইবনুস সাইব থেকে তাঁর পিতার বরাতেও এই বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই বিষয়ে হযরত সালমান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি উত্তম এবং বিশুদ্ধ।

এ হচ্ছে অধিকাংশ সাহাবী ও তৎপরবর্তী যুগের আলামিন ও ফকীহগণের অভিমত। পেশাব ও পায়খানার চিহ্ন যদি ভালভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় তা হলে পানি ব্যবহার না করে কেবল-মাত্র টিলা ব্যবহার করা যথেষ্ট হবে বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম ছাওরী, ইবনুল মুবারাক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক (র.)ও এই মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ

অনুচ্ছেদ : ইস্তিনজায় দু'টি পাথর ব্যবহার করা

١٧. حَدَّثَنَا هَنَادُ وَقُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَءِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ

أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ، فَقَالَ اِلْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَجْحَارٍ . قَالَ : فَاتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرُّوثَةَ وَقَالَ : إِنَّهَا رِكْسٌ " .

১৭. হান্নাদ ও কুতায়বা (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ একবার ইস্তিন্জার উদ্দেশ্যে বের হলেন। বললেন, আমার জন্য তিনটি পাথর তালাশ করে নিয়ে আস। আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি দু'টি পাথর ও এক টুকরা গোময় নিয়ে এলাম। রাসূল ﷺ পাথর দু'টি গ্রহণ করলেন এবং গোময় ফেলে দিলেন। বললেনঃ এটি হল অপবিত্র।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَكَذَا رَوَى قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ .

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .
وَرَوَى زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .

وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .
وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا ؟ قَالَ لَا .

قَالَ أَبُو عِيسَى : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَيُّ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ أَصَحُّ ؟ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا ؟ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ . وَكَأَنَّهُ رَأَى حَدِيثَ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَشْبَهَ وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ " .

قَالَ أَبُو عِيسَى وَأَصَحُّ شَيْئٍ فِي هَذَا عِنْدِي حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَأَنَّ إِسْرَائِيلَ أَثْبَتَ وَأَحْفَظُ لِحَدِيثِ أَبِي إِسْحَقَ مِنْ هَؤُلَاءِ . وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ : مَا فَاتَنِي الَّذِي فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ إِلَّا لِمَا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ ، لَأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَزُهَيْرٌ فِي أَبِي إِسْحَقَ لَيْسَ بِذَاكَ لِأَنَّ سَمَاعَهُ مِنْهُ بِأَخْرَةٍ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيثَ عَنْ زَائِدَةَ وَزُهَيْرٍ فَلَا تُبَالِي أَنْ لَا تَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِلَّا حَدِيثَ أَبِي إِسْحَقَ .

وَأَبُو إِسْحَقَ إِسْمُهُ : عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَعِيُّ الْهَمْدَانِيُّ .

وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ . وَلَا يَعْرِفُ إِسْمُهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا ؟ قَالَ لَا .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ কায়স ইবনুর রাবী' ও এই হাদীছটি আবু ইসহাক - আবু উবায়দা - আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাবী ইসরাঈলের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মা'মার এবং আম্মার ইবন যুরাইক ও আবু ইসহাক - আলকামা - আবদুল্লাহ্-এর সূত্রে আর যুহাইর আবু ইসহাক - আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ - আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ - আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সূত্রে হাদীছটি রিওয়াযাত করেছেন। যাকারিয়া ইবন আবী যাইদাও আবু ইসহাক - আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ - আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটির সনদ ইযতিরাব বিশিষ্ট।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আবদির রাহমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আবু ইসহাকের বরাতে কার বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ? তিনি এই বিষয়ে কোন

সিদ্ধান্ত প্রদান করেননি। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকেও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনিও কোনরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেননি। তবে তাঁর আচরণে মনে হয় যে, তিনি যুহাইর-আবু ইসহাক - আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ - তাঁর পিতা আল-আসওয়াদ - আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সূত্রটি অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেন। তিনি এই সূত্রে বর্ণিত হাদীছটিকে তাঁর জামি' সহীহ (বুখারী শরীফ)-তে স্থান দিয়েছেন। আমার মতে ইসরাঈল এবং কায়স - আবু ইসহাক - আবু উবাইদা - আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সূত্রটি অধিক সহীহ। কেননা, আবু ইসহাক থেকে হাদীছ বর্ণনার বিষয়ে এদের সবার চেয়ে ইসরাঈল অধিক নির্ভরযোগ্য এবং স্মৃতিধর। তদুপরি কায়স ইবনুর রাবী'ও এই হাদীছটির বর্ণনায় ইসরাঈলের সহযোগী।

আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্নাকে বলতে শুনেছি যে, আবদুর রহমান ইবন মাহদী বলেনঃ ইসরাঈলের উপর ভরসা করেই সুফইয়ান ছাওরীর সূত্রে আবু ইসহাকের বর্ণিত হাদীছসমূহ আমি সংরক্ষণ করিনি। কেননা, ইসরাঈল ঐ হাদীছসমূহ যথাযথ এবং পুরা-পুরিভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু ইসহাক থেকে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যুহাইর তেমন নির্ভরযোগ্য নন। কেননা তিনি আবু ইসহাকের শেষ বয়সে তাঁর হাদীছ শুনেছেন।

আহমদ ইবনুল হাসান আত্-তিরমিযীকে বলতে শুনেছি যে, আহমদ ইবন হাস্বাল বলেন, যাইদা এবং যুহাইর থেকে কোন হাদীছ শুনতে পেলে অন্য কারো কাছ থেকে তা শুনলে কিনা কখনও এর পরওয়া করবে না। তবে আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত তাদের হাদীছের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা।

আবু ইসহাকের নাম হল আমার ইবন আবদিল্লাহ্ আশ-শাবীঈ আল-হামদানী।

আবু উবাইদা ইবন আবদিল্লাহ্ ইবন মাসউদ তাঁর পিতা ইবন মাসউদ (রা.) থেকে হাদীছ শুনেননি। তাঁর নাম তত প্রসিদ্ধ নয়।

মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার-এর সূত্রে আমার ইবন মুররা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আবু উবাইদা ইবন আবদুল্লাহ্কে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ আপনি (আপনার পিতা) আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা স্বরণ রেখেছেন কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ

অনুচ্ছেদ : যে সব বস্তু দিয়ে ইস্তিন্জা মাকরুহ

১৮. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَسْتَنْجُوا

بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ ، فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنِّ .

১৮. হান্নাদ (রা.) তাঁর উস্তাদ হাফস ইব্ন গিয়াছের সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা গোময় এবং হাড়ি দ্বারা ইস্তিন্জা করবে না। কারণ এগুলো তোমাদের ভাই জিন্দের খাবার।

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَلْمَانَ وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرُهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : إِنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَسْتَنْجُوا بِالرُّوثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنِّ .
 وَكَانَ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ .
 وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
 وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

এই বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা, সালমান, জাবির এবং ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (রা.) বলেনঃ ইসমাইল ইব্ন ইবরাহীম এবং অপর কতিপয় রাবীও এই হাদীছটি দাউদ ইব্ন আবী হিনদ-শা'বী-আলকামা-আবদুল্লাহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে উল্লেখ আছে যে, লাইলাতুল জিন্ বা জিন্ সম্পর্কিত ঘটনার রাতে হযরত আবদুল্লাহ (রা.) নিজে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। শা'বী বলেন যে, রাসূল ﷺ বলে-ছিলেন, তোমরা গোময় এবং হাড়ি দ্বারা ইস্তিন্জা করো না। কেননা, এ হলো তোমাদের ভাই জিন্দের খাবার।

হাফস ইব্ন গিয়াছের বর্ণনার তুলনায় ইসমাইলের বর্ণনা অধিকতর শুদ্ধ।

ফকীহ আলিমগণ এই হাদীছের বক্তব্য অনুসারে আমল করেন। হযরত জাবির ও ইব্ন উমর (রা.) থেকেও এ বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদঃ পানির দ্বারা ইস্তিন্জা করা

١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَّازِ الْبَصْرِيُّ قَالَا :
 أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَرُّنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ

يُسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ ، فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

১৯. কুতায়বা এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল মালিক ইব্ন আবিশ শাওয়ারিব (র.)..... আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের স্বামীদের পানির সাহায্যে শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করতে নির্দেশ দিবে, আমি নিজে তাদের সে কথা বলতে লজ্জাবোধ করি। রাসূল ﷺ নিজেও এইরূপ করতেন।

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَخْتَارُونَ الْإِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزَى عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْإِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَرَأَوْهُ أَفْضَلَ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

এই বিষয়ে জারীর ইব্ন আবদিল্লাহ্ আল-বাজালী, আনাস এবং আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ।

ফকীহ আলিমগণ এই ধরনের আমল করেন। পাথর বা টিলার সাহায্যে ইস্তিন্জা যথেষ্ট হলেও পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করাকে তাঁরা পছন্দনীয় ও উত্তম বলে মত ব্যক্ত করেছেন। (ইমাম আবু হানীফা), সুফইয়ান ছাওরী, ইব্নুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাকও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ

অনুচ্ছেদ : ইস্তিন্জার প্রয়োজন হলে রাসূল ﷺ অনেক দূর চলে যেতেন

۲. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ حَاجَتُهُ فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ .

২০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, মুগীরা বলেনঃ রাসূল ﷺ -এর সাথে আমি এক সফরে ছিলাম। তিনি তাঁর ইস্তিন্জার প্রয়োজনে অনেক দূর চলে গেলেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ وَأَبِي قَتَادَةَ ، وَجَابِرٍ وَيَحْيَى
 بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
 وَيُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلًا .
 وَأَبُو سَلَمَةَ إِسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ .

এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্ন আবী কুরাদ, আবু কাতাদা, জাবির, উবায়দ, আবু মুসা, ইব্ন আব্বাস ও বিলাল ইবনুল হারিছ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ।

রাসূল ﷺ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি অবস্থানের জন্য যেমন পছন্দসই জায়গা তালাশ করে নিতেন তেমনি পেশাবের জন্যও নরম স্থান তালাশ করে নিতেন।

আবু সালমার পূর্ণনাম হল, আবদুল্লাহ ইব্ন আবদির রাহমান ইব্ন আওফ আয-যুহরী।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَغْتَسَلِ

অনুচ্ছেদ : গোসল করার স্থানে পেশাব করা অপছন্দনীয়

٢١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى مَرْدُوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مَسْتَحْمَةٍ وَقَالَ : إِنَّ
 عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ .

২১. আলী ইব্ন হুজর ও আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুসা (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, সাধারণতঃ এ থেকেই ওয়াসুওয়াসার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَانَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَيُقَالُ لَهُ أَشْعَثُ الْأَعْمَى .

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَوْلَ فِي الْمَغْتَسَلِ ، وَقَالُوا : عَامَّةُ الْوَسْوَاسِ

১. আল্লাহ পেশাব ও পায়খানার ব্যবস্থা নেই অনুরূপ গোসলখানা।

مِنْهُ . وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ ابْنُ سِيرِينَ وَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ يُقَالُ
 إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ ؟ فَقَالَ رَبُّنَا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ .
 وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : قَدْ وَسَّعَ فِي الْبَوْلِ فِي الْمَغْتَسَلِ إِذَا جَرَى فِيهِ الْمَاءُ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَمَلِيِّ عَنْ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ الْمُبَارَكِ .

এই বিষয়ে অপর এক সাহাবী থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। আশ'আছ ইব্ন আবদিল্লাহ্ র সূত্র ব্যতীত মারফূ' হিসাবে এটি রিওয়াযাত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আশ'আছ ইব্ন আবদিল্লাহ্কে আশআছ আল-আ'মা বলেও অভিহিত করা হয়।

আলিমগণের এক দল গোসলখানায় পেশাব করা অপছন্দ করেছেন। তাদের মতে সাধারণত এ থেকেই ওয়াস-ওয়াসার সৃষ্টি হয়। কোন কোন আলিম ফকীহ অবশ্য এই ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। এদের মধ্যে ইব্ন সীরীন (র.) অন্যতম। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, সাধারণতঃ এ থেকেই ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তিনি বললেন, আল্লাহ্ই আমাদের রব। তাঁর সাথে আমরা কাউকে শরীক করি না।

ইবনুল মুবারক বলেনঃ পানি যদি স্থির না থেকে বেয়ে সরে যায় তবে সেইরূপ গোসলখানায় পেশাব করাতে ক্ষতি নেই।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আহমদ ইব্ন আবদাতা আল-আমুলী স্বীয় সনদে ইবনুল মুবারক থেকে উক্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّوَاكِ

অনুচ্ছেদ : মিসওয়াক করা

٢٢. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
 أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْلَا أَنِ اشْتُقُّ عَلَى
 أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

২২. আবু কুরায়ব (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে এই আশংকা যদি না হত তা হলে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করতে তাদের নির্দেশ দিতাম।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
 وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كِلَاهُمَا عِنْدِي
 صَحِيحٌ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا
 الْحَدِيثُ . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا صَحَّ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ .
 وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَرَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَصَحُّ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ، وَابْنِ
 عَبَّاسٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَأَنْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَابْنِ عُمَرَ ،
 وَأُمِّ حَبِيبَةَ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَأَبِي أَيُّوبَ ، وَتَمَّامُ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 حَنْظَلَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَوَاتِلَةَ بِنْتُ الْأَسْقَعِ وَأَبِي مُوسَى .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র.).....আবু সালমার
 সূত্রে যায়দ ইবন খালিদ থেকেও এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

আবু সালমার সূত্রে আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত উভয় হাদীছই
 আমার জানা মতে সহীহ। কেননা, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছটি আরো বহু সূত্রে বর্ণিত
 রয়েছে। তবে মুহাম্মাদ (র.) আবু সালমার সূত্রে যায়দ ইবন খালিদ বর্ণিত হাদীছটি অধিকতর
 সহীহ বলে ধারণা পোষণ করেন।

এই বিষয়ে আবু বকর সিদ্দীক, আলী, আইশা, ইবন আব্বাস, হুযায়ফা, যায়দ ইবন
 খালিদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবন আমর, ইবন উমর, উম্মু হাবীবা, আবু উমামা, আবু আযুব,
 তাম্মাম ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন হানযালা, উম্মু সালমা, ওয়াছীলা ইবনুল আসকা এবং
 আবু মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৩. حَدَّثَنَا هَنَّا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ يَقُولُ : لَوْلَا أَنَا أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ،
 وَلَا خَرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . قَالَ : فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ
 الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَسَوَاكُهُ عَلَى أُنْثَى مَوْضِعِ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ
 لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنْتَنَ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ .

২৩. হান্নাদ (র.).....যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে এই আশংকা যদি না হত তাহলে প্রতি সালাতের সময় তাদের আমি মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম আর রাত্রে এক তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত ইশার সালাত পিছিয়ে নিতাম।

রাবী বলেনঃ লিপিকার তার কলম কানের যে স্থানে গুঁজে রাখে তেমনি হযরত যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) কানে মিসওয়াক গুঁজে রেখে সালাতের জন্য মসজিদে হাযির হতেন। সালাতে দাঁড়ানোর সময় তিনি মিসওয়াক করে নিতেন এবং পুনরায় তা স্বস্থানে রেখে দিতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

অনুচ্ছেদ : নিদ্রাভঙ্গের পর হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবেশ না করানো

২৪. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ يَقَالُ : هُوَ مِنْ وَلَدِ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَذَرِيَّ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

২৪. হযরত আবু ওয়ালীদ আহমদ ইব্ন বাক্কার আদ-দিমশকী (র.)-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তবে সে হাতে দুই বা তিন বার পানি না ঢেলে তা পাত্রে ঢুকাবে না। কারণ, সে জানেনা তার হাত কোন কোন স্থানে রাত কাটিয়েছে।

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ ، وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأُحِبُّ لِكُلِّ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ ، قَائِلَةً كَأَنْتَ أَمْ غَيْرَهَا .

أَنْ لَا يُدْخِلَ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا . فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ لَهُ ، وَلَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ الْمَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ .
 وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا فَأَعْجَبَ إِلَيَّ أَنْ يَهْرِيقَ الْمَاءَ .
 وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا .

এই বিষয়ে ইবন উমর, জাবির ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

ইমাম শাফিঈ বলেনঃ আমি ভাল মনে করি, দিনে হোক বা রাতে হোক ঘুম থেকে জেগে উঠে কেউ যেন হাত না ধুয়ে তা উযূর পানিতে প্রবেশ না করায়। অধৌত হাত পাত্রে প্রবেশ করানো আমি মাকরুহ মনে করি। কিন্তু হাতে কোন নাপাকী না থাকলে তাতে পানি ফাসিদ বা বিনষ্ট হবে না। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল বলেনঃ যদি রাতে কেউ জাগরিত হয় আর সে হাত না ধুয়ে তা উযূর পানি রাখা পাত্রে ঢুকিয়ে দেয় তবে সে পানি ফেলে দেওয়াই আমার নিকট উত্তম।

ইসহাক (র.) বলেনঃ রাতে বা দিনে যে কোন সময় ঘুম থেকে জাগরিত হলে হাত না ধুয়ে তা উযূর বরতনে ঢুকাবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ : উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা

٢٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي ثِقَالٍ الْمُرِّيِّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

২৫. নাসর ইবন আলী ও বিশর ইবন মু'আয আল-আকাদী (র.).....রাবাহ ইবন আবদির রাহমান ইবন আবী সুফইয়ান ইবন হুওয়ায়তিব (র.) তাঁর পিতামহী থেকে বর্ণনা করেন। আমার পিতা রাসূল ﷺ - কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিবে না, তার উযূ হবে না।

১. উযূ হয়ে যাবে কিন্তু তার পূর্ণ হওয়াব পাওয়া যাবে না।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنْسٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا لَهُ
إِسْنَادٌ جَيِّدٌ .

وَقَالَ إِسْحَقُ : إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَعَادَ الْوُضُوءَ ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ
مُتَاوِلًا : أَجْزَأُهُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهَا وَأَبُوهَا سَعِيدُ
بْنِ زَيْدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَفِيلٍ .

وَأَبُو ثِقَالٍ الْمُرِّيُّ اسْمُهُ " ثَمَامَةُ بْنُ حُصَيْنٍ " .

وَرَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ " أَبُو بَكْرٍ بْنُ حُوَيْطِبٍ " مِنْهُمْ مَنْ رَوَى هَذَا
الْحَدِيثَ . فَقَالَ " عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حُوَيْطِبٍ " فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ .

এই বিষয়ে হযরত আইশা, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী, সাহল ইব্ন সা'দ ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দীসাহ তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইমাম আহমদ বলেছেন, এই বিষয়ে এমন কোন হাদীছ আমার জানা নেই, যে হাদীছটির সনদ জাযিদ বা উত্তম বলা যেতে পারে। ইমাম ইসহাক (র.) বলেনঃ ইচ্ছাপূর্বক "বিসমিল্লাহ" বলা পরিত্যাগ করলে পুনরায় উযু করতে হবে। ভুলক্রমে কিংবা ভিন্ন কোন ব্যাখ্যার আলোকে বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করলে পুনরায় উযু দরকার হবে না। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে রাবাহ ইব্ন আবদির রাহমান বর্ণিত হাদীছটিই অধিক উত্তম।

ইমাম আবু দীসাহ তিরমিযী (র.) বলেনঃ রাবাহ ইব্ন আবদির রাহমানের পিতামহীর পিতা হলেন সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল। রাবী আবু ছিকাল আল-মুররীর নাম হল ছুমামা ইব্ন হুসায়ন। রাবাহ ইব্ন আবদির রাহমানই হচ্ছেন আবু বাকর ইব্ন হওয়ায়তিব। রাবীদের কেউ কেউ এই হাদীছের বর্ণনায় পিতামহ হওয়ায়তিবের প্রতি সম্পর্কিত করে আবু বাকর ইব্ন হওয়ায়তিব রূপে তাঁকে উল্লেখ করেছেন।

٢٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ

عِيَّاضٍ عَنْ أَبِي ثِقَالٍ الْمُرِّيِّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : مِثْلُهُ .

২৬. হাসান ইব্ন আলী আল-হলওয়ানী (র.).....সাইদ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ

অনুচ্ছেদ : কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَجَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَنْتَثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ " .

২৭. কুতায়বা (র.).....সালমা ইব্ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যখন উযু করবে তখন নাকে পানি ঢেলে তা ঝেড়ে ফেলবে। আর কুলুখ ব্যবহার করলে তা বেজোড় সংখ্যায় করবে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَلَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إِذَا تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ حَتَّى صَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ . وَرَأَوْا ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءً . وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ أَحْمَدُ الْإِسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُمَا سُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ . فَلَا تَجِبُ الْأَعَادَةُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْجَنَابَةِ .

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي أُخْرَةٍ .

এই বিষয়ে 'উছমান, লাকীত ইব্ন সাবির, ইব্ন 'আব্বাস, মিকদাম ইব্ন মা'দী কারিব, ওয়াইল ইব্ন হুজর ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সালমা ইব্ন কায়স বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ।

নাকে পানি দেওয়া ও কুলি করা ছেড়ে দিলে তার বিধান সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের একদল বলেনঃ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ছেড়ে দিয়ে কেউ যদি উযু করে এবং সে উযু দিয়ে সালাত আদায় করে তবে তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। উযু ও ফরয গোসল উভয়ক্ষেত্রে বিধান একই। ইব্ন আবী লায়লা, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক, আহমদ, ইসহাক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ বলেনঃ কুলি করা অপেক্ষা নাকে পানি দেওয়ার বিষয়টি অধিকতর তাকীদপূর্ণ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ 'আলিমদের অপর একদল বলেনঃ এমতাবস্থায় ফরয গোসল পুনরায় করতে হবে; উযু পুনরায় করতে হবে না। সুফইয়ান ছাওরী এবং কূফাবাসী আলিমগণের কারো কারো মত অনুরূপ।

অপর একদল 'আলিম বলেনঃ উযু ও ফরয গোসল কোনটাই পুনরায় করতে হবে না। এ হল ইমাম মালিক ও শাফি'ঈ-এর অভিমত।^১

بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِإِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ : একই কোষে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

২৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّزِّيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا .

২৮. ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একই কোষে আমি রাসূল ﷺ-কে কুলি করতে ও নাকে পানি দিতে দেখেছি। তিনি এরূপ তিনবার করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَأَبْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْحَرْفَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

১. হানাফী মাযহাব মতে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া উযুতে সূনাত কিন্তু ফরয গোসলে তা ফরয।

وَأَنَّمَا ذَكَرَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْمَضْمُونَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ يُجْزَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَفْرِيقُهُمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ جَمْعَهُمَا فِي كَفٍّ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَهُمَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান গরীব। 'আমর ইব্ন ইয়াহইয়ার সূত্রে মালিক ও ইব্ন 'উয়ায়না এবং আরো একাধিক রাবী এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু "রাসূল ﷺ একই কোষে কুলি করেছেন ও নাকে পানি দিয়েছেন"- বাক্যটি তারা উল্লেখ করেন নি। কেবলমাত্র খালিদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ এটির উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিছগণের নিকট খালিদ নির্ভরযোগ্য ও হাফিজুল হাদীছ হিসাবে স্বীকৃত।

'আলিমগণের কেউ কেউ বলেনঃ উযুতে একই কোষে কুলি করলে ও নাকে পানি দিলে তা যথেষ্ট বলে গণ্য হবে। অপর এক দল বলেনঃ আমাদের নিকট পৃথক পৃথক কোষে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া অধিক পছন্দনীয়। ইমাম শাফিঈ বলেনঃ একই কোষে তা করা জায়েয হবে বটে; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে করাই আমার নিকট উত্তম।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ الْحَيَةِ

অনুচ্ছেদ : দাড়ি খিলাল করা

٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ أَوْ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ أَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي ؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ .

২৯. ইব্ন আবী উমর (র.).....হাসান ইব্ন বিলাল (র.) বর্ণনা করেন যে, আমার ইব্ন ইয়াসির (রা.)-কে দেখলাম তিনি উযু করছেন। সে সময় তিনি দাড়িও খিলাল করলেন। আমি তাঁকে বললাম (বর্ণনান্তরে তাঁকে বলা হল), আপনি দাড়ি খিলাল করছেন? তিনি বললেনঃ রাসূল ﷺ-কে আমি দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি। সুতরাং আমি তা থেকে বিরত থাকব কেন?

৩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩০. ইব্ন আবী উমর (র.).....সুফইয়ান- সাঈদ ইব্ন আবী 'আরুবা-কাতাদা- হাস্ সান ইব্ন বিলাল (র.) আম্মার (রা.) সূত্রেও হাদীছটির অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَأَنَسٍ ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَأَبِي أَيُّوبَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَسَمِعْتُ إِسْحَقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ حَدِيثَ التَّخْلِيلِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَالَ بِهِذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : رَأَوْا تَخْلِيلَ اللَّحْيَةِ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنَّ سَهًا عَنْ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ فَهُوَ جَائِزٌ .

وَقَالَ إِسْحَقُ : إِنْ تَرَكَهُ نَاسِيًا أَوْ مُتَاوَلًا أَجْزَاهُ ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَامِدًا أَعَادَ .

আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে উছমান, আইশা, উম্মু সালামা, আনাস, ইব্ন আবী আওফা ও আবু আয়্যুব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....ইব্ন 'উয়ায়না (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ হাস্ সান ইব্ন বিলাল থেকে আবদুল করীম (র.) খিলাল সম্পর্কিত হাদীছটি শুনেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.) বলেন, এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছসমূহের মধ্যে আমির ইব্ন শাকীক-আবু ওয়াইল-উছমান (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি সবচেয়ে সহীহ। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাহাবী ও পরবর্তীযুগের অধিকাংশ আলিম দাড়ি খিলালের বিধান দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ বলেনঃ কেউ যদি দাড়ি খিলাল ভুলে যায় তবে তাতে অসুবিধা নেই, তা জায়েয। ইমাম ইসহাক বলেন, কেউ যদি ভুলে বা ভিন্ন কোন ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে তা ছেড়ে দেয় তবে তাতে উযূ হয়ে যাবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় যদি তা পরিত্যাগ করে তবে পুনরায় উযূ করতে হবে।

৩১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحِيَّتَهُ "

৩১. ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা (র.).....উছমান ইব্ন 'আফফান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُقَدِّمِ الرَّأْسِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ

অনুচ্ছেদ : মাথা মাসহের সময় সামনে থেকে শুরু করে পিছনের দিকে যেতে হবে

৩২. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ : بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ "

৩২. ইসহাক ইব্ন মুসা আল-আনসারী (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর দুই হাতে মাথা মাসহে করেছেন। উভয় হাতকে সামনে ও পিছনে নিয়েছেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে হাত দু'টি মাথার পিছন দিকে নিয়ে গেছেন। এরপর হাত দু'টি আবার যে স্থান থেকে শুরু করেছিলেন সে স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। তারপর তাঁর দুই পা ধুয়েছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَعَائِشَةَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَحْسَنُ .
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

এই বিষয়ে মু'আবিয়া, মিকদাম ইব্ন মা'দী কারিব ও আইশা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত

আছে।



বাংলা হাদিস

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন যায়দ বর্ণিত হাদীছটি সবচেয়ে সহীহ ও উত্তম। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ : মাসহে মাথার পিছন থেকে শুরু করা প্রসঙ্গে

২২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِتِ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ : بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدِّمِهِ ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَابِيهِمَا . ظُهُورِهِمَا وَبَطُونِهِمَا " .

৩৩. কুতায়বা (র.).....রুবাযি' বিনত মু' আব্বিয ইবন 'আফরা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর মাথা দুইবার মাসহে করেন। তিনি মাথার পিছন থেকে শুরু করেন পরে সম্মুখ ভাগে তা শেষ করেন এবং কানের সম্মুখ ও পিছন উভয় ভাগও মাসহে করেন।
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَأَجُودُ إِسْنَادًا .

رَقَدَ زَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، مِنْهُمْ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান। এর তুলনায় আবদুল্লাহ ইবন যায়দ বর্ণিত হাদীছটি অধিক সহীহ ও উত্তম। ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ-এর মত কূফাবাসী আলিমদের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً

অনুচ্ছেদ : একবার মাথা মাসহে করা

২৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِتِ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ : أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ ، قَالَتْ : وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصَدَغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

৩৪. কুতায়বা (র.).....রুবাযি' বিনত মুআব্বিয ইবন 'আফরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -কে উযু করতে দেখেছেন। রুবাযি' বলেনঃ তিনি তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগ ও পশ্চাৎ ভাগ, কানপাতি এবং তাঁর দুইকান একবার মাসহে করলেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَجَدَّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ بْنِ عَمْرِو .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ الرَّبِيعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
 وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً .
 وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ .
 وَبِهِ يَقُولُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ
 وَأَحْمَدُ وَأَسْحَقُ : رَأَوْا مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً .
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ :
 سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ : أَيُجْزَى مَرَّةً ؟ فَقَالَ إِيَّيْ وَاللَّهِ .

এই বিষয়ে 'আলী এবং তালহা ইব্ন মুসাররিফ ইব্ন আমরের পিতামহ থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ রুবাযী' বর্ণিত হাদীছটি হাসান এবং সহীহ। একাধিক ভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর মাথা একবার মাসেহ করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর সাহাবী ও পরবর্তী আলিমদের অধিকাংশ এই হাদীছ অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম জা'ফার ইব্ন মুহাম্মাদ, সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাক ও মাথা মাসহ একবার করার মত পোষণ করেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র.) বলেন যে, আমি শুনেছি সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না বলেছেনঃ আমি জা'ফার ইব্ন মুহাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, একবার মাথা মাসহে করলে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহর কসম।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا

অনুচ্ছেদ : মাথা মাসহের জন্য নতুন পানি লওয়া প্রসঙ্গে

٣٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ حَبَّانِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : "أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ، وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْهِ ."

৩৫. 'আলী ইব্ন খাশরাম (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে উয়ূ করতে দেখেছেন। রাসূল ﷺ হাতে লেগে থাকা পানি ছাড়াও অন্য পানি নিয়ে সে সময় তাঁর মাথা মাসহে করলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَرَوَى ابْنُ لَهْيَعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ " .
وَرَوَايَةُ عَمْرٍو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ حَبَّانَ أَصَحُّ ، لَأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا " .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : رَأَوْا أَنَّ يَأْخُذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

ইবন লাহী'আ (র.) ও হাব্বান (র.)-এর সনদে আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূল ﷺ হাতে বেঁচে থাকা পানি দিয়ে মাথা মাসহে করে উঠু করেছেন।

হাশ্বানের সূত্রে 'আমর ইবন হরিছ বর্ণিত হাদীছটি (যা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে) অধিকতর সহীহ। কেননা, একাধিক সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন যায়দ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মাথা মাসহে-এর জন্য নয়া পানি নিয়েছেন।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে মাথা মাসহে-এর জন্য নয়া পানি গ্রহণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا

অনুচ্ছেদ : কানের সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক মাসহে করা

٣٦. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا " .

৩৬. হনাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর মাথা এবং পশ্চাৎ ও সম্মুখ ভাগসহ কান মাসহে করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنِ الرَّبِيعِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَرَوْنَ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ : ظُهُورَهُمَا وَبُطُونَهُمَا .

এই বিষয়ে রুবাযি' (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমদের অধিকাংশ এই হাদীছ অনুসারে কানের সম্মুখ ও পিছন ভাগ মাসহে করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ : কানের বিধান মাথার সাথে সম্পৃক্ত

৩৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ " .

৩৭. কুতায়বা (র.).....আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উযু করার সময় তাঁর চোখের ও হাত তিনবার ধৌত করলেন আর মাথা মাসহে করলেন। পরে বললেনঃ কানের সম্পর্ক মাথার সাথে।^১

قَالَ أَبُو عِيْسَى : قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادُ : لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ ؟

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَائِمِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ وَاسْحَقُ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مَا أَقْبَلَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ فَمِنْ الْوَجْهِ وَمَا أُدْبَرَ فَمِنْ الرَّأْسِ .

১. মাথা মাসহ-এর সাথে কান মাসহে করা সুন্নত।

قَالَ إِسْحَقُ : وَاخْتَارُ أَنْ يُمَسَحَ مُقَدَّمَهُمَا مَعَ الْوَجْهِ ، وَمُؤَخَّرَهُمَا مَعَ رَأْسِهِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هُمَا سُنَّةٌ عَلَى حَيَالِهِمَا : يَمَسَحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ কুতায়বা রিওয়ায়াত করেন যে, হান্নাদ বলেছেনঃ “কানের সম্পর্ক মাথার সাথে” এই কথাটি নবী ﷺ -এর উক্তি না আবু উমামার উক্তি তা আমি জানি না।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছের সনদটি তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়। সাহাবী ও পরবর্তীদের অধিকাংশই এই হাদীছটির অনুসরণে অভিমত দিয়েছেন যে, কানের সম্পর্ক মাথার সাথে। সুফইয়ান ছাওরী, ইব্নুল মুবারাক, আহমাদ ও ইসহাকের বক্তব্যও এ-ই।

আলিমদের কেউ কেউ বলেছেন, কানের সামনের অংশের সম্পর্ক হল চেহারার সাথে আর পিছনের অংশের সম্বন্ধ হল মাথার সাথে। ইসহাক বলেনঃ কানের সামনের অংশ চেহারার সাথে এবং পিছনের অংশ মাথার সাথে মাস্হ করা আমার নিকট পছন্দনীয়। ইমাম শাফিঈ বলেনঃ এ হল তাদের অবস্থান অনুসারে স্বতন্ত্র সুন্নত। নতুন করে পানি নিয়ে এ দু’টোর মাসেহ করা হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ : অঙ্গুলী খিলাল করা

৩৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهْنَادٌ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِذَا تَوَضَّأْتَ
فَخَلَّلِ الْأَصَابِعَ" .

৩৮. কুতায়বা ও হান্নাদ (র.).....লাকীত ইব্ন সাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ যখন উষু করবে অঙ্গুলী খিলাল করবে।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمُسْتَوْرِدِ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ
الْفَهْرِيُّ ، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّهُ يُخَلَّلُ أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ .

তিরমিযী শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা আত-তিরমিযী (র)
সংকলিত

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ



তিরমিযী শরীফ (প্রথম খণ্ড)

ইমাম আবু ইসা মুহাম্মদ ইব্ন আত-তিরমিযী (র) সংকলিত

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ অনূদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩১২

ইফাবা প্রকাশনা : ১৬২৪/২

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৪

ISBN : 984-06-0288-8

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

তৃতীয় সংস্করণ

জুন ২০০৫

আষাঢ় ১৪১২

জমাদিউল আউয়াল ১৪২৬

মহাপরিচালক

এ জেড এম শামসুল আলম

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ

জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য: ৩৭৫.০০ টাকা (তিনশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র)।

TIRMIDHI SHARIF (1st Part) : Arabic Compilation by Imam Abu Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidhi (Rh.), translated by Moulana Farid Uddin Masoud into Bangla, edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 June 2005

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Website : www.islamicfoundation-bd.org



সূচীপত্র

তাহারাত অধ্যায়

- তাহারাত ব্যতিরেকে সালাম কবুল হয় না —৫
তাহারাতের ফযীলাত —৬
সালাতের চাবি হল তাহারাত —৮
পায়খানায় প্রবেশের দু'আ —৯
পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু'আ —১১
পেশাব-পায়খানাকালে বিকলামুখী হওয়া নিষিদ্ধ —১২
উক্ত বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে —১৩
দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ —১৪
উক্ত বিষয়ের অনুমতি প্রসঙ্গে —১৬
পেশাব পায়খানার সময় আড়ালে যাওয়া —১৬
ডান হাতে শৌচকর্ম মাকরুহ —১৮
পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা —১৮
ইস্তিনজায় দু'টি পাথর ব্যবহার করা —১৯
যে সব বস্তু দিয়ে ইস্তিনজা মাকরুহ —২২
পানির দ্বারা ইস্তিনজা করা —২৩
ইস্তিনজার প্রয়োজন হলে রাসূল (সা.) অনেক দূরে চলে যেতেন —২৪
গোসল করার স্থানে পেশাব করা অপছন্দনীয় —২৫
মিসওয়াক করা —২৬
নিদ্রাভঙ্গের পর হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবেশ না করানো —২৮

- উযু করার সময় বিসমিল্লাহ বলা —২৯
- কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া —৩১
- একই কোষে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া —৩২
- দাড়ি খিলাল করা —৩৩
- মাথা মাসহের সময় সামনে থেকে শুরু করে পিছনের দিকে যেতে হবে —৩৫
- মাসহে মাথার পিছন থেকে শুরু করা প্রসঙ্গে —৩৬
- একবার মাথা মাসহে করা —৩৬
- মাথা মাসহের জন্য নতুন পানি লওয়া প্রসঙ্গে —৩৭
- কানের সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক মাসহে করা —৩৮
- কানের বিধান মাথার সাথে সম্পৃক্ত —৩৯
- অঙ্গুলী খেলাল করা —৪০
- উযুতে যাদের গোড়ালি ভিজেনি তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি —৪২
- উযুতে প্রতি অঙ্গ একবার একবার করে ধোয়া —৪২
- উযুতে প্রতি অঙ্গ দুইবার করে ধোয়া —৪৩
- উযুতে প্রতি অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া —৪৪
- একবার করে, দুইবার করে, তিনবার করে ধুয়ে উযু করা —৪৫
- উযুতে কিছু অঙ্গ দুইবার করে আর কিছু অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া —৪৬
- নবী (সা.)-এর উযু কেমন ছিল —৪৭
- উযুর পর কিছু পানি ছিটিয়ে দেওয়া —৪৯
- পরিপূর্ণভাবে উযু করা —৪৯
- উযুর পর রুমাল ব্যবহার করা —৫১
- উযু করার পর দু'আ —৫২
- এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে উযু করা —৫৪
- উযুর মধ্যে পানির অপচয় পছন্দনীয় নয় —৫৫
- প্রতি সালাতের জন্য উযু করা —৫৬
- এক উযুতে একাধিক সালাত আদায় করা —৫৮
- পুরুষ ও নারীর একই পাত্র থেকে উযু করা —৫৯
- মহিলা কর্তৃক তাহারাতের জন্য ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করা মাকরুহ —৬০

- এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে —৬১
- পানি অণুচি হয়না —৬২
- এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ —৬৩
- স্থির পানিতে পেশাব করা মাকরুহ —৬৪
- সমুদ্রের পানি পাক —৬৪
- পেশাব সম্পর্কে কঠোরতা —৬৫
- দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেওয়া —৬৬
- হালাল পশুর পেশাব —৬৭
- বাতকর্মের কারণে উযু করা —৬৯
- নিদ্রার কারণে উযু —৭০
- আগুনে পাকানো খাদ্য আহারের উযু করা —৭২
- আগুনে পাকানো খাদ্য আহারে উযু না করা —৭৩
- উটের গোশত আহারে উযু —৭৫
- লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে উযু —৭৭
- লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে উযু না করা —৭৯
- চুষনের কারণে উযু না করা —৮০
- বমি ও নাকসিরের কারণে উযু —৮১
- নবীয (ফল ভিজানো পানি) দ্বারা উযু করা —৮৩
- দুধ পান করে কুলি করা —৮৪
- উযু ছাড়া সালামের জওয়াব দেওয়া পছন্দনীয় নয় —৮৫
- কুকুরের উচ্ছিষ্ট —৮৬
- বিড়ালের উচ্ছিষ্ট —৮৬
- চামড়ার মোযায় মাসহে করা —৮৮
- মুসাফির ও মুকীমের জন্য চামড়ার মোযায় মাসহে করা —৯০
- মোযার উপর ও নীচ উভয় দিকে মাসহে করা —৯২
- চামড়ার মোযার উপরিভাগ মাসহে করা —৯৩
- কাপড়ের মোযা ও চপ্পলের উপর মাসহে করা —৯৪
- পাগড়িতে মাসহে করা প্রসঙ্গে —৯৫
- জানাবাতের গোসল —৯৭

- গোসলের সময় মহিলাদের বেণী খুলতে হবে কি-না —৯৯
- প্রতিটি লোমকূপের নীচে অপবিত্রতা বিদ্যমান —৯৯
- গোসলের পর উযু করা —১০০
- স্বামী-স্ত্রীর খাতনা স্থান পরস্পর মিলিত হলে গোসল ফরয —১০১
- বির্যস্খলনের সাথেই গোসল ফরয হওয়ার সম্পর্ক —১০২
- ঘুম থেকে জেগে যদি কেউ আর্দ্রতা দেখে কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে না পড়ে তবে সে কি করবে —১০৪
- মনী ও মযী —১০৫
- কাপড়ে মযী লাগা —১০৬
- কাপড়ে মনী লাগা —১০৭
- মনী লাগার জন্য কাপড় ধোয়া —১০৮
- জুনুবী বা অপবিত্র ব্যক্তির গোসল না করে ঘুমানো —১০৯
- ঘুমাতে চাইলে অপবিত্র ব্যক্তির উযু করা —১১০
- অপবিত্র (জুনুবী) ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা —১১১
- পুরুষের মত কোন মহিলার যদি স্বপ্নদোষ হয় —১১২
- গোসলের পর স্ত্রীর শরীর জড়িয়ে ধরে তাপ গ্রহণ —১১৩
- পানি না পাওয়া গেলে জানাবাতবিশিষ্ট ব্যক্তির তায়াম্মুম করা —১১৩
- মুস্তাহাযা মহিলা প্রসঙ্গে —১১৫
- ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করা —১১৬
- ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার এক গোসলে দুই সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে —১১৭
- ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার প্রতি সালাতের জন্য গোসল করা প্রসঙ্গে —১২১
- হায়য বিশিষ্ট মহিলার সালাত কাযা করতে হবে না —১২২
- হায়য বিশিষ্ট মহিলা এবং যাদের উপর গোসল ফরয তারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না —১২৩
- হায়য বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন —১২৪
- হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে একত্রে আহার করা এবং তার উচ্ছিষ্ট প্রসঙ্গে —১২৫
- হায়য বিশিষ্ট মহিলা কর্তৃক হাত বাড়িয়ে মসজিদ থেকে কিছু লওয়া —১২৬
- হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে সঙ্গম হারাম —১২৬
- এই ক্ষেত্রে কাফ্ফারা প্রদান প্রসঙ্গে —১২৮

কাপড় থেকে হায়যের রক্ত ধৌত করা —১২৯

নেফাস বিশিষ্ট মহিলাকে কতদিন সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত

থাকতে হবে ? —১৩০

এক গোসলে একাধিক স্ত্রীর সাথে মিলন —১৩২

জুনুবী ব্যক্তি পুনরায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইলে উযু করে নিবে —১৩৩

ইকামত হওয়ার পরও কেউ শৌচাগার গমনের প্রয়োজন অনুভব করলে

আগেই তা সেরে নিবে —১৩৪

পথের আবর্জনা মাড়িয়ে আসার কারণে উযু —১৩৫

তায়াম্মুম

তায়াম্মুম —১৩৭

জুনুবী না হলে যে কোন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা যায় —১৪০

মাটিতে পেশাব লাগলে —১৪১

সালাত অধ্যায়

সালাতের ওয়াক্ত —১৪৫

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ —১৪৭

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ —১৪৮

গালাস বা আঁধারের রেশ থাকতেই ফজর আদায় করা —১৫০

ইসফার বা চুতর্দিক ফর্সা হয়ে এলে ফজর আদায় করা —১৫১

শীঘ্র যুহরের সালাত আদায় করা —১৫২

গরমের দিনে বিলম্ব করে যুহর আদায় করা —১৫৩

আসরের সালাত জলদী আদায় করা —১৫৬

আসরের সালাত পিছিয়ে আদায় করা —১৫৭

মাগরিবের ওয়াক্ত —১৫৮

ইশার ওয়াক্ত —১৫৯

ইশার সালাত বিলম্ব আদায় করা —১৬০

ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং ইশার পর গল্প-সল্প করা মাকরুহ —১৬১

ইশার পর কথাবার্তা বলার অনুমতি প্রসঙ্গে —১৬২

আট

প্রথম ওয়াক্তের ফযীলত —১৬৪

আসরের ওয়াক্ত ভুলে গেলে —১৬৬

ইমাম যদি সালাত আদায়ে বিলম্ব করেন তবে অন্যদের জন্য তা শীঘ্র
আদায় করা প্রসঙ্গে —১৬৭

সালাত ভুলে ঘুমিয়ে পড়লে —১৬৮

সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে —১৬৯

কারো যদি একাধিক সালাত কাযা হয়ে যায় তবে কোন্ সালাত থেকে তা
আরম্ভ করবে —১৭০

“সালাতুল উস্তা” হল আসরের সালাত; কেউ কেউ বলেন, এ হল যুহরের
সালাত —১৭২

আসর ও ফজরের পর সালাত আদায় করা মাকরুহ —১৭৪

আসরের পর সালাত —১৭৫

মাগরিবের পূর্বে সালাত আদায় করা —১৭৭

কেউ যদি সূর্য ডোবার আগে আসরের এক রাকাআত পায় —১৭৮

মুকীম অবস্থায় দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা —১৭৯

আযান

আযানের সূচনা প্রসঙ্গে —১৮১

আযানে ‘তারজী’ করা —১৮৩

ইকামতের কালেমাগুলো একবার করে বলা —১৮৫

ইকামতের কালেমাগুলো দুইবার করে উচ্চারণ করা —১৮৫

ধীর লয়ে আযান দেওয়া —১৮৭

আযানের সময়ে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করানো —১৮৮

ফজরের সালাতের জন্য তাহবীব অর্থাৎ আযানের পর পুনরাহ্বান —১৮৯

যে আযান দিবে সে-ই ইকামত দিবে —১৯১

উযু ছাড়া আযান দেওয়া মাকরুহ —১৯২

ইকামতের বিষয়ে ইমামের হক বেশী —১৯৪

রাত (তাহাজ্জুদ)-এর আযান —১৯৪

আযানের পর মসজিদ ছেড়ে বের হওয়া মাকরুহ —১৯৭

- তাকবীর কালে হাতের অঙ্গুলীসমূহ প্রসারিত করে রাখা —২২৮
- তাকবীরে উলার ফযীলত —২২৯
- সালাতের শুরুতে কি বলবে —২৩১
- সালাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে না পড়া —২৩৩
- সালাতে জোরে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া —২৩৪
- সালাতে আল হামদুল্লাহি রাব্বিল আলামীন—এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করা—২৩৫
- ফাতিহা ব্যতীত সালাত হয় না —২৩৬
- আমীন বলা —২৩৭
- আমীন বলার ফযীলত —২৩৯
- সালাতে দুইবার নীরবতা প্রসঙ্গে —২৩৯
- সালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা —২৪১
- রুকু ও সিজদার সময় তাকবীর বলা —২৪২
- এ সম্পর্কে আর একটি অনুচ্ছেদ —২৪২
- রুকু-এর সময় হাত তোলা —২৪৩
- রাসূল (সা.) প্রথমবার ব্যতীত অন্য কোন সময় হাত তুলেননি —২৪৫
- রুকুতে হাটুদ্বয়ে হাত রাখা —২৪৬
- রুকুর সময় হাত দু'টি শরীরের পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখা —২৪৮
- রুকু এবং সিজদার তাসবীহ —২৪৯
- রুকু এবং সিজদায় কিরাআত নিষিদ্ধ —২৫১
- যদি কেউ রুকু এবং সিজদায় পিঠ স্থির না রাখে —২৫১
- রুকু থেকে মাথা তোলার সময় কি বলবে ? —২৫২
- এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ —২৫৪
- সিজদার সময় দুই হাত রাখার পূর্বে দুই হাঁটু রাখা —২৫৫
- এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ —২৫৬
- নাক ও কপালের উপর সিজদা প্রদান —২৫৬
- সিজদার সময় চেহারা কোথায় রাখবে ? —২৫৭
- সপ্ত অঙ্গে সিজদা প্রদান —২৫৮
- সিজদার সময় দুই হাত পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে রাখা —২৫৯
- সিজদায় মধ্যপস্থা অবলম্বন —২৬০

এগারো

- সিজদায় ভূমিতে হস্তদ্বয় স্থাপন করা এবং দুই পা খাড়া রাখা —২৬১
রুকু ও সিজদা থেকে মাথা তুলে পিঠ সোজা রাখা —২৬২
ইমামের আগে রুকু ও সিজদায় যাওয়া মাকরুহ —২৬৩
দুই সিজদার মাঝে নিতম্ব ভূমিতে রেখে দুই হাঁটু খাড়া করে বসা মাকরুহ —২৬৪
এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে —২৬৫
দুই সিজদার মাঝে দু'আ —২৬৬
সিজদার সময় কিছুতে ভর দেওয়া —২৬৭
সিজদা থেকে কিভাবে দাঁড়াবে —২৬৮
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ —২৬৮

মহাপরিচালকের কথা

‘হাদীস’ মানব জাতির বিশেষত মুসলিম উম্মাহর এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামী শরীয়তের মৌলিক উৎস হিসেবে কুরআন মজীদে পরই মহানবী (সা)-এর হাদীসের স্থান। হাদীস যেমন কুরআন মজীদে নির্ভুল ব্যাখ্যা, অনুরূপভাবে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হিদায়াত ও উপদেশাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। এক কথায় মানব জীবনে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থার বিশ্লেষিত রূপই হচ্ছে মহানবী (সা)-এর পবিত্র হাদীস বা সুন্নাহ।

সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে তিরমিযী শরীফ অন্যতম। তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবু ‘ঈসা মুহাম্মদ ইবন ‘ঈসা ইবন সাওরা ইবন শাদাদ আত-তিরমিযী (র) কঠোর পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জামি‘আত্-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফে অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলো সংকলন করেন। এতে মোট ৩৮১২ খানা হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র) তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে বলেন, “এই হাদীস গ্রন্থ সুসজ্জিত এবং এতে হাদীসগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে এবং পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা এতে খুবই কম।” তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ফকীহগণের মতামত তুলে ধরা ছাড়াও বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে।

তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ ‘সহীহ’, ‘হাসান’, ‘যঈফ’, ‘গরীব’, ‘মু‘আল্লাল’ প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের (বর্ণনাকারী) নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীস জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শরীয়তের অন্যতম উৎস মহানবী (সা)-এর হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদের এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে সিহাহ্-সিত্তাহ্‌র সবগুলো হাদীস গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থটি অনুবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ অনুবাদকর্মটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মূলের সাথে যথাযথ সংগতিপূর্ণ করা হয়েছে।

আমরা আশা করি হাদীসের জ্ঞান-পিপাসু পাঠকবৃন্দ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

আল্লাহ্ আমাদের এ নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

এ জেড এম শামসুল আলম

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলাম এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবন ব্যবস্থা। এটি বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান ও ব্যাপকভাবে অনুসৃত ধর্মসমূহের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল একটি ধর্ম। একবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় এসে চৌদ্দশ' বছরের ব্যবধানে এর অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি একশ মানব সন্তানের মধ্যে উনত্রিশ জন। পৃথিবীর এমন কোনো মানব অঞ্চল নেই যেখানে এই ধর্মের কোনো অনুসারী নেই।

ইসলামী শরী'য়াত তথা জীবন বিধানের মূল উৎস আল্লাহ তা'আলার কালাম কুরআন মজীদে পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী শরী'য়াতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। এইজন্য হাদীস হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস।

মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হাদীস গ্রন্থ জামি'আত-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরা ইবন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র) অন্যতম। এই গ্রন্থে মোট ৩৮১২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এই গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে হাদীস সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বুখারী অথবা মুসলিম শরীফ অপেক্ষা তিরমিযী শরীফ আকারে ছোট এবং এতে সংকলিত হাদীস সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। এতে পুনরুক্ত হাদীস নেই বললেই চলে। মাত্র ৮৩টি পুনরুক্ত হাদীস রয়েছে। তিরমিযী শরীফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে এবং প্রতিটি হাদীস বর্ণনার শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ইমামের মতামত এবং তাঁদের যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ সহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু'আল্লাল প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

মাতৃভাষার দিক থেকে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে বাংলাভাষী মুসলিমের সংখ্যা শীর্ষস্থানে। এই বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলায় মহানবী (সা)-এর বাণী পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুবাদ বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌সহ সব হাদীসগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের এক বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌সহ উল্লেখযোগ্য সব হাদীসগ্রন্থের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিরমিযী শরীফের অনুবাদের কাজও বহু পূর্বেই শেষ হয় এবং পাঠক মহলে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এই ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার ছয় খণ্ডে সমাপ্য তিরমিযী শরীফের ১ম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা যতদূর সম্ভব নিখুঁত তরজমার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তারপরও কারো কাছে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করুন এবং সুন্নাহের পাবন্দ হবার তাওফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ



সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৩.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৪.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সালাম	"
৫.	মাওলানা রুহুল আমীন খান	"
৬.	ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	"
৭.	মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	সদস্য সচিব



ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-র উপর।

হাদীছ মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূলভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীছ সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদীছ তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীছ এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীছ একদিকে যেমন আল-কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীছের স্থান।

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর উপর যে ওহী নাযিল করেছেন—তাই হচ্ছে হাদীছের মূল উৎস। ওহী-এর শাব্দিক অর্থ—‘ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা,—(উমদাতুল কারী, ১ম খঃ, পৃঃ ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান-যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحي متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত যার নাম ‘কিতাবুল্লাহ’ বা ‘আল-কুরআন’। এর ভাব, ভাষা উভয়ই আল্লাহর, রাসূলুল্লাহ (সা.) তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান—যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحي غير متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত; এর নাম ‘সুন্নাহ’ বা ‘আল-হাদীছ’। এর ভাব আল্লাহর, কিন্তু নবী (সা.) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায়

এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্ন ভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী (সা.) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন—তাই হচ্ছে হাদীছ। হাদীছও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

‘তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছা মত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহর ওহী’—(সূরা নাজম : ৩-৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَقِيعَ

“তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন—তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম”—(সূরা আল হাক্বাহ : ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : “রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানস পটে এ কথা ফুঁকে দিলেন—নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না”—(বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। “আমার নিকট জিবরাঈল এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন”—(নাইলুল আওতার ৫ম খঃ, পৃঃ ৫৬)।

“জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও এ কটি জিনিষ”—(আবু দাউদ, ইবন মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -

“রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক”—(সূরা হাশর : ৭)।

হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র.) লিখেছেন “দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।” আল্লামা কিরমানী (র.) লিখেছেন, “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্মে হাদীছ। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।”

হাদীছের পরিচয়

শাদ্দিক অর্থে হাদীছ (حَدِيث) মানে কথা, প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যে সব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে—তাই হাদীছ। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী (সা.) আল্লাহর মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীছ বলে। কিন্তু মুহাদ্দিছগণ এর সংগে রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীছের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীছকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীছ, ফে'লী হাদীছ ও তাকরীরী হাদীছ।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীছে তাঁর কোন কথা বিদ্যুত হয়েছে তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীছ বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা.)-এর কাজকর্ম চরিত্র ও আচার আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীছে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীছ বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের কোন কথা বা কাজ বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গী জানা যায়। অতএব যে হাদীছে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীছ বলে।

হাদীছের অপর নাম সুন্নাহ (سنة)। সুন্নাহ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী (সা.) অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাহুন নবী (সা.)। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রচারিত যে উচ্চতম আদর্শ তাই সুন্নাহ। কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাহকেই বুঝানো হয়েছে।

বাইশ

ফিক্হ পরিভাষায় সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদত যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত। হাদীছকে আরবী ভাষায় খবর (خبر) ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীছ ও ইতিহাস উভয়টিকেই বুঝায়।

আছার (اثر) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীছ ও আছার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্ব ভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাম উল্লেখ করেন নি। উসূলে হাদীছের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় ‘মাওকূফ হাদীছ’।

ইলমে হাদীছের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী : যে ব্যক্তি ঈমানের সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন, বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সংগে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ : যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিছ : যে ব্যক্তি হাদীছ চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীছের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিছ (محدث) বলে।

শায়খ : হাদীছের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন : সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.)-কে এবং ফিক্হ-এর পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র.) ও আবু ইউসূফ (র.)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ : যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাফিজ (حافظ) বলে।

হুজ্জাত : একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত (حجت) বলে।

হাকিম : যিনি সমস্ত হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকিম (حاكم) বলে।

তেইশ

রিজাল : হাদীছের রাবী সমষ্টিকে (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর-রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত : হাদীছ বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (رواية) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীছকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীছ) আছে।

সনদ : হাদীছের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সনদ (سند) বলে। এত হাদীছ বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন : হাদীছের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে (متن) বলে।

মরাফু' : যে হাদীছের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীছ গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফু' (مرفوع) হাদীছ বলে।

মাওকুফ : যে হাদীছের বর্ণনা-সূত্র উর্ধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ-সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদীছ বলে। এর অপর নাম আছার (اثر)।

মাকতূ' : যে হাদীছে সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে—তাকে মাকতূ' (مقطوع) হাদীছ বলে।

তা'লীক : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীছের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীছটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীছকেও 'তা'লীক বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তা'লীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারিগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস : যে হাদীছের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীছ শুনে নাই—সে হাদীছকে হাদীছে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয় যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র ছিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কার ভাবে বলে দেন।

মুযতারাব : যে হাদীছের রাবী হাদীছের মতন বা সনদে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে

চর্চা

বর্ণনা করেছেন সে হাদীছকে হাদীছে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়াযাত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদরাজ : যে হাদীছের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন— সে হাদীছকে মুদরাজ (مدراج - প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে ‘ইদরাজ’ (ادرأج) বলে। ইদরাজ হারাম। অবশ্য যদি এ দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দৃষ্ণীয় নয়।

মুত্তাসিল : যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীছ বলে।

মুনকাতি’ : যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে—তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীছ বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা’ (انقطاع)।

মুরসাল : যে হাদীছের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উল্লেখ করে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীছ বলে।

মুতাবি’ ও শাহিদ : এক রাবীর হাদীছের অনুক্রম যদি অপর রাবীর কোন হাদীছ পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীছটিকে প্রথম রাবীর হাদীছটির মুতাবি’ (متابع) বলে—যদি উভয় হাদীছের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাত বলে। যদি মূল রাবী এই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীছটিকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীছটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মু‘আল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু‘আল্লাক (معلق) হাদীছ বলে।

মা‘রুফ ও মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছ অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীছকে মা‘রুফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীছটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ- : যে মুত্তাসিল হাদীছের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত-গুণ সম্পন্ন এবং হাদীছটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত—তাকে সহীহ (صحيح) হাদীছ বলে।

হাসান : যে হাদীছের কোন রাবীর যাবতগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান (حسن) হাদীছ বলে। কিন্হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীছের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ : যে হাদীছের রাবী কোন হাসান হাদীছের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীছ বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীছটিকে দুর্বল বলা হয় অন্যথায় মহানবী (সা.)-এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযু' : যে হাদীছের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীছটিকে মাওযু' (موضوع) হাদীছ বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরুক : যে হাদীছের রাবী হাদীছের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত তার বর্ণিত হাদীছকে (متروك) হাদীছ বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম : যে হাদীছের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায় নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে—এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীছকে মুবহাম (مبهم) হাদীছ বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীছও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির : যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন-যাদের পক্ষে মিথ্যার দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীছ বলে। এই ধরনের হাদীছ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ : প্রত্যেক যুগে এক দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছকে খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الأحاد) বলে। এই হাদীছ তিন প্রকার :

মাশহূর : যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীছ বলে।

আযীয : যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে (عزيز) বলে।

গরীব : যে সহীহ হাদীছ কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) বলে।

হাদীছে কুদসী : এ ধরনের হাদীছের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে যেমন আল্লাহ তাঁর নবী (সা.)-কে ইলহাম, কিংবা স্বপ্নযোগ অথবা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন; মহানবী (সা.) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীছে কুদসীকে হাদীছে ইলাহী (حديث الهی) বা হাদীছে রাক্বানী (حديث ربانى) ও বলা হয়।

ছাব্বিশ

মুত্তাফাকুন আলায়হ্ : যে হাদীছ একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন—তাকে মুত্তাফাকুন আলায়হ্ (متفق عليه) হাদীছ বলে।

আদালাত : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালাত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাব্ত : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিক ভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাব্ত (ضبط) বলে।

ছিকাহ : যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যাব্ত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ (ثقة) ছাবিত (ثابت) বা ছাবাত (ثبات) বলে।

হাদীছ গ্রন্থসমূহের শ্রেণী বিভাগ

হাদীছ গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. আল-জামি' : যে সব হাদীছ গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম—(শরীআতের আদেশ নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের আদাব, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মুকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীছ বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি' (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামি' তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীছ খুবই কম তাই কোন কোন হাদীছ বিশারদের মতে তা জামি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান : যেসব হাদীছ গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীছ একত্রিত করা হয় এবং ফিক্হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে সুনান (سنن) বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইব্ন মাজা, ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এই হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ : যে সব হাদীছ গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীছসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না

সাতাইশ

তাকে আল-মুসনাদ (المسنَد) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আইশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীছ তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হল। ইমাম আহমদ (র.)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল-মু'জামা : যে হাদীছ গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীছসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মু'জাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মু'জামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক : যেসব হাদীছ বিশেষ কোন হাদীছ গ্রন্থে शामिल করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়—সেই সব হাদীছ যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرَك) বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীছসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা-এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ্ সিত্তাহ্ (صحيح ست) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (র.)-এর মওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবা'আ : সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অপর চারটি গ্রন্থ--আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ইব্ন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবা'আ (سنن اربعة) বলে।

হাদীছের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ

হাদীছের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (র.) ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীছই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি : 'মওয়াত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীছ বিশেষজ্ঞ, এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীছই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

আটাশ

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ পঞ্চম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণতঃ সহীহ ও হাসান হাদীছই রয়েছে। যঈফ হাদীছ এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইবন মাজা এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমদকেও এ স্তরে शामिल করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মা'রুফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীছই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়া'লা, মুসনাদ আবদুর রায্যাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ স্তর

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীছ গ্রহণ করা যেতে পারে না। এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীছই রয়েছে। ইবন হিব্বানের কিতাবু যুআফা, ইবনুল-আছীরের কামিল ও খাতীব বাগদাদী, আবু নুআয়ম-এর কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

উপরিউক্ত স্তরের যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীছ রয়েছে

বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহীহ হাদীছের কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীছই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন : 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীছকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীছকে আমি বাদও দিয়েছি।'

এইরূপে ইমাম মুসলিম বলেন : 'আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীছ রয়েছে সেগুলি সমস্ত যঈফ।' সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীছ ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবীর মতে সিহাহ সিত্তাহ, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনান দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ে নয়)।

১. সহীহ ইবন খুযায়মা—আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (৩১১ হিঃ)

উনত্রিশ

২. সহীহ ইব্ন হিব্বান—আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান (৩৫৪ হিঃ)
৩. আল-মুস্তাদরাক—হাকিম-আবু আবদিল্লাহ্ নিশাপুরী (৪০২ হিঃ)
৪. আল-মুখতার—যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৪ হিঃ)
৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক (৩১১ হিঃ)
৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ রাজা সিকী (২৮৬ হিঃ) এবং ইব্ন আযম জাহিরী (৪৫৬ হিঃ) ও এক একটি সহীহ কিতাবে রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না, বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কি না তা জানা যায় নাই।

হাদীছের সংখ্যা

হাদীছের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের ‘মুসনাদ’ একটি বৃহৎ কিতাব। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার) সহ মোট ৪০ হাজার এবং ‘তাকরার’ বাদ ৩০ হাজার হাদীছ রয়েছে। শায়খ ‘আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর ‘মুনতাকাব কানযিল উম্মাল’-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীছ রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। এক মাত্র হাসান আহমদ সমরকান্দীর ‘বাহরুল আসানীদ’ কিতাবেই এক লক্ষ হাদীছ রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীছের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীছের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবু আবদিল্লাহ্ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীছের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সহীহ সিওয়ায় মাত্র ৫০০ হাজার হাদীছ রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীছ মুত্তাফাকুন আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে : হাদীছের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীছ জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীছের বিভিন্ন সনদ রয়েছে (এমনকি শুধু নিয়্যাত সম্পর্কীয় (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) হাদীছটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে—তাদবীন, ৫৪ পৃঃ) অথচ আমাদের মুহাদ্দিছগণ যে হাদীছের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে ততসংখ্যক হাদীছ বলে গণ্য করেন।

হাদীছের সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা

স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছ চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন :

“আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন—যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাজত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল, যে তা শুনতে পায়নি”—(তিরমিযী, ২য় খঃ, পৃঃ ৯০।)

মহানবী (সা.) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বল লেন : “এই কথাগুলো তোমরা পুরো পুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে”—(বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন : “আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শুনা হবে”—মুসতাদরাক হাকিম, ১ খঃ, পৃঃ ৯৫)। তিনি আরও বলেন : “আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীছ শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ো এবং তাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করো”—(মুসনাদ আহমদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন : “আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও”—(বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা.) বলেনঃ “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়”—(বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীছ সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর হাদীছ সংরক্ষিত হয় : (১) উম্মতের নিয়মিত আমল; (২) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীছ ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীছ মুখস্ত করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (সা.) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্ত করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ মুখস্ত

একত্রিশ

করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীছ মুখস্থ করা হত”—(সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃঃ ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীছ সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) যে নির্দেশই দিতেন—সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদ অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীছ আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, “আমরা মহানবী (সা.)- নিকট হাদীছ শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন—আমরা শ্রুত হাদীছগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীছ মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত যাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত”—(আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১খ, পৃঃ ১৬১)।

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীছ শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীছ সংরক্ষণের জন্য যথা সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীছের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। ‘হাদীছ মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তার ইত্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে,— বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সংগে হাদীছ মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন : - - - - -
- - - - - “আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে”—(মুসলিম)। কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না মহানবী (সা.) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীছ লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল ! আমি হাদীছ বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন।” তিনি বললেন : “আমার হাদীছ কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার”—(দারিমী)। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) আরও বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট যা কিছু শুনতাম—মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে

রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন।” এ কথা বলার পর আমি হাদীছ লেখা পরিত্যাগ করলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন : “তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না”— (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)। তার সংকলনের নাম ছিল ‘সহীফায়ে সাদিকা’। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “সাদিকা হাদীছের একটি সংকলন—যা আমি নবী (সা.)-এর নিকট শুনেছি” —(উলূমুল হাদীছ, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীছ লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (সা.) বললেন :

“তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও।” অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইংগিত করলেন—(তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা.) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এ ভাষণ আমাকে লিখে দিন। নবী (সা.) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন—(বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমদ)। হাসান ইব্ন মুনাঈহ (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ লিপিবদ্ধ ছিল (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা.)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্‌ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা.) তাঁর (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীছ মহানবী (সা.)-এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩য় খ, পৃঃ ৫৭৩)। রাফি‘ ইব্ন খাদীজ (রা.)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীছ লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীছ লিখে রাখেন (মুসনাদ আহমদ)।

আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.)ও হাদীছ লিখে রাখতেন। চামড়ার খলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সংগেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর লিখিয়ে ছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইব্ন



মাসউদ (রা.)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইবন মাসউদ (রা.)-এর স্বহস্তে লিখিত (জামি' বায়ানিল ইন্ম, ১খ, পৃঃ, ১৭)।

স্বয়ং মহানবী (সা.) হিজরীত করে মদীনায়ে পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হৃদয়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীছ রূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (সা.)-এর সময় থেকেই হাদীছ লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা.)-র সংকলন সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন—তেমনি ভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা.)-র নিকট আটশত তাবিঈ হাদীছ শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, উরওয়া ইবনু যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবন সিরীন, নাকি', ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরুফ, মাকহুল, ইকরামা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইত্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইত্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সংগে সাক্ষাত করে মহানবী (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্ত-সমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তারই তাবিঈদের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাবঈ-তাবিঈদের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের বর্ণিত ও লিখিত হাদীছগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীছের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইবন আবদিল আযীয (র.) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান

চৌদ্দ

প্রেরণ করেন ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীছের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশক পৌছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালের ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নেতৃত্বে কূফার এবং ইমাম মালিক (র.) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীছ সংকলন হচ্ছে : জামি' সুফইয়ান ছাওরী, জামি' ইবনুল মুবারাক, জামি' ইমাম আওয়াঈ, জামি' ইবন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীছের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীছের পুসিদ্ধ ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবন মাজা (র.)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসয়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয় খানি হাদীছ গ্রন্থ (সিহাহ্ সিভাহ্) সংকলিত হয়। এ যুগের ইমাম শাফিঈ তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমদ তাঁর আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সানুদ দারি কুতনী সহীহ্ ইবন হিব্বান, সহীহ্ ইবন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীছের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীছের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ্ ওয়াস্ সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীছ চর্চা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃঃ) থেকেই হাদীছ চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (৭০০ হিঃ) ৭ম শতকে ঢাকার সোনার গাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীছ চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীছবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীছের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলুম

দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, জামিয়া ই সলামিয়া পটিয়া, জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ, জামিয়া মালীবাগ, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, খুলনা আলীয়া মাদ্রাসা, রাজশাহী আলীয়া মাদ্রাসা, শারখিনা আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম আলীয়া মাদ্রাসা, সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা প্রভৃতি হাদীছ কেন্দ্রসমূহ বর্তমানে ব্যাপকভাবে হাদীছ চর্চা ও গবেষণা করে চলেছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরস্পরায় মহানবী (সা.)-এর হাদীছ ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

ইমাম তিরমিযী (র.)

ইমাম তিরমিযীর পূর্ণ নাম আল-ইমামুল হাফিয আল হুজ্জা আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন সাওরা আর-রুগী আত-তিরমিযী। তিনি খুরাসানের জায়হুন নদীর বেলাভূমিতে অবস্থিত তিরমিযী নামক প্রাচীন শহরের বৃগ নামক গ্রামে ২০৯ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন মারভ-এর বাসিন্দা। পরে তারা তিরমিয এসে বসবাস করতে থাকেন। ইমাম তিরমিযী হাদীছে অপারিসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছসমূহ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাস্য ও অকাট্য দলীল হিসাবে গণ্য। তিনি তাঁর সময়কার বড় বড় হাদীছবিদদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ ও গ্রহণ করেছেন। কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইসহাক ইবন মুসা, মাহমুদ ইবন গায়লান, সাঈদ ইবন আবদির রাহমান, মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার, আলী ইবন হাজার, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছল্লা প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ। বিশেষ করে তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানীর কাছ থেকে হাদীছশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষক ইমাম বুখারী তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রশংসাসূচক কথা বলেছেন। ইমাম বুখারী একদিন তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “তুমি আমার নিকট থেকে যতটুকু উপকার লাভ করেছ আমি তোমার কাছ থেকে তদপেক্ষা অধিক উপকার লাভ করেছি।” ইমাম বুখারী নিজেও তাঁর নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ ও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত হাদীছ কেন্দ্রসমূহ সফর করে হাদীছ শ্রবণ ও সংগ্রহ করেছেন। কূফা, বসরা, রায়, খোরাসান, ইরাক, মিসর, শাম ও হিজায়ে হাদীছ সংগ্রহের জন্য তিনি বছরের পর বছর পরিভ্রমণ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। একবার শুনেই তিনি বহু সংখ্যক হাদীছ মুখস্থ করে নিতে সমর্থ হতেন। জনৈক মুহাদ্দিছের বর্ণিত কয়েকটি হাদীছাংশ তিনি শ্রবণ করেছিলেন; কিন্তু সেই মুহাদ্দিছের সংগে তাঁর কোন দিন সাক্ষাত ছিল না। তাঁর থেকে সরাসরি তা শ্রবণ করা ইমাম তিরমিযীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে তিনি মনে মনে

সেই মুহাদ্দিছের সন্ধানে উদগ্রীব ছিলেন। একদিন পথিমধ্যে তাঁর সাক্ষাত পেয়ে তাঁর নিকট থেকে সম্পূর্ণ হাদীছে শ্রবণের বাসনা প্রকাশ করলেন। তিনি তাঁর অনুরোধক্রমে সমস্ত হাদীছ পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়ই পাঠ করলেন। তা শ্রবণের সংগে সংগে হাদীছসমূহ ইমাম তিরমিযীর সম্পূর্ণ মুখস্থ হয়ে যায়। তা দেখে সেই মুহাদ্দিছ বড়ই বিস্মিত হয়ে পড়েন। তাঁর স্মরণশক্তির পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি আরো চল্লিশটি বিশেষ হাদীছ পাঠ করে শুনালেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীছসমূহ ইতিপূর্বে কখনো শুনে ননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই একবার পাঠ শুনে সম্মুখে দণ্ডায়মান উস্তাদকে শুনিতে দিলেন। এতে তাঁর একটি শব্দেরও ভুল হয়নি।

আর একটি ঘটনা। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সে অবস্থায় একবার তিনি হজ্জের সফরে পথে একস্থানে এসে মাথা ঝুকিয়ে ফেললেন এবং অন্যদেরকেও তা করতে বললেন। সংগীরা বিস্মিত হয়ে বলল, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, এখানে কোন গাছ নেই? সংগীরা বলল, না। তিনি বললেন, স্থানীয় লোকদের নিকট খোঁজ নিয়ে আস। অনেক আগে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন এ কটা গাছের ডাল পথের উপর ঝুঁকে পড়েছিল। এখানে মাথা ঝুকিয়ে চলতে হত। মনে হয় গাছটি এখন কেটে ফেলা হয়েছে। এ যদি ঠিক না হয় তাহলে বড়ই ভয়ের কথা, কারণ এতে আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং হাদীছ বর্ণনা করা আমার ত্যাগ করতে হবে। পরে খোঁজ-খবর করে জানা গেল যে, ইমাম তিরমিযীর কথাই ঠিক।

ইমাম তিরমিযী বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন করেছেন। আল-জামিউত তিরমিযী, কিতাবুল আসমা ওয়ালকুনা, শামাইলুত তিরমিযী, তাওয়ারীখ ও কিতাবুয যুহদ প্রভৃতি তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ।

তিরমিয শহরেই তিনি ২৭৯ হিজরী সনে সত্তর বছর বয়সে ইন্তিল করেন।

জামি' তিরমিযী

ইমাম তিরমিযীর সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ 'জামি' তিরমিযী নামে খ্যাত। এটি 'সুনান' নামেও পরিচিত। কিন্তু প্রথমোক্ত নামই অধিকাংশ হাদীছবিদ গ্রহণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর এই গ্রন্থখানি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম বুখারীর অনুসৃত গ্রন্থ প্রণয়নরীতি অনুযায়ী সংকলিত করেছেন। প্রথমতঃ তাতে ফিক্‌হের অনুরূপ অধ্যায় রচনা করেছেন। সেই সংগে তিনি বুখারী শরীফের ন্যায় অন্যান্য হাদীছও তাতে সংযোজিত করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের জরুরী হাদীছ তাতে সুন্দরভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন। হাফিয আবু জা'ফর ইবন জুবাই (মৃঃ ৭০৮ হিঃ) সিহাহ সিত্তাহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন : ইমাম তিরমিযী বিভিন্ন বিষয়ের হাদীছ একত্র করে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে যে বিশিষ্টতা লাভ করেছেন, তাতে তিনি অবিসংবাদিত।

সাইদ্বিশ

ইমাম তিরমিযী তাঁর এই গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত করে তদানীন্তন মুসলিম জাহানের হাদীছবিদ আলিমগণের নি কট যাঁ চাই করার উদ্দেশ্যে পেশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন : ‘আমি এই মুসনাদ (সহীহ সনদ যুক্ত) গ্রন্থখানি প্রণয়ন সম্পূর্ণ করে হিজায়ের হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের সমীপে পেশ করলাম। তাঁরা তা দেখে খুবই পছন্দ করলেন ও সন্তোষ প্রকাশ করলেন। অতঃপর আমি এটি খুরাসানের বিশেষজ্ঞগণের খেদমতে পেশ করলাম। তাঁরাও ওটিকে অত্যন্ত পছন্দ করেন ও সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইমাম তিরমিযীর এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে বলা হয় যে, যার ঘরে এই কিতাবখানি থাকবে, মনে করা যাবে যে, তার ঘরে স্বয়ং নবী করীম (সা.) অবস্থান করছেন ও নিজে কথা বলছেন।

তিরমিযী শরীফ সাধারণ পাঠকদের জন্য একখানি সু-পাঠ্য ও সহজবোধ্য হাদীছ গ্রন্থ। শায়খুল ইসলাম হাফিয ইমাম আবু ইসমাইল আবদুল্লাহ্ আন সারী (মৃঃ ৪৮১ হিঃ) তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে আলোচনা পুসংগে বলেছেন : “আমার দৃষ্টিতে তিরমিযী শরীফ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা অধিক ব্যবহারোপযোগী। কেননা বুখারী ও মুসলিম এমন হাদীছ গ্রন্থ যে, কেবল মাত্র বিশেষ পারদর্শী আলিম ভিন্ন তা থেকে ফায়দা লাভ করতে সমর্থ হওয়া কঠিন। কিন্তু ইমাম আবু ইসা তিরমিযীর গ্রন্থ থেকে যে কেউ ফায়দা লাভ করতে পারে”।

ইমাম তিরমিযী থেকে তাঁর এই গ্রন্থখানি যদিও শ্রবণ করেছেন বহু সংখ্যক শাগিরদ ; কিন্তু তার বর্ণনা পরম্পরা অব্যাহত ও ধারাবাহিকভাবে চলছে মোট ছয়জন বড় মুহাদ্দিছ থেকে।

তিরমিযী শরীফের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

- এই মহা-সংকলনটিতে হাদীছের পুনরুক্ত বলতে গেলে নেই।
- এতে ফকীহগণের দলীল রূপে ব্যবহৃত হাদীছসমূহকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- প্রত্যেক অনুচ্ছেদে ফিক্হবিদ ইমামগণের মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে।
- বর্ণিত হাদীছটি সহীহ কিনা এই সম্পর্কেও মতামত উল্লেখ করা হয়েছে এবং সনদটি কোন পর্যায়ের সে দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- প্রতিটি অনুচ্ছেদে মূল হাদীছটি বর্ণনা করার পর এই বিষয়ে আরো কার কার নিকট থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে তাও **باب وفی** শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আটত্রিশ

- রাবী বা বর্ণনাকারীদের পরিচয় এতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন রাবী যদি নামে প্রসিদ্ধ হয় তবে তার উপনাম আর নামে প্রসিদ্ধ থাকলে মূল নাম, অনেক ক্ষেত্রে নিস্বা (দেশ বা কবীলার প্রতি সম্পর্কিত করে যে নাম প্রসিদ্ধ) উল্লেখ করে তার পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।
- অনেক ক্ষেত্রে কোন কঠিন ও জটিল শব্দ সমূহের অর্থ ও মর্ম বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।

তিরমিযী শরীফ ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা

১. হাসান ও সহীহ : যদিও একই হাদীছ হাসান এবং সহীহ একই সংগে হতে পারে না, কেননা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। কিন্তু ইমাম তিরমিযী আপেক্ষিকভাবে এটির ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হল এক দৃষ্টিতে হাদীছটি সহীহ এবং অন্য দৃষ্টিতে এটি হাসান।
২. হাসান, সহীহ ও গরীব : একই হাদীছ একই সংগে হাসান, সহীহ ও গরীব হতে পারে না সুতরাং এখানেও এর মর্ম হল এক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হাদীছটি হাসান, আরেক দৃষ্টিতে সহীহ এবং অন্য এক দৃষ্টিতে গরীব।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং মাঝে লম্বা রেখা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুতায়বা ইব্ন সাদ্দ (র.)—ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত
২. আলায়হিস্ সালামা-এর ক্ষেত্রে (আ.) রাদিয়াল্লাহু আনহু, আনহুমা, আনহুম, আনহা, আনহুনা-এর ক্ষেত্রে (রা.) এবং রহমতুল্লাহি আলায়হি, আলায়হিমা, আলায়হিম, আলায়হা, আলায়হিন্নার ক্ষেত্রে (র.) পাঠসংকেত গ্রহণ করা হয়েছে।
৩. একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠসংকেত উল্লেখ করা হয়েছে যেমন আনাস, আব্বাস, আবু হুরায়রা (রা.)।
৪. কুরআন মজীদে আয়াতের ক্ষেত্রে সূরা নম্বরের পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ২ : ১৩৮ অর্থাৎ সূরা বাকারার ১৩৮ নং আয়াত।
৫. অনেক ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী وفى الباب শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়ে বলে অনুবাদ করেছি।
৬. অনেক ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী قَالَ أَبُو عِيسَى বলে হাদীছ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত বা ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও ইমামদের মতামত উল্লেখ করেছেন। এই ক্ষেত্রে আমরা ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন হিসাবে অনুবাদ করেছি।



৭. ফকীহগণের মতামতের ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনীতে আমরা ইমাম আযম আবু হানীফা (র.)- নাম ও মত উল্লেখ করে দিয়েছি।

৮. كراهة শব্দটিকে সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিত অনুসারে কোথাও কোথাও মাকরুহ কোথাও কোথাও হারাম শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে।

৯. আরবী, ফার্সী ও উর্দু শব্দসমূহের বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকার অনুমোদিত রূপটি গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্মমন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা-দেশকে আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি যে, তাঁরা এমন মহান কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই মহা-প্রয়াসের সংগে জড়িত সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী-গণের জন্য দু'আ করি, আল্লাহ যেন এই ওয়াসীলায় তাঁদের ও আমাদের সকল গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন এবং নেক জাযা দেন।

হে আল্লাহ, জানিনা কেমন করে তোমার প্রশংসা করব, কি করে তোমার হাম্দ আদায় করব। একমাত্র তোমার দয়া ও তওফীকে, তোমার ফযল ও করমে আমাদের মত যঈফ ও গানাহ্গার বান্দাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের খিদমতে সিহাহ সিত্তাহ্ অন্যতম প্রধান কিতাব তিরমিযী শরীফের বাংলা তরজমা পেশ করার। ক্রটি আমাদের অনেক, ভুল আমাদের অনেক, ইখলাছ আমাদের নেই। তোমার বিপুল রহমতের কাছে শুধু আশা—কবুল কর আমাদের, ক্ষমা করে দাও আমাদের। হিদায়াতের ওয়াসীলা হিসাবে বানিয়ে দাও আমাদের। আমীন ! ইয়া রাক্বাল আলামীন !!

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

সদস্য সচিব,

সিহাহ সিত্তাহ্ সম্পাদনা পরিষদ

وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ . وَقَالَ إِسْحَقُ : يَخْلَلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ .

وَأَبُو هَاشِمٍ اسْمُهُ " إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَكِّيُّ .

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, মুস্তাওরিদ (তিনি হলেন, ইব্নু শাদ্দাদ আল-ফিহরী) এবং আবু আয়্যুব আনসারী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান সহীহ। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে উযূর সময় পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করার বিধান দিয়েছেন। আহমদ, ইসহাকও এই অভিমত পোষণ করেন। ইসহাক বলেনঃ উযূর সময় হাত ও পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করা হবে।

রাবী আবু হাশিমের নাম ইসমাঈল ইব্ন কাছীর আল-মাক্কী।

٢٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى الثَّوَامَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ " .

৩৯. ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ উযূ করার সময় তোমার হাত ও পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করবে।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও গরীব।

٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ ذَلِكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِصْرِهِ .

৪০. কুতায়বা (র.).....মুস্তাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ ফিহরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে উযূ করার সময় কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দিয়ে পায়ের অঙ্গুলী মলতে দেখেছি।

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهْيَعَةَ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান-গরীব। ইব্ন লাহী'আ ছাড়া আর কারো সনদে হাদীছটি পরিচিত নয়।

بَابُ مَا جَاءَ "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ"

অনুচ্ছেদ : উযুতে যাদের গোড়ালি ভিজেনি তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি
 ৪১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" .

৪১. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ উযুতে যাদের গোড়ালি ভিজেনি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।
 قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ هُوَ ابْنُ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيُّ وَمُعَيْقِبٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَالِيدِ، وَشُرْحَبِيلِ بْنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
 وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبَطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ" .
 قَالَ : وَفِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جُورَبَانِ .

এই বিষয়ে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর, 'আইশা, জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ, আবদুল্লাহ ইব্নুল হারিছ, (ইনি হলেন ইব্ন জায্ আয্-যুবায়দী), মু'আযকীব, খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ, শুরাহবীল ইব্ন হাসানা, 'আমর ইব্নুল 'আস, ইয়াযীদ ইব্ন আবী সুফইয়ান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। নবী ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ গোড়ালি এবং পায়ের পাতা যাদের ভিজেনি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

হাদীছটির মর্ম হলঃ পায়ের চামড়ার মোষা বা কাপড়ের মোটা শক্ত মোষা না থাকলে পায়ের মাসহে করা জায়েয নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

অনুচ্ছেদ : উযুতে প্রতি অঙ্গ একবার একবার করে ধোয়া
 ৪২. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ وَقَالَ :

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً " .

৪২. আবু কুরায়ব, হান্নাদ, কুতায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ একবার একবার করে ধুয়ে উঠে করেছেন।
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي رَافِعٍ وَابْنِ الْفَاكِهِ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ .
 وَرَوَى رِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً " .
 قَالَ : وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ . وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى ابْنُ عَجْلَانَ ، وَهَشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، وَسَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

এই বিষয়ে উমর, জাবির, বুয়ায়দা, আবু রাফি, ইবনুল ফাকিহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

যাহ্যাক ইবন শুরাহবীলের সূত্রে রিশদীন ইবন সা'দ প্রমুখ উমর ইবনুল খাতাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ এক একবার ধুয়ে উঠে করেছেন। তবে এই রিওয়াযাতটি তেমন শুদ্ধ নয়। সহীহ হল সেটি, যেটি ইবন 'আজলান, হিশাম ইবন সা'দ, সুফইয়ান ছাওরী, আবদুল আযীয ইবন মুহাম্মাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : উযুতে প্রতি অঙ্গ দুইবার করে ধোয়া

٤٣. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ هُوَ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " .

৪৩. আবু কুরায়ব ও মুহাম্মাদ ইবন রাফি (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রতিটি অঙ্গ দুইবার করে ধুয়ে নবী ﷺ উযু করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ . وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান-গরীব। ইবন ছাওবান (র.)আবদুল্লাহ ইবনুল ফায়ল (র.)-এর সনদ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি বর্ণিত আছে কি না আমাদের জানা নেই। এই সনদটি হাসান ও সহীহ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেনঃ নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করে উযু করেছেন বলেও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে রিওয়াযাত রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوَضُّؤِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

অনুচ্ছেদ : উযুতে প্রতি অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া

٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حِيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

৪৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে উযু করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَائِشَةَ وَالرَّبِيعِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي رَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَمُعَاوِيَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي بَكْرٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنْ الْوُضُوءَ يُجْزَى مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ . وَأَفْضَلُهُ ثَلَاثٌ . وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ .

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَا مَنْ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْتُمْ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلَى .

এই বিষয়ে ‘উছমান, ‘আইশা, রুবায়া’, ইবন উমর, আবু উমামা, আবু রাফি’, আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর, মু’আবিয়া, আবু হুরায়রা, জাবির, ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ, উবাই ইবন কা’ব [আবু যারর] (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সর্বাপেক্ষা হাসান ও সহীহ। কেননা, এই হাদীছটি আলী (রা.) থেকে একাধিক সনদে বর্ণিত আছে।

সাধারণভাবে আলিম ও ফকীহগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেন। প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধোয়া যথেষ্ট, দুইবার করে ধোয়া উত্তম আর সর্বোত্তম হল তিনবার করে ধোয়া। এই বিষয়ে এরপর আর কিছু করণীয় নেই।

ইবন মুবারাক বলেনঃ তিনবার থেকেও বেশী যদি কেউ ধোয় তবে সে গোনাহগার হবে না বলে আমার মনে হয় না। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেনঃ সন্দেহ-প্রবণ লোক ছাড়া তিনবারের অতিরিক্ত কেউ ধোয় না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا

অনুচ্ছেদ : একবার করে, দুইবার করে ও তিনবার করে ধুয়ে উযু করা

٤٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ : حَدَّثَكَ جَابِرٌ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ؟ قَالَ : نَعَمْ " .

৪৫. ইসমাইল ইবন মুসা আল-ফারী (র.).....ছবিত ইবন আবী সাফিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আবু জা'ফারকে বললাম, নবী ﷺ একবার করে ধুয়ে, দুইবার করে ধুয়ে এবং তিনবার করে ধুয়েও উযু করেছেন বলে জাবির (রা.) কি আপনাকে হাদীছ শুনিয়েছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

৬১. قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى وَكِيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ : حَدَّثْنَا جَابِرٌ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَحَدَّثْنَا بِذَلِكَ هَنَادٌ وَقُتَيْبَةُ . قَالَا : حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ .

৪৬. ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ছাবিত ইবন আবী সাফিয়্যার সূত্রে ওয়াকী' ও এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ছাবিত বলেনঃ আমি আবু জা' ফারকে বললাম, নবী ﷺ একবার করে অঙ্গসমূহ ধুয়ে উযু করেছেন বলে জাবির (রা.) কি আপনাকে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكَ ، لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ هَذَا عَنْ ثَابِتٍ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيعٍ . وَشَرِيكَ كَثِيرُ الْغَلَطِ . وَثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ هُوَ " أَبُو حَمْزَةَ الثَّمَالِيُّ " .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ শারীকের সূত্রে ছাবিত ইবন আবী সাফিয়্যা বর্ণিত হাদীছটির তুলনায় এটি অধিকতর শুদ্ধ। কেননা ওয়াকী'-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ আরো অনেকেই ছাবিত থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর শারীক বহু ভুল করেন।

ছাবিত ইবন আবী সাফিয়্যা হলেন আবু হামযা ছুমালী।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَتَوَضَّأُ بَعْضَ وَضُوءِهِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا

অনুচ্ছেদ : উযুতে কিছু অঙ্গ দুইবার করে আর কিছু অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া

৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ .

৪৭. ইবন আবী উমর (র.).....আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ একবার উযু করতে গিয়ে মুখ তিনবার ধৌত করলেন, দুই হাত দুইবার ধৌত করলেন আর মাথা মাসহে করলেন ও দুই পা দুইবার করে ধৌত করলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ ذَكَرَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ بَعْضَ وَضُوءِهِ مَرَّةً وَبَعْضَهُ ثَلَاثًا .

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ : لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَضُوءِهِ ثَلَاثًا وَبَعْضَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। একাধিক হাদীছে এই কথার উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ উযুতে কিছু অঙ্গ একবার করে এবং কিছু অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেছেন।

আলিমদের কেউ কেউ এই কথার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা উযুতে কিছু অঙ্গ তিনবার, কিছু অঙ্গ দুইবার বা একবার করে ধৌত করায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ كَانَ

অনুচ্ছেদঃ নবী ﷺ – এর উযু কেমন ছিল

৪৮. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ، ثُمَّ مَضَمَضَ ثَلَاثًا وَإِسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَحَبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهُورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৪৮. হান্নাদ ও কুতায়বা (র.).....আবু হায্যা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আলী (রা.)-কে একদিন উযু করতে দেখলাম। তিনি প্রথমে কব্জা পর্যন্ত দুই হাত খুব পরিষ্কার করে ধুইলেন। পরে তিনবার কুলী করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার চেহারা ধুইলেন, দুই হাত তিনবার ধুইলেন, একবার মাথা মাসহে করলেন এবং গোড়ালির হাড়ি পর্যন্ত দুই পা ধুইলেন, তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং উযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে তা দাঁড়িয়েই পান করলেন এবং বললেনঃ আমার মনে ইচ্ছা জাগল যে, রাসূল ﷺ-এর পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি কি ছিল তা তোমাদের দেখাই।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالرُّبَيْعِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ وَعَائِشَةَ رَضَوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ .

এই বিষয়ে উছমান, আবদুল্লাহ ইব্ন য়ায়দ, ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, আইশা, রুবাযিহ এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৪৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهْنَادٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ : ذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي حَيَّةَ ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ : "كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَهُورِهِ أَخَذَا مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ" .

৪৯. কুতায়বা ও হান্নাদ (র.) আব্দ খায়রের সূত্রেও আলী (রা.) থেকে এই হাদীছটি আবু হায়্যার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আব্দ খায়র বর্ণিত রিওয়াযাতে আছেঃ আলী (রা.) উযু শেষে অবশিষ্ট পানি হাতে নিয়ে তা পান করলেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي حَيَّةَ وَعَبْدِ خَيْرٍ وَالْحَرِثُ عَنْ عَلِيٍّ .

وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثُ الْوُضُوءِ بِطَوْلِهِ .

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ : وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، فَأَخْطَأَ فِي إِسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ فَقَالَ : " مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ " عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ .

قَالَ : وَرَوَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ .

قَالَ : وَرَوَى عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، مِثْلَ رِوَايَةِ شُعْبَةَ . وَالصَّحِيحُ " خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ " .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেনঃ এই হাদীছটি আবু হায়্যা, আব্দ খায়র, হারিছের সূত্রে আবু ইসহাক হামদানীও আলী (রা.) থেকে রিওয়াযাত করেছেন। যাইদা ইব্ন কুদামা এবং আরো অনেকে আলী (রা.)-এর বরাতে উযু সম্পর্কিত এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। শু'বাও এই হাদীছটি খালিদ ইব্ন আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শু'বা খালিদ ও তাঁর পিতা আলকামার নামের ক্ষেত্রে ভুলক্রমে মালিক ইব্ন উরফুতা বলে ফেলেছেন।

আবু 'আওয়ানা-খালিদ ইব্ন আলকামা-আব্দ খায়র-আলী (রা.) এই সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত আছে। কিন্তু শুদ্ধ হল খালিদ ইব্ন 'আলকামা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّضْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ : উযূর পর কিছু পানি ছিটিয়ে দেওয়া

৫০. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ السَّلِيمِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ سَلَمُ بْنُ قَتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "جَاءَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِجْ " .

৫০. নাসর ইব্ন 'আলী আল-জাহযামী এবং আহমদ ইব্ন আবী 'উবায়দিল্লাহ্ আস-সালীমী আল-বসরী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ একবার আমার নিকট জিবরাঈল এলেন, বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! উযূর পর আপনি সামান্য পানি ছিটিয়ে দিবেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سَفْيَانَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : سَفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، أَوِ الْحَكَمُ بْنُ سَفْيَانَ . وَاضْطَرَبُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীছটির অন্যতম রাবী হাসান ইব্ন আলী আল-হাশিমী হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার।

এই বিষয়ে আবুল হাকাম ইব্ন সুফইয়ান, ইব্ন আব্বাস, যায়দ ইব্ন হারিছা ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটির হাকাম ইব্ন সুফইয়ানের সূত্রে ইযতিরাব রয়েছে। কেউ কেউ সুফইয়ান ইব্ন হাকাম অথবা হাকাম ইব্ন সুফইয়ানও বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْبَاغِ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ : পরিপূর্ণভাবে উযূ করা

৫১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: اسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ".

৫১. 'আলী ইব্ন হজর (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একদিন সাহাবীদের বললেনঃ আমি কি তোমাদের এমন এক বিষয়ের কথা বলব, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা গুনাহ বিদূরিত করে দিবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন? সাহাবীগণ বললেনঃ অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল !

রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হল, কষ্টকর অবস্থায়ও পূর্ণভাবে উযু করা, বেশি করে মসজিদে যাওয়া, এক সালাতের পর আরেক সালাতের অপেক্ষা করা। এ হলো জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে সীমান্তে প্রতীক্ষার মত।

৫২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: "فَذَلِكَ الرِّبَاطُ، فَذَلِكَ الرِّبَاطُ، ثَلَاثًا."

৫২. কুতায়বা-আবদুল 'আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ-আলা সূত্রেও হাদীছটি অনুরূপভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে কুতায়বা তার রিওয়ায়াতে-"এ হলো রিবাত, এ হলো রিবাত, এ হলো রিবাত"-অর্থাৎ "জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে সীমান্তে প্রতীক্ষার মত" কথাটি তিনবার উল্লেখ করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبِيدَةَ - وَيُقَالُ عَبِيدَةُ بْنُ عَمْرٍو وَعَائِشَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِشٍ الْحَضْرَمِيُّ، وَأَنْسَرٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ الْجُهَنِيُّ الْحُرَقِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর, ইব্ন 'আম্বাস, 'আবীদা ('উবায়দা নামেও পরিচিত) ইব্ন 'আমর, 'আইশা, আবদুর রহমান ইব্ন 'আইন আল-হাযরামী ও আনাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেনঃ এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান এবং সহীহ।

‘আলা ইব্ন’ আবদির রাহমান হলেন ইব্ন ইয়াকুব আল-জুহানী আল-হরাকী। হাদীছ বিশারদদের নিকট তিনি নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَنُّدِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ : উযূর পর রুমাল ব্যবহার করা

৫২. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ".

৫৩. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী’ ইব্ন জাররাহ (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এর কাছে এক খণ্ড কাপড় ছিল। এটি দিয়ে তিনি উযূ করার পর পানি মুছতেন। قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ لَيْسَ بِإِلْقَائِهِمْ . وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ .

وَأَبُو مُعَاذٍ يَقُولُونَ : هُوَ "سَلِيمَانُ بْنُ أَرْقَمٍ" وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটিও প্রতিষ্ঠিত নয়। নবী ﷺ থেকে এই বিষয়ে সহীহ কোন বর্ণনা নেই। আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটির রাবী আবু মু‘আয সম্পর্কে হাদীছ বিশারদগণ বলেন, ইনি হলেন সুলায়মান ইব্ন আরকাম। তিনি হাদীছ বিশারদগণের নিকট দুর্বল।

এই বিষয়ে মু‘আয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৫৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَنْعَمٍ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : "رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ".

৫৪. কুতায়বা (র.).....মু‘আয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি দেখেছি, নবী ﷺ উযূ করে তাঁর পরিহিত কাপড়ের এক প্রান্ত দিয়ে তাঁর চেহারা মুছে ফেলতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَرِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ بَنِ أَنْعَمِ الْأَفْرِيقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ . وَقَدَّرَ خُصَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي التَّمْنَدِلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ .

وَمَنْ كَرِهَهُ إِنَّمَا كَرِهَهُ مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ قِيلَ : إِنَّ الْوُضُوءَ يُوْزَنُ . وَرَوَى كَذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالزُّهْرِيِّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ : حَدَّثَنِيهِ عَلَى بْنُ مَجَاهِدٍ عَنِّي ، وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ . عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّمَا كَرِهَ التَّمْنَدِلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُوْزَنُ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। এর সনদ দুর্বল। এই হাদীছের রাবী রিশদীন ইবন সা'দ এবং 'আবদুর রহমান ইবন যিয়াদ ইবন আনউম আল-ইফরীকী উভয়েই হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণের মধ্যে একদল উযূর পর রুমাল ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

“উযূর পানি অবশ্যই ওয়ন করা হবে”- এই কথার উপর ভিত্তি করে কোন কোন আলিম উযূর পর সে পানি মুছে ফেলা অপছন্দ করেছেন। সাঈদ ইবনু'ল মুসায়্যাব এবং ইমাম যুহরী থেকেও এই ধরনের কথা বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবন হুমায়দ আর রাযী-যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেনঃ উযূর পানি অবশ্যই ওয়ন করা হবে বলে উযূর পর রুমাল ব্যবহার করা পছন্দনীয় নয়।

بَابُ فِيمَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ : উযূ করার পর দু'আ

٥٥. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ

تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي
مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فَتَحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

৫৫. জাফার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইমরান আছ-ছা'লাবী আল-কুফী (র.).....উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি খুব ভাল করে উযু করে এই দু'আ পড়ে তবে জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়েই সে ইচ্ছা করবে সেটি দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। দু'আটি হলঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ .

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি--আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কেউ শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের মধ্যে शामिल কর এবং পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত কর।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُمَرَ قَدْ خُوِّلَفَ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
قَالَ : وَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ ، وَعَنْ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ عُمَرَ .
وَهَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ . وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ
كَبِيرُ شَيْءٍ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَبُو إِدْرِيسَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ شَيْئًا .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আনাস এবং 'উকবা ইব্ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেনঃ উমর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির সনদে বর্ণনাকারী যায়দ ইব্ন হুবাবের সাথে অন্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় গরমিল রয়েছে। অন্যান্য বর্ণনাকারিগণ আবু ইদরীস খাওলানী ও আবু উছমান এবং উমর (রা.)-এর মাঝে অপর এক

রাবী'র কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন-আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ প্রমুখ মু'আবিয়া ইব্ন সালিহ-রাবী'আ ইব্ন ইয়াযীদে'র সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছটির সনদে আবু ইদরীস এবং উমর (রা.)-এর মাঝে উকবা ইব্ন আমিরের নাম উল্লেখ করেছেন। এভাবে আবু উছমান ও উমর (রা.)-এর মাঝে জুবায়র ইব্ন নুফায়রের নাম উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে যায়দ ইব্ন হুবাবের বর্ণনায় এরূপ নেই। যা হোক, এই হাদীছটির সনদে ইয়তিরাব রয়েছে। নবী ﷺ থেকে এই বিষয়ে সহীহ সনদে বিশেষ কিছু ছাণিত নেই। ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেছেনঃ আবু ইদরীস (রা.) উমর (রা.) থেকে কোন কিছু শুনে'নি।

بَابُ فِي الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

অনুচ্ছেদ : এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে উযু করা

৫৬. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي رِيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ " .

৫৬. আহমদ ইব্ন মানী' ও 'আলী ইব্ন হুজর (রা.).....সাফীনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এক মুদ^১ পরিমাণ পানি দিয়ে উযু এবং এক সা'^২ পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَأَنْسَرِ بْنِ مَالِكٍ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ سَفِيْنَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُو رِيْحَانَةَ إِسْمُهُ "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَطَرٍ" .

وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ ، وَالْغُسْلَ بِالصَّاعِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى التَّوْقِيْتِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي .

এই বিষয়ে 'আইশা, জাবির ও আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (রা.) বলেনঃ সাফীনা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ। রাবী আবু রায়হানার নাম হল আবদুল্লাহ ইব্ন মাতার।

আলিমগণের কেউ কেউ এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে উযু এবং এক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করার বিধান দিয়েছেন।

১. এক মুদ—প্রায় এক সের।

২. এক সা'—প্রায় ৪ সের পরিমাণ।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেনঃ উযু গোসলের জন্য বিশেষ এমন একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা যে, এর কম বা বেশী পরিমাণ পানি ব্যবহার করা জায়েয হবে না-এই হাদীছটির মর্ম তা নয়। বরং কতটুকু পরিমাণ পানি উযু বা গোসলের জন্য যথেষ্ট তা বর্ণনা করাই হল এর উদ্দেশ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ : উযুর মধ্যে পানির অপচয় পছন্দনীয় নয়

৫৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ : الْوَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ" .

৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ উযুর জন্য একটি শয়তান নির্ধারিত রয়েছে।^১ এর নাম হল ওয়ালাহান।। সুতরাং তোমরা পানির ব্যাপারে সন্দেহ প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকবে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَالصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لِأَنَّا لَنَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةٍ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الْحَسَنِ : قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ . وَخَارِجَةُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَضَعْفُهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি গরীব। হাদীছ বিশারদগণের নিকট এই হাদীছটির সনদ শক্তিশালী এবং সহীহ নয়। কারণ, খারিজা ব্যতীত আর কেউ এটিকে নবী ﷺ পর্যন্ত রাবী পরম্পরায় বা মুসনাদ হিসাবে রিওয়া-য়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই কথাটি হাসানের উক্তি হিসাবেও একাধিক বর্ণনার রয়েছে। নবী ﷺ থেকে এই বিষয়ে সহীহ কিছু বর্ণিত নেই। হাদীছ বিশারদদের

১. এই শয়তান উযুর মধ্যে সন্দেহ ও ওয়াস-ওয়াসার সৃষ্টি করে। আর এর ফলে সালাতের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে। এই জন্য রাসূল (সা.) সন্দেহ প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

নিকট খারিজা শক্তিশালী রাবী বলে স্বীকৃত নন। ইব্ন মুবারাক তাঁকে যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

অনুচ্ছেদ : প্রতি সালাতের জন্য উযু করা

৫৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ : طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ. قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ : فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَوَضَّأُ وَضُوءًا وَاحِدًا ."

৫৮. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ আর-রাযী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ পাক-নাপাক প্রত্যেক অবস্থায়ই প্রতি সালাতের জন্য উযু করতেন।

রাবী হুমায়দ বলেনঃ আমি আনাস (রা.)-কে বললাম, আপনারা নিজেরা কি করতেন?

তিনি বললেনঃ আমরা একবার উযু করে নিতাম।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ . وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِسْتِحْبَابًا ، لَا عَلَى الْوُجُوبِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হুমায়দের সূত্রে বর্ণিত আনাস (রা.)-এর এই হাদীছটি হাসান ও গরীব। পক্ষান্তরে 'আমর ইব্ন 'আমির আল-আনসারীর সূত্রে বর্ণিত আনাস (রা.)-এর রিওয়ায়াতটি হাদীছ বিশারদগণের নিকট অধিক প্রসিদ্ধ। আলিমদের কেউ কেউ প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করা ওয়াজিব নয় বরং তা মুস্তাহাব বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

৫৯. وَقَدَّرُوهُ فِي حَدِيثٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : "مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طَهْوَرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ" قَالَ : وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ الْإِفْرِيقِيُّ عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمُرُوزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ الْإِفْرِيقِيِّ . هُوَ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ .

৫৯. ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, পাক অবস্থায় যে ব্যক্তি উযু করবে আল্লাহ তার জন্য দশটি করে নেকী লিখবেন।

আল-ইফরীকী (র.) আবু গুতায়ফ সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে এই সনদটি দুর্বল।

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : ذَكَرَ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ : هَذَا إِسْنَادٌ مَشْرِقِيٌّ .

قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ .

আলী ইব্ন আল-মাদীনী বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন, হিশাম ইব্ন উরওয়ার কাছে এই হাদীছটি উল্লেখ করা হলে তিনি বলেছিলেনঃ এর সনদ হল পূর্বাঞ্চলীয়।^১

আহমদ ইব্নুল হাসান বলেন, আহমদ ইব্ন হাম্বাল (র.) বলেছেনঃ ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তানের মত হাদীছ বিশারদ কোন লোক আমি দেখিনি।

٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . قُلْتُ فَأَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحَدِّثْ .

৬০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....: আমার ইব্ন 'আমির আল-আনসারী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছিঃ নবী প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করতেন।

আমি বললাম : আপনারা নিজেরা কি করতেন ? তিনি বললেন : উযু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ সালাত আমরা একই উযুতে আদায় করতাম।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَحَدِيثٌ حَمِيدٌ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثٌ جَيِّدٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ .

১. এই হাদীছের রাবীদের মধ্যে মদীনাবাসী কেউ নেই, এদের সকলেই কূফা ও বসরাবাসী। আর এই অঞ্চল মদীনার পূর্বদিকে অবস্থিত।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। পক্ষান্তরে হুমায়দের সূত্রে আনাস (রা.)-এর রিওয়াযাতিটি উত্তম এবং গরীব ও হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছে : এক উযুতে একাধিক সালাত আদায় করা

৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ . فَقَالَ عُمَرُ إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ ؟ قَالَ عَمْدًا فَعَلْتَهُ " .

৬১. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.).....বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ নবী ﷺ প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করতেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন একই উযুতে সবক'টি সালাত আদায় করেছিলেন এবং চামড়ার মোযায় মাসহে করেছিলেন। উমর (রা.) তখন তাঁকে বললেন : আপনি আজকে এমন একটি কাজ করলেন যা পূর্বে কখনও করেননি। রাসূল ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ, ইচ্ছা করেই এমন করেছি।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَزَادَ فِيهِ : تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً .

قَالَ وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ أَيضًا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ : "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ " .

وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ .

قَالَ : وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّسَلًا وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ

يُحَدِّثُ . وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اسْتِحْبَابًا وَإِرَادَةً الْفَضْلِ .
وَيُرَوَّى عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " مَنْ
تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ " وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ " .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। 'আলী ইব্ন কাদিম এই হাদীছটি সুফইয়ান ছাওরীর সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে নিম্নোক্ত বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে : নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ একবার একবার করে ধুয়ে উযু করেছেন।

সুফইয়ান ছাওরী এই হাদীছটি মুহারিব ইব্ন দিছার-সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা (রা.) সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করতেন। ওয়াকী' - সুফইয়ান - মুহারিব-সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী প্রমুখ রাবী এই হাদীছটি সুফইয়ান-মুহারিব ইব্ন দিছার-সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটি ওয়াকী' বর্ণিত রিওয়াযাত অপেক্ষা সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন : উযু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত একই উযুতে একাধিক সালাত আদায় করা যায়। তাঁদের কেউ কেউ বলেনঃ অধিক ফযীলত লাভের আশায় প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করা মুস্তাহাব।

ইফরীকী (র.).....আবু গুতায়ফ সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তাহারাত অবস্থায়ও যদি কেউ উযু করে তবে আল্লাহ তাকে দশটি নেকী দিবেন। এই সনদটি যঈফ।

এই বিষয়ে জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ একই উযুতে যুহর ও আসর আদায় করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ : পুরুষ ও নারীর একই পাত্র থেকে উযু করা

٦٢. حَدَّثَنَا أَبِي عُمَرُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي
الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ : " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا
وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ " .

৬২. ইব্ন আবী উমর (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ মায়মূনা (রা.) আমাকে বলেছেনঃ আমি এবং রাসূল ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে (ফরয) গোসল করেছি।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ : أَنَّ لِبَاسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَائِشَةَ وَأَنْسٍ ، وَأُمِّ هَانِيٍّ ، وَأُمِّ صُبَيْةَ الْجُهَنِيَّةِ ،
وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَبُو الشَّعَثَاءِ إِسْمُهُ "جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ" .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান-সহীহ। সাধারণভাবে ফকীহগণের সকলেরই অভিমত এই যে, একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর গোসল করায় কোন দোষ নেই।

এই বিষয়ে আলী, আইশা, আনাস, উম্মু হানী, উম্মু সুবাইয়া আল-জুহানিয়া, উম্মু সালমা ও ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী বলেনঃ রাবী আবু শা'ছা-এর নাম হল জাবির ইব্ন যায়দ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদঃ মহিলা কর্তৃক তাহারাতের জন্য ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ ব্যবহার মাকরুহ
৬৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ
التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَ "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ" .

৬৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....বানী গিফারের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ মহিলা কর্তৃক তাহারাতের জন্য ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرَجٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَكَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ
قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ : كَرِهَا فَضْلَ طَهُورِهَا ، وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُورِهَا بَأْسًا .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন সারজিস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ফকীহগণের কেউ কেউ মহিলা কর্তৃক তাহারাতের জন্য ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করা মাকরুহ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাকের অভিমত এ-ই। তাঁরা মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করা মাকরুহ বলে বিধান দিলেও তাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণে কোন আপত্তি করেন না।

৬৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيِّ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ " أَوْ قَالَ : " بِسُورِهَا " .

৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবু হাজিবের সূত্রে হাকাম ইব্ন 'আমর আল-গিফারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মহিলা কর্তৃক তাহারাতের জন্য ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ দিয়ে (ভিন্ন বর্ণনায় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে) উযু করতে পুরুষদের নিষেধ করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَأَبُو حَاجِبٍ إِسْمُهُ "سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ" .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ" . وَلَمْ يَشْكُ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান। রাবী আবু হাজিবের নাম হল সাওয়াদা ইব্ন 'আসিম।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.) তাঁর রিওয়াযাতে -أُوقَالَ بِسُورِهَا- এর উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ : এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে।

৬৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "إِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ : فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي كُنْتُ جُنُبًا ، فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنِبُ" .

৬৫. কুতায়বা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ -এর জনৈকা স্ত্রী একটি বড় গামলা থেকে পানি নিয়ে গোসল করলেন। রাসূল ﷺ -এর অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযু করতে চাইলে উক্ত স্ত্রী বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো জুনুবী (অর্থাৎ ফরয গোসলজনিত নাপাক) ছিলাম। রাসূল ﷺ বললেনঃ পানি কখনও জুনুবী অর্থাৎ অশুচি হয় না।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।
ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিमतও তদূপ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ : পানি অশুচি হয় না

৬৬. হান্নাদ, হাসান ইবন 'আলী আল-খাল্লাল এবং আরও একাধিক রাবী (র.).....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ নবী ﷺ -কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ 'বী'রে বুয়া'আর পানি দিয়ে কি আমরা উযু করতে পারব? এই কূপটি তো এমন যে, এতে হায়েযে ব্যবহৃত ছেড়া কাপড়, কুকুরের গোশত এবং ময়লা ফেলা হয়ে থাকে। রাসূল ﷺ বললেনঃ পানি তো পাক, একে কোন বস্তু অশুচি করতে পারেনা।^১

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَلَمْ

৬৬. হান্নাদ, হাসান ইবন 'আলী আল-খাল্লাল এবং আরও একাধিক রাবী (র.).....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ নবী ﷺ -কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ 'বী'রে বুয়া'আর পানি দিয়ে কি আমরা উযু করতে পারব? এই কূপটি তো এমন যে, এতে হায়েযে ব্যবহৃত ছেড়া কাপড়, কুকুরের গোশত এবং ময়লা ফেলা হয়ে থাকে। রাসূল ﷺ বললেনঃ পানি তো পাক, একে কোন বস্তু অশুচি করতে পারেনা।^১

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَلَمْ

১. মদীনার অদূরবর্তী একটি ছোট জলাশয়ের নাম বী'রে বুয়া'আ। এই জলাশয় থেকে নিকটস্থ খেজুর বাগানসমূহে পানি সেচ করা হত। পানি প্রবাহের জন্য এতে বেশ কয়টি নালাও ছিল। এটি খালি মাঠে অবস্থিত ছিল বলে বাতাসে উড়ে বা বৃষ্টি হলে পানির তোড়ে মরা কুকুরের গলিত অংশ, হায়েযে ব্যবহৃত টুকরো কাপড়, ময়লা ইত্যাদি এতে এসে পড়ত। এই কারণে এটির পানি সম্পর্কে সাহাবীদের কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগে। রাসূল (সা.) প্রদত্ত জবাবের আসল উদ্দেশ্য হলো, তাদের উক্ত সন্দেহের অপনোদন। পানি কিছুতেই নাপাক হয় না-এই কথা বুঝানো এর মর্ম নয়।

يَرَوِ أَحَدٌ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ فِي بَثْرِ بُضَاعَةٍ أَحْسَنَ مِمَّا رَوَى أَبُو أُسَامَةَ .
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান। আবু উসামা অতি উত্তম সনদে এই হাদীছটি রিওয়াযাত করেছেন। রী'রে বুযা'আ সম্পর্কে বর্ণিত আবু সাঈদ-এর এই হাদীছটি আবু উসামা অপেক্ষা উত্তম সনদে আর কেউ রিওয়াযাত করেননি। আবু সাঈদ (রা.) থেকে আরও একাধিক সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مِنْهُ آخَرُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

٦٧. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنْبُؤُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالِدَوَابِّ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ " .

৬৭. হান্নাদ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মাঠের ক্ষুদ্র জলাশয়গুলির পানি এবং এতে যে হিংস্র বা সাধারণ পশু পানি পান করতে আসে সে সম্পর্কে একবার রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, দুই কুন্না পরিমাণ পানি হলে তা আর নাপাকী বহন করে না।

قَالَ عَبْدَةُ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ : الْقُلَّةُ هِيَ الْجِرَارُ ، وَالْقُلَّةُ الَّتِي يُسْقَى فِيهَا .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ ، قَالُوا : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجَسْهُ شَيْءٌ ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ وَقَالُوا : يَكُونُ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ قَرَبٍ .

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেনঃ কুল্লা হল বড় মটকা। তা থেকে পানি পান করা হয়। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এ হল ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত। তারা বলেনঃ পানি দুই কুল্লা হলে যতক্ষণ এর স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তিত না হবে ততক্ষণ ঐ পানি আর কোনভাবেই নাপাক হবে না। তারা আরো বলেনঃ প্রায় পাঁচ মশক পরিমাণ পানিতে দুই কুল্লা হয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ

অনুচ্ছেদ : স্থির পানিতে পেশাব করা মাকরুহ

৬৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ" .

৬৮. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল বলেছেনঃ স্থির পানিতে পেশাব করে তাতে তোমরা কেউ উষু করবে না।
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنَّهُ طَهُورٌ

অনুচ্ছেদ : সমুদ্রের পানি পাক

৬৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ "سَأَلَ رَجُلٌ ، رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الطَّهْوَرُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ

مَيْتَتُهُ .

৬৯. কুতায়বা ও আল-আনসারী ইসহাক ইব্ন মুসা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি একবার রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, অনেক সময় আমাদের সমুদ্র সফর করতে হয়। তখন সামান্য পানি আমরা আমাদের সাথে নিয়ে যাই। যদি সে পানি দিয়ে উযু করতে যাই তবে আমাদের পিপাসার্ত থাকতে হয়। সুতরাং আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করতে পারি ?

রাসূল ﷺ বললেনঃ এর পানি পাক এবং এর মূর্দা (সামুদ্রিক মাছ) হালাল।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ، وَالْفِرَاسِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِمَاءِ الْبَحْرِ .

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الْوُضُوءَ بِمَاءِ الْبَحْرِ مِنْهُمْ : ابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو هُوَ نَارٌ .

এই বিষয়ে জাবির ও আল-ফিরাসী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। অধিকাংশ ফকীহ সাহাবীর মত এ-ই। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবু বকর, উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা.)। তাঁরা সমুদ্রের পানি ব্যবহারে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। সাহাবীগণের কেউ কেউ সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করা মাকরুহ বলে মনে করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইব্ন উমর ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.)। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর বলেনঃ এ তো আগুন (-এর মত ক্ষতিকর)।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

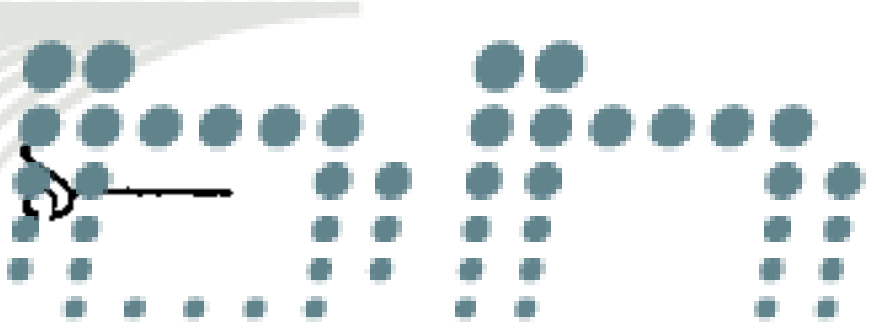
অনুচ্ছেদ : পেশাব সম্পর্কে কঠোরতা

۷. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَقُتَيْبَةُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ

سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى

قَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ : أَمَّا هَذَا فَكَانَ

لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ .



বাংলা হাদিস

৭০. হান্নাদ, কুতায়বা ও আবু কুরায়ব (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ একবার দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ এই দু'টি কবরে আযাব হচ্ছে। আর তা বিরাট কোন কিছুর জন্য নয়। এই জন তো পেশাব থেকে নিজকে বাঁচাত না আর ঐ জন ঢোগলখুরী করে বেড়াত।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بَكْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَرَوَى مَنْصُورٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ طَاوُسٍ . وَرِوَايَةُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ مُسْتَمْلَى وَكَيْعٌ يَقُولُ : سَمِعْتُ وَكَيْعًا يَقُولُ : الْأَعْمَشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ .

এই বিষয়ে যায়দ ইবন ছাবিত, আবু বাকরা, আবু হুরায়রা, আবু মুসা ও আবদুর রাহমান ইবন হাসানা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

মুজাহিদ-ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে মানসূরও এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি মুজাহিদ ও ইবন আব্বাসের মাঝে তাউসের কথা উল্লেখ করেননি। শুরুতে বর্ণিত 'আ'মাশের রিওয়ায়াতটিই (৭০ নং হাদীছ) অধিকতর সহীহ। আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আবান আল-বালখীকে বলতে শুনেছি যে, ওয়াকী' বলেছেনঃ ইবরাহীম থেকে রিওয়ায়াতের ব্যাপারে মানসূরের তুলনায় আ'মাশ অধিক সংরক্ষক।

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَضْعِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ

অনুচ্ছেদ : দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেওয়া

٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ : "دَخَلْتُ بِابْنِ لِيٍّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ" .

৭১. কুতায়বা ও আহমদ ইব্ন মানী' (র.).....উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন : আমি আমার দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে নিয়ে নবী ﷺ এর কাছে গেলাম। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। রাসূল ﷺ পানি আনতে বললেন এবং পরে তা পেশাবের স্থানে ছিটিয়ে দিলেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَزَيْنَبَ ، وَلُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ أُمُّ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبِي السَّمْعِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي لَيْلَى وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالُوا يَنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا .

এই বিষয়ে 'আলী, 'আইশা, যায়নাব, লুবাবা বিন্ত হারিছ-ইনি হলেন ফযল ইব্ন আব্বাসের মা, আবুস-সাম্‌হি, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর, আবু লায়লা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : একাধিক সাহাবী, তাবিসি এবং ইমাম আহমদ ও ইসহাকের মত পরবর্তী যুগের ফকীহদের অভিমত এ-ই। তাঁরা বলেন : দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাবের বেলায় পানি ছিটিয়ে দেওয়া যথেষ্ট; আর মেয়ে হলে তা ধৌত করতে হবে। কিন্তু যদি দুগ্ধপোষ্য না হয় তবে ছেলে বা মেয়ে উভয়ের বেলায়ই তা ধৌত করতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

অনুচ্ছেদ : হালাল পশুর পেশাব

٧٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ "أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةِ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنَ الْبَانِيهَا وَأَبْوَالِهَا. فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاشْتَاقُوا الْإِبِلَ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَأَتَى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَالْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ . قَالَ أَنَسٌ : فَكُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكْدُ الْأَرْضَ بِفِيهِ

حَتَّى مَاتُوا". وَرُبَّمَا قَالَ حَمَادٌ: "يَكْدُمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا".

৭২. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আয-যা'ফরানী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন : একবার 'উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনা আসে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের উপযোগী না হওয়ায় রাসূল ﷺ তাদেরকে সাদকার উট চারণের ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেনঃ তোমরা উটের দুধ ও পেশাব পান করবে। শেষে এরা ইসলাম ত্যাগ করে রাসূল ﷺ নিযুক্ত রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে এদেরকে ধরে নবী ﷺ এর কাছে হাযির করা হয়। অতঃপর বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হল। চোখ শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করা হল এবং মদীনার পাথুরে ময়দান হারায় নিষ্ক্ষেপ করা হল।

আনাস (রা.) বলেনঃ এদের মধ্যে একজনকে আমি তখন মাটি কামড়াতে কামড়াতে মরতে দেখেছি।

ও - يَكْدُمُ الْأَرْضَ - এর স্থলে কোন কোন সময় ঐক্য রিওয়াযাত করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لِأَبَاسٍ بِبَوْلٍ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান সহীহ। আনাস (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

অধিকাংশ আলিমের অভিমত এরূপ। তারা বলেনঃ হালাল পশুর পেশাবে কোন দোষ নেই। ৭৩. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غِيلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ".

৭৩. আল-ফযল ইব্ন সাহল আল-আ'রাজ আল-বাগদাদী (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরা যেহেতু নবী ﷺ এর রাখালদের চোখ শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করেছিল সেহেতু কিসাস হিসাবে তিনি তাদের চোখও শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করেছিলেন।^১

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَأَنَّهُمْ أَحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ هَذَا الشَّيْخِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

১. ইসলামের শুরুতে প্রতিটি আঘাতের অনুরূপ কিসাস নেওয়ার বিধান ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়। ব্যাখ্যাকারগণ বলেনঃ চিকিৎসা স্বরূপ তিনি এদেরকে উটের পেশাব পান করতে বলেছিলেন।

وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ. وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ وَقَدْ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ :
إِنَّمَا فَعَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الْحُدُودُ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। কেননা রাবী ইয়াযীদ ইব্ন যুরায়' থেকে আর কেউ এটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

এই হাদীছটির মর্ম আল্লাহর কালাম 'وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ' (যখমের বদলে অনুরূপ যখম) -এর অনুরূপ।

মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ হুদূদ সম্পর্কিত বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে নবী ﷺ এদের সঙ্গে এই আচরণ করেছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

অনুচ্ছেদ : বাতকর্মে কারণে উযু করা

٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَادُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ
صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ " .

৭৪. কুতায়বা ও হান্নাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ শব্দ বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত উযু করতে হবে না।
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।
٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ
فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ الْيَتِيَةِ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .

৭৫. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারুর যদি মসজিদে অবস্থানকালে বায়ু নির্গত হয়েছে বলে ধারণা হয় তবে শব্দ বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত মসজিদ থেকে (উযুর জন্য) বের হবে না।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، وَعَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ
وَإِبْنَ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ .

الْأَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

هُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ يَسْمَعُ صَوْتًا أَوْ جِدُّ رِيحًا .

قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتَيْقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ . وَقَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِ مَرَاةِ الرِّيحِ وَجِبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَسْحَقَ .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন য়াদ, আলী ইব্ন তাল্ক, আইশা, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসউদ, আবু সঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

এই বিষয়ে আলিমগণের অভিমত এই যে, বায়ু নির্গত হওয়ার আওয়াজ শুনে বা এর গন্ধ পেয়ে উযু বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উযু করা ওয়াজিব নয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক বলেনঃ উযু বিনষ্ট হওয়ার বিষয়ে যদি সন্দেহ হয় তবে কসব করার মত নিশ্চিত বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত উযু করা ওয়াজিব হবে না। তিনি আরো বলেন কোন মহিলার পেশাবের পথে যদি বায়ু নির্গত হয় তবে তাকে উযু করতে হবে। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাকের অভিমতও এ-ই।

۷. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخَذَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" .

৭৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ উযু বিনষ্ট হওয়ার পর উযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের কারো সালাত কবুল করবেন না।

الْأَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ : নিদ্রার কারণে উযু।

۷. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى كُوفِي وَهَنَّادُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ

الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمَلَانِيُّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : "أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ ؟ قَالَ إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرَخَتْ مُقَاصِلُهُ" .

৭৭. ইসমাইল ইব্ন মুসা, হান্নাদ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ আল-মুহারিবী (র.)..... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) একদিন রাসূল ﷺ কে সিজদা-রত অবস্থায় ঘুমুতে দেখতে পেলেন। এমন কি তখন তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। এরপর তিনি দাঁড়ালেন ও সালাত আদায় করলেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো ঘুমিয়ে পড়ছিলেন।

তিনি বললেনঃ শুয়ে না ঘুমালে উযু ওয়াজিব হয় না। কারণ শুয়ে ঘুমালে জোড়াগুলি ঢিলে হয়ে যায়।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَبُو خَالِدٍ إِسْمُهُ "يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ" .
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : সনদে উক্ত রাবী আবু খালিদ-এর আসল নাম ইয়াযীদ ইব্ন আবদির রাহমান।

এই বিষয়ে আইশা, ইব্ন মাসউদ, আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।
৭৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ ، وَلَا يَتَوَضَّؤْنَ" .

৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা.) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়তেন তারপর উঠে সালাত আদায় করতেন ; কিন্তু উযু করতেন না।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
قَالَ : وَسَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَمَّنْ نَامَ قَاعِدًا مُتَعَمِّدًا ؟ فَقَالَ : لَا وَضُوءَ عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا الْعَالِيَةِ . وَلَمْ يَرْفَعَهُ .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ : فَرَأَى أَكْثَرُهُمْ أَنَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِذَا نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا حَتَّى يَنَامَ مُضْطَجِعًا . وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَآحْمَدُ .

قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا قَامَ حَتَّى غَلَبَ عَلَى عَقْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ نَامَ قَاعِدًا فَرَأَى رُؤْيَا أَوْ زَالَتْ مَقْعَدَتُهُ لِوَسْنِ النَّوْمِ : فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : এই হাদীছটি হাসান সহীহ। সালিহ ইব্ন আব-দিল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : বসাবস্থায় ইচ্ছা করে ঘুমিয়ে পড়া সম্পর্কে ইব্ন মুবারকের নিকট আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন : তার জন্য উযু করা জরুরী নয়।

সাদ্দ ইব্ন আবী আরুবা (র.) কাতাদা (র.)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উক্তি হিসাবে তাঁর রিওয়াযাতটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আবুল 'আলিয়ার উল্লেখ করেননি এবং মারফু' রূপে তা বর্ণনা করেননি।

নিদ্রার কারণে উযু করা সম্পর্কে আলিম ও ফিক্‌হবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শুয়ে নিদ্রা না গিয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে নিদ্রা গেলে উযু ওয়াজিব হবে না বলে অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম ছাওরী, ইব্ন মুবারাক ও আহমদ (র.)-এর অভিমত এ-ই।

কেউ কেউ বলেন, নিদ্রার কারণে যদি জ্ঞান ও অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে উযু করতে হবে। ইমাম ইসহাকেরও এই অভিমত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন : বসা অবস্থায় ঘুমিয়ে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে বা ঘুমের ঘোরে যদি তার বসার স্থান সরে যায় তা হলে উযু করতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ : আগুনে পাকানো খাদ্য আহারে উযু করা।

٧٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرٍ أَقِطٍ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ : أَنْتَوَضَأُ مِنَ الدُّهْنِ ؟ أَنْتَوَضَأُ مِنَ الْحَمِيمِ ؟ قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : يَا ابْنَ أَخِي إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا .

৭৯. ইব্ন আবী 'উমার (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল পালায়া আলাউদ্দিন উমার ইরশাদ করেছেন : আওনে পাক করা খাদ্য আহার করলে উযু করতে হবে। যদিও তা পনিরের টুকরো হয়।

রাবী বলেন : ইব্ন আব্বাস (রা.) এই শুনে আবু হুরায়রা (রা.)-কে বললেন : তাহলে কি তেল ব্যবহার করে বা গরম পানি ব্যবহার করেও আমাদের উযু করতে হবে ?

আবু হুরায়রা (রা.) বললেন : হে ভ্রাতুষ্পুত্র, রাসূল পালায়া আলাউদ্দিন উমার থেকে বর্ণিত কোন হাদীছ শুনে এর উদাহরণ দিতে যেও না।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ طَلْحَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي مُوسَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ .

এই বিষয়ে উম্মু হাবীবা, উম্মু সালামা, যায়দ ইব্ন ছাবিত, আবু তালহা, আবু আয়্যুব ও আবু মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : ফিক্‌হবিদ আলিমদের কেউ কেউ আওনে প্রস্তুতকৃত খাদ্য আহার করলে উযু করতে হবে বলে অভিমত দিয়েছেন। তবে সাহাবী, তাবিঈ এবং তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলিম এই ক্ষেত্রে উযু জরুরী নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ : আওনে পাকানো খাদ্য আহারে উযু না করা

৮. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ سَفِيَانُ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ وَآتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطْبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَآتَتْهُ بِعُلَّالَةٍ مِنْ عُلَّالَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ .

৮০. ইবন আবী উমার (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একবার রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে আমিও ঘর থেকে বের হলাম। রাসূল ﷺ জনৈকা আনসারী মহিলার বাড়িতে গেলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর জন্য একটি বকরী যবেহ করলেন। রাসূল ﷺ তা থেকে আহার করলেন। তারপর সেই মহিলা এক কাঁদি কাঁচা খেজুর এনে হাযির করলেন। রাসূল ﷺ তা থেকেও কিছু খেজুর খেলেন। পরে যুহরের উযু করলেন এবং সালাত আদায় করে ফিরে বসলেন। উক্ত মহিলা বকরীটির গোশত থেকে যা অবশিষ্ট ছিল তা তাঁর সামনে এনে হাযির করলেন। নবী ﷺ তা আহার করলেন। পরে তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযু করলেন না।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي رَافِعٍ وَأُمِّ الْحَكَمِ وَعَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ وَأُمِّ عَامِرٍ وَسُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَلَا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ إِنَّمَا رَوَاهُ حُسَامُ بْنُ مِصْكٍ عَنْ ابْنِ سَيْثُرَيْنَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . هَكَذَا رَوَى الْحُفَّاظُ وَرَوَى عَنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ ابْنِ سَيْثُرَيْنَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعِكْرَمَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَطَاءٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ : "عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ" وَهَذَا أَصَحُّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

وَالْتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ
وَأَسْحَقَ رَأَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .
وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ
الْأَوَّلِ : حَدِيثِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, ইবন মাসউদ, আবু রাফি', উম্মুল হাকাম, আমর ইবন উমায়্যা, উম্মু আমির, সুওয়ায়দ ইবন নু'মান এবং উম্মু সালমা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। তবে সনদের দিক থেকে সেই রিওয়াযাতটি সহীহ নয়। হাদীছটি হুসাম ইবন মিসাক্ক-ইবন সীরীন-ইবন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। হাফিজুল হাদীছ নির্ভরযোগ্য রাবীগণ এভাবেই এটির রিওয়াযাত করেছেন। ইবন সীরীন-ইবন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ সনদে একাধিক সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। আতা ইবন ইয়াসার, ইকরিমা, মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন আতা, আলী ইবন আবদিল্লাহ ইবন আব্বাস প্রমুখ হাফিজুল হাদীছ রাবীগণ ইবন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ; তাঁরা মাঝে আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর উল্লেখ করেননি। এটিই অধিকতর সহীহ।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাহাবা, তাবিঈ এবং তৎপরবর্তী প্রায় সকল ফিক্‌হবিদ আলিম যথা [ইমাম আবু হানীফা] সুফইয়ান ছাওরী, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক (র.) প্রমুখ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা আগুনে প্রস্তুত খাদ্য আহ্বারের ক্ষেত্রে উযু করা জরুরী নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর শেষ আমল ছিল এরূপই। এই হাদীছটি আগুনে প্রস্তুত খাদ্য আহ্বারের ক্ষেত্রে উযু করার বিধান সম্বলিত হাদীছটির জন্য নাসিখ বা রহিতকারী বলে গণ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ : উটের গোশত আহ্বারে উযু

৪১. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سُئِلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ : تَوَضَّؤُوا مِنْهَا . وَسُئِلَ
عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : لَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا .

৮১. হান্নাদ (র.).....বারা' ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উটের গোস্ত আহারের কারণে উযু করা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ এই কারণে তোমরা উযু করে নিও। মেষের গোস্ত আহারের ক্ষেত্রে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ এতে তোমাদের উযু করতে হবে না।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ . وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

وَرَوَى عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذِي الْغُرَّةِ الْجُهَنِيِّ .

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، فَأَخْطَأَ فِيهِ وَقَالَ فِيهِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ .

وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ .

قَالَ إِسْحَقُ : صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .

وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . وَقَدْ رَوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .

এই বিষয়ে জাবির ইবন সামুরা, উসায়দ ইবন হযায়র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাজ্জাজ ইবন আরতাত (র.) আবদুল্লাহ ইবন

আবদিল্লাহ--আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা-এর সূত্রে উসায়দ ইব্ন হযায়র (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ হল আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা-বারা ইব্ন আযিব (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি। ইমাম আহমদ ও ইসহাকও এই কথা বলেছেন। উবায়দা আযযাঈ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদিল্লাহ আর-রাযী-আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা-যুল গুররা সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.) হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত-এর সনদে হাদীছটি বর্ণনা করতে গিয়ে এর সনদে ভুল করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আবদির রহমান-স্বীয় পিতা আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা-উসায়দ ইব্ন হযায়র (রা.) সনদে হাদীছটির উল্লেখ করেছেন; অথচ সহীহ সূত্র হল, আবদুল্লাহ ইব্ন আবদিল্লাহ আর-রাযী-আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা-বারা ইব্ন আযিব (রা.)।

ইসহাক (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে দুইটি রিওয়ায়াতই অধিকতর সহীহ ; একটি হল বারা'-এর এবং অপরটি হল জাবির ইব্ন সামুরা (রা.)-র রিওয়ায়াত।

এ হল ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাবিঈ ও অপরাপর কতক আলাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা উটের গোশত আহ্বারের কারণে উযু করতে হবে বলে মনে করেন না। এ হলো [ইমাম আবু হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলামগণের অভিমত।

بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ

অনুচ্ছেদ : লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে উযু

৪২. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ."

৮২. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র.)....বুসরা বিন্ত সাফওয়ান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ কেউ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু না করে সালাত পড়বে না। قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَرْوَى ابْنَةُ أَنَيْسٍ وَعَائِشَةُ وَجَابِرٌ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ.

এই বিষয়ে উম্মু হাবীবা, আবু আযুব, আবু হুরায়রা, আরওয়া বিন্ত উনায়স, আইশা, জাবির, যায়দ ইব্ন খালিদ ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ। হিশাম ইবন উরওয়া-পিতা উরওয়া-বুসরা (রা.) সনদে একাধিক রাবী এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন।
 ৪২. وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهِذَا .

৮৩. আবু উসামা এবং আরো অনেকে হিশাম ইবন উরওয়া-পিতা উরওয়া-মারওয়ান-বুসরা (রা.) সনদে হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। আর আবু উসামার সূত্রে ইসহাক ইবন মানসূর আমাকে এই সনদটি বর্ণনা করেছেন।

৪৪. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
 حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৮৪. আবু যিনাদ (র.).....উরওয়া-বুসরা (রা.) সনদে এটির বর্ণনা করেছেন। এই সনদে আলী ইবন হুজরও আমাকে হাদীছটির রিওয়ায়াত করেছেন।

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ . وَبِهِ يَقُولُ
 الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ بُسْرَةَ .
 وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي هَذَا الْبَابِ صَحِيحٌ وَهُوَ حَدِيثُ
 الْعَلَاءِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَنبَسَةَ بِنِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ .
 وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَمْ يَسْمَعْ مَكْحُولٌ مِنْ عَنبَسَةَ بِنِ أَبِي سَفْيَانَ , وَرَوَى
 مَكْحُولٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَنبَسَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .
 وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرِ هَذَا الْحَدِيثَ صَحِيحًا .

একাধিক সাহাবী ও তাবিস্ট এই ধরনের বিধান দিয়েছেন। ইমাম আওয়াঈ, শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাকও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুহাম্মাদ আল বুখারী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে বুসরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটিই অধিকতর সহীহ। আবু যুর'আ বলেনঃ উম্মু হাবীবা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হল এই বিষয়ে বর্ণিত

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ একাধিক সাহাবী ও কতক তাবিঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা লজ্জাস্থান স্পর্শের ক্ষেত্রে উযু করা জরুরী বলে মনে করেন না। ইবন মুবারক [ইমাম আজম আবু হানীফা (র.)] এবং কূফাবাসী ফকীহগণের অভিমতও এ-ই।

এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছসমূহের মধ্যে এই হাদীছটিই সর্বাধিক উত্তম। আয়্যুব ইবন উতবা ও মুহাম্মাদ ইবন জাবির (র.).....তাল্ক ইবন আলী (রা.) থেকে হাদীছটির রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীছবেত্তাদের কেউ কেউ মুহাম্মাদ ইবন জাবির ও আয়্যুব ইবন উতবা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন বাদর (র.)-এর সূত্রে মুলাযিম ইবন আমরের বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ এবং হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদঃ চুম্বনের কারণে উযু না করা

৪৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهْنَادٌ، وَ أَبُو كُرَيْبٍ، وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، وَ أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ ؟ قَالَ : فَضَحِكَتْ .

৮৬. কুতায়বা, হান্নাদ, আবু কুরায়ব, আহমদ ইবন মনী', মাহমূদ ইবন গায়লান, আবু আম্মার (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তার জনৈক স্ত্রীকে চুম্বন করলেন এবং পরে সালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন; কিন্তু উযু করলেন না।

রাবী উরওয়া বললেন, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর ঐ স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কেউ হবেন না। এই কথা শুনে আইশা (রা.) হাসলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى نَحْنُ هَذَا عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالُوا لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَضُوءٌ .

وَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : فِي الْقُبْلَةِ وَضُوءٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ . وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْدهُمْ لِحَالِ الْأَسْنَادِ .

قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْعَطَّارَ الْبَصْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ :
ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ هَذَا الْحَدِيثَ جِدًّا . وَقَالَ : هُوَ شَبِيهُ لِأَشْيَيْ .
قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَضَعِفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي
ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ .

وَقَدَرُوا عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا وَلَا نَعْرِفُ لِإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ سِمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ وَلَيْسَ
يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাহাবী ও তাবিঈ, আলিম ও ফকীহদের থেকেও
অনুরূপ মতামত বর্ণিত রয়েছে। সুফইয়ান ছাওরী, (ইমাম আজম) ও কূফাবাসী ফকীহদের
অভিমতও তা-ই। তাঁরা বলেনঃ চুম্বনের কারণে উযু জরুরী নয়।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ইবন আনাস, আওয়াঈ, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)
বলেনঃ চুম্বনের ক্ষেত্রে উযু জরুরী। সাহাবী ও তাবিঈদের একাধিক আলিম ও ফকীহও এই
মত ব্যক্ত করেছেন।

এই বিষয়ে আইশা (রা.) বর্ণিত উপরের হাদীছটি গ্রহণ না করার কারণ হল, এটি সনদের
দিক থেকে সহীহ নয়। আবু বাকর আল-আত্তার আল-বাসরীকে আলী ইবনুল মাদীনীর সূত্রে
বলতে শুনেছি যে, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাতান এই হাদীছটিকে যঈফ হিসাবে
চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেনঃ এটি সন্দেহ পূর্ণ, আর এটি কিছুই নয়। মুহাম্মাদ আল-
বুখারীকেও এই হাদীছটি যঈফ বলে সিদ্ধান্ত দিতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ বর্ণনাকারী হাবীব
ইবন আবী ছাবিত (র.) উরওয়ার নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন।

ইবরাহীম আত-তায়মী (র.).....আইশা (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে,
নবী ﷺ তাঁকে চুম্বন করেছেন; কিন্তু উযু করেননি।

এই হাদীছটিও সহীহ নয়। কারণ, ইবরাহীম আত-তায়মী (র.) আইশা (রা.) থেকে
কোন হাদীছ শুনেছেন বলে আমরা জানি না। মোট কথা, এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে কোন
সহীহ হাদীছ নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيِّ وَالرُّعَافِ

অনুচ্ছেদঃ বমি ও নাকসিরের কারণে উযু

٨٧. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ

الْكُوفِيُّ وَاسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : حَدَّثَنَا وَقَالَ اسْحَقُ ، أَخْبَرَنَا

عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ .
 "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَفَتْوَضًا، قَالَ فَلَقِيتُ ثُوبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : صَدَقَ ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ " .

৮৭. আবু উবায়দা ইব্ন আবিস-সাফার ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....মা'দান ইব্ন আবী তালহার সনদে আবুদ-দারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল ﷺ -এর বমি হল। পরে তিনি উষু করলেন। মা'দান ইব্ন আবী তালহা বলেনঃ দামিশক মসজিদে ছাওবান (রা.)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তাঁর কাছে আবুদ-দারদা (রা.)-এর এই রিওয়াযাতটির উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন : আবুদ-দারদা সত্য বলেছেন। তখন আমিই নবী ﷺ -কে উষুর পানি ঢেলে দিয়েছিলাম।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ : "مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ" .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَ"إِبْنُ أَبِي طَلْحَةَ" أَصَحُّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ .
 وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ : الْوَضُوءُ مِنَ الْقَيْئِ وَالرُّعَافِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَإِبْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .
 وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ فِي الْقَيْئِ وَالرُّعَافِ وَضُوءٌ : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .

وَقَدْ جَوَّدَ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ هَذَا الْحَدِيثَ .

وَحَدِيثُ حُسَيْنِ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ .

وَرَوَى مَعْمَرُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَأَخْطَأَ فِيهِ فَقَالَ "عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ" وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْأَوْزَاعِيَّ وَقَالَ "عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ" وَإِنَّمَا هُوَ "مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ" .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন : ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)ও (রাবীরা নাম) মা'দান ইব্ন তালহা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্ন আবী তালহা অধিকতর সহীহ।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন : সাহাবী ও তাবিঈগণের একাধিক আলিম ও ফকীহ বমি ও নাকসিরের ক্ষেত্রে উযু করার বিধান দিয়েছেন। সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এরও এই অভিমত।

আলিমগণের কেউ কেউ বলেছেনঃ বমি ও নাকসিরের ক্ষেত্রে উযুর দরকার নেই। ইমাম মালিক ও শাফিঈও এই মত পোষণ করেন।

হুসায়ন আল-মুআল্লিম এই হাদীছটি উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে হুসায়ন বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক সহীহ।

ইয়াহইয়া ইব্ন আবী-কাছীরের সূত্রে মা'মারও এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতে ভুল করে ফেলেছেন এবং ইয়াঈশ ইবনুল ওয়ালিদ-খালিদ ইব্ন মা'দান-আবুদ-দারদা (রা.) সনদের উল্লেখ করেছেন। এতে আল-আওয়াঈ (র.)-র উল্লেখ করেননি। তিনি খালিদ ইব্ন মা'দান বলেছেন, অথচ ইনি হলেন মা'দান ইব্ন আবী তালহা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

অনুচ্ছেদঃ নবীয ^১ (ফল ভিজানো পানি) দ্বারা উযু করা

৪৪. حَدَّثَنَا هَنَّا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي فَرَازَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ : "سَأَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَا فِي إِدَاوَتِكَ ؟ فَقُلْتُ نَبِيذٌ. فَقَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ. قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ."

৮৮. হান্নাদ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ আমাকে বললেনঃ তোমার পাত্রে কি আছে ? আমি বললামঃ নবীয। তিনি বললেনঃ খেজুর পবিত্র আর পানিও পাক। তারপর তিনি তা দিয়ে উযু করলেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . وَأَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا يُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ مِنْهُمْ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُتَوَضَّأُ بِالنَّبِيذِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِنْ ابْتُلِيَ رَجُلٌ بِهَذَا فَتَوَضَّأَ

১. কিসমিস, মোনাক্কা, খেজুর ইত্যাদি ফল ভিজানো পানি

بِالنَّبِيِّذِ وَتَيَمَّمُ أَحَبُّ إِلَى .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ "لَا يَتَوَضَّأُ بِالنَّبِيِّذِ" أَقْرَبُ إِلَى الْكِتَابِ وَأَشْبَهُ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু যায়দ-আবদুল্লাহ-নবী ﷺ সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। এই আবু যায়দ হাদীছবেত্তাদের নিকট মাজহুল বা অজ্ঞাত। এই হাদীছটি ছাড়া আর কোন রিওয়াযাত তার আছে বলে আমরা জানি না।

আলিমদের কেউ কেউ নবীয দিয়ে উযু করার অনুমতি আছে বলে মনে করেন। সুফইয়ান প্রমুখের মতও তা-ই। আলিমদের অপর একদল বলেন-নবীয দিয়ে উযু করা যাবে না। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)ও এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইসহাক (র.) বলেনঃ আমার নিকট অধিক পছন্দের হল, কোন ব্যক্তি যদি এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে, নবীয ছাড়া তার নিকট অন্য কোন পানি নাই তাহলে সে নবীয দিয়ে উযুও করবে এবং তায়াম্মুও করবে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ যারা বলেন নবীয দিয়ে উযু হবে না তাদের কথা কুরআনের অধিকতর নিকটবর্তী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“পানি না পেলে পবিত্র মাটির তায়াম্মু করবে।” ১

بَابُ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদঃ দুধ পান করে কুলি করা

٨٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسْمًا " .

৮৯. কুতায়বা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একবার দুধ পান করলেন। পরে পানি আনতে বললেন এবং তা দিয়ে কুলি করলেন। বললেনঃ এতে তৈলাক্ততা রয়েছে।

قَالَ وَقِيَ الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

১. নবীয খালিছ পানি নয়।

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى
الْإِسْتِحْبَابِ . وَلَمْ يَرِ بَعْضُهُمُ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ .

এই বিষয়ে সাহল ইব্ন সা'দ ও উম্মু সালমা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

কোন কোন আলিম দুধ পানের পর উযু করার অভিমত দিয়েছেন। আমাদের মতে তা মুস্তাহাব। আলিমদের অপর এক দল দুধ পান করলে উযু করা দরকার বলে মনে করেন না।

بَابُ فِي كَرَاهَةِ رَدِّ السَّلَامِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

অনুচ্ছেদ : উযু ছাড়া সালামের জওয়াব দেওয়া পছন্দনীয় নয়

৯. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ : " أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ " .

৯০. নাসর ইব্ন আলী ও মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ পেশাব করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম করল। কিন্তু রাসূল ﷺ তার সালামের জওয়াব দিলেন না।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَإِنَّمَا يُكْرَهُ هَذَا عِنْدَنَا إِذَا كَانَ عَلَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ . وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ
الْعِلْمِ ذَلِكَ .

وَهَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ
وَعَلْقَمَةَ بْنِ الْفَقْوَاءِ ، وَجَابِرٍ ، وَالْبَرَاءِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ। পেশাব বা পায়খানারত অবস্থায় আমাদের মতে সালামের জওয়াব দেওয়া মাকরুহ। কোন কোন আলিম হাদীছটির এইরূপই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে বর্ণিত রিওয়াযাতের মধ্যে এটিই সর্বোত্তম।

এই বিষয়ে মুহাজির ইব্ন কুনফুয, আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা, আলকামা ইব্ন ফাগওয়া, জাবির ও বার' (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ : কুকুরের উচ্ছিষ্ট

৯১. حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْثَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ أَوْ أَخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهَرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً" .

৯১. সাওওয়ার ইব্ন আবদিল্লাহ্ আল-আম্বারী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করতে হবে। ‘প্থমবার’ বর্ণনান্তরে ‘শেষবার’ তাতে মাটি ঘষে ধৌত করতে হবে। আর পাত্রে বিড়াল মুখ দিলে তা ধৌত করতে হবে একবার।^১

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا وَلَمْ يُذَكَّرْ فِيهِ : "إِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهَرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً" .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ। ইমাম শাফিঈ আহমদ ও ইসহাকের অভিमतও এ-ই।

অপর সনদে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এই হাদীছটি অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে “বিড়াল মুখ দিলে একবার ধৌত করতে হবে”-এই কথার উল্লেখ নাই।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورِ الْهَرَّةِ

অনুচ্ছেদ : বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

৯২. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা তিনবার ধৌত করতে হবে। হযরত আবু হুরায়রা নিজেও এ ক্ষেত্রে তিনবার ধোয়ার ফতোয়া দিতেন। এতে বুঝা যায় যে, পাক হওয়ার জন্য তিনবার ধোয়া যথেষ্ট; তবে সাতবার ধোয়া উত্তম। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে কোন পাত্রে বিড়াল মুখ দিলেও তিনবার ধৌত করতে হবে।

عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ
كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ
عَلَيْهَا : قَالَتْ . فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا ، قَالَتْ : فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا
الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : اتَّعَجِبِينَ يَا بِنْتَ
أَخِي ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّهَا لَيَسْتَبْجَسُ إِنَّمَا
هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَافَاتِ " .

৯২. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র.).....আবু কাতাদার পুত্রবধূ কাবশা বিন্ত কা'ব ইব্ন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু কাতাদা (রা.) একবার তার কাছে এলেন। কাবশা বলেনঃ আমি তাঁর উযূর জন্য পানি ঢেলে দিলাম। তিনি আরো বলেনঃ এমন সময় একটি বিড়াল এসে পানি পান করতে শুরু করল। আবু কাতাদা বিড়ালটির জন্য পানির পাত্রটি কাত করে ধরলেন। বিড়ালটি পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করল। তিনি আমাকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্রী, তুমি এতে বিস্ময় প্রকাশ করছ! বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়। কারণ বিড়াল তো তোমাদের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে।

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ "كَانَتْ عِنْدَ أَبِي قَتَادَةَ" وَالصَّحِيحُ "ابْنُ أَبِي قَتَادَةَ" .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ : أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ : لَمْ يَرَوْا بِسُورِ الْهَرَّةِ بَأْسًا .

وَهَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ .

وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ . وَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْ مَالِكٍ .

এই বিষয়ে আইশা ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ ও তৎপরবর্তী ইমামগণ যেমন শাফি'ঈ, আহমদ, ইসহাক প্রমুখের অভিমত এ-ই। তাঁরা বিড়ালের উচ্ছিষ্ট বস্তুতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না।

এই বিষয়ে এই হাদীছটিই সর্বোত্তম। ইসহাক ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন আবী তালহার সূত্রে ইমাম মালিক খুবই উত্তমরূপে এই হাদীছটির রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মালিকের চেয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে আর কেউ এ হাদীছটির রিওয়ায়াত করেননি।

بَابُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ : চামড়ার মোযায় মাসহ করা

৯২. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : "بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ . فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ ."

৯৩. হানাদ (র.).....হম্মাম ইবনুল হারিছ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জারীর ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) পেশাব করলেন, তারপর উযু করলেন এবং তাঁর চামড়ার মোযায় মাসহে করলেন। তাঁকে বলা হলঃ আপনি এ কী করছেন ?

তিনি বললেনঃ এ থেকে কেন আমি বিরত থাকব ! আমি তো রাসূল পালাজাউ আল্লাইদ্বি ওয়া সাল্লাল্লাই আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে এরূপ করতে দেখেছি।

রাবী ইবরাহীম (র.) বলেনঃ জারীর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছ লোকদের নিকট খুবই পছন্দনীয় ছিল। কারণ তিনি সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ وَالْمُغِيرَةَ وَبِلَالٍ وَسَعْدٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَسَلْمَانَ وَبُرَيْدَةَ وَعَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ وَأَنَسٍ وَسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَيَعْلَى بْنَ مُرَّةَ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَأُسَامَةَ بْنَ شَرِيكَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَجَابِرَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ : وَأَبْنُ عَبَّادَةَ وَيُقَالُ "ابْنُ عِمَارَةَ" ، "وَأَبِي بَنِي عِمَارَةَ" .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ جَرِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

এই বিষয়ে 'উমর, আলী, হুযায়ফা, মুগীরা, বিলাল, সা'দ, আবু আযুব, সালমান, বুরায়দা, আমর ইব্ন উমায়্যা, আনাস, সাহল ইব্ন সা'দ, ইয়া'লা ইব্ন মুবরা, উবাদা

ইবনুস সামিত, উসামা ইবন শারীক, আবু উমামা, জাবির ও উসামা ইবন যায়দ, ইবন উবাদা (ইবন ইমারাও বলা হয়), উবায় ইবন ইমারা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ জারীর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

৯৪. وَيُرَوَّى عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ "رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِّهِ . فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِّهِ فَقُلْتُ لَهُ : أَقْبَلَ الْمَائِدَةَ أَمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ الْمَائِدَةِ " . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حِيَّانٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ جَرِيرٍ .

৯৪. শাহর ইবন হাওশাব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আমি জারীর ইবন আবদিল্লাহ (রা.)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর চামড়ার মোযায় উপর মাসহে করেছেন। তখন তাঁকে এই বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ আমি রাসূল ﷺ -কে উযু করতে দেখেছি। তিনি চামড়ার মোযায় মাসহে করেছেন।

আমি তখন জারীরকে বললামঃ সূরা মাইদা নাযিল হবার আগে না পরে তিনি তা করেছেন? জারীর বললেনঃ আমি তো সূরা মাইদা নাযিলের পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছি।

কুতায়বা (র.).....শাহর ইবন হাওশাবের সূত্রে জারীর (রা.) থেকে এই হাদীছটি রিওয়াযাত করেছেন।

قَالَ وَرَوَى بَقِيَّةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ آدَهَمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حِيَّانٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ جَرِيرٍ .

هَذَا حَدِيثٌ مُفْسَّرٌ لِأَنَّ بَعْضَ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَأَوَّلَ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَانَ قَبْلَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ وَذَكَرَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ .

বাকিয়্যা (র.) তাঁর সনদে জারীর (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছটি স্বব্যাক্ষ্যায়িত। চামড়ার মোযায় মাসহে করার কথা যারা অস্বীকার করেন তাদের কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা দেন যে, সূরা মাইদার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূল ﷺ চামড়ার মোযায় মাসহে করেছেন। জারীর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির কারণে এই ধরনের ব্যাখ্যার কোন অবকাশ থাকেনা। কেননা, তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, মাইদার আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি রাসূল ﷺ -কে চামড়ার মোযায় মাসহে করতে দেখেছেন।^১

১. জারীর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি লোকদের নিকট পছন্দনীয় হওয়ার এটাই কারণ।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ

অনুচ্ছেদঃ মুসাফির ও মুকীমের জন্য চামড়ার মোযায় মাসহে করা

৯৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ .

৯৫. কুতায়বা (র.).....খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, চামড়ার মোযায় মাসহে করা সম্পর্কে রাসূল ﷺ - কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ মুসাফির তা করতে পারবে তিন দিন আর মুকীম পারবে একদিন।

وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ صَحَّحَ حَدِيثَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَسْحِ .
وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ اسْمُهُ "عَبْدُ بْنُ عَبْدِ" وَيُقَالُ "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ" .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي بَكْرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُمَرَ وَجَرِيرٍ .

ইয়াহইয়া ইব্ন মাসীন থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মাসহ সম্পর্কে খুযায়মা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। রাবী আবু আবদিল্লাহ আল-জাদালীর আসল নাম হল আব্দ ইব্ন আব্দ। কেউ কেউ বলেনঃ আবদুর রহমান ইব্ন আব্দ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

এই বিষয়ে আলী, আবু বাকরা, আবু হুরায়রা, সাফওয়ান ইব্ন 'আস্সাল, আওফ ইব্ন মালিক, ইব্ন উমার ও জারীর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

৯৬. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَأَنَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ" .

৯৬. হান্নাদ (র.).....সাফওয়ান ইব্ন 'আস্‌সাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমরা মুসাফির হলে ফরয গোসল ব্যতীত তিন দিন তিনরাত পর্যন্ত চামড়ার মোষা না খুলতে রাসূল ﷺ আমাদের বলেছেন। এই নির্দেশ ছিল পেশাব-পায়খানা ও নিদ্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَلَا يَصِحُّ .

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ حَدِيثَ الْمَسْحِ .

وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ : كُنَّا فِي حُجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَمَعَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، فَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالتَّيْمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِثْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ : قَالُوا يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ لَمْ يُوقِتُوا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَالتَّوَقُّيْتُ أَصَحُّ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

হাকাম ইব্ন উতায়বা ও হাম্মাদ (র.) ইবরাহীম আন্-নাখ'ঈ - আবু আবদিল্লাহ্ আল-

জাদালী-খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা.) সূত্রে মাসহে সম্পর্কিত একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে এটির সনদ সহীহ নয়। আলী ইব্নু'ল মাদীনী (র.).....শু'বা থেকে বর্ণনা করেন যে, শু'বা বলেনঃ ইবরাহীম আন-নাখঈ (র.) চামড়ার মোযায় মাসহে সম্পর্কিত হাদীছটি আবু আবদিল্লাহু আল-জাদালী থেকে শুনেছেন। যাইদা (র.) মানসূর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমরা ইবরাহীম আত-তায়মীর হুজরায় ছিলাম। ইবরাহীম আন-নাখঈও সেখানে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ইবরাহীম আত-তায়মী আমাদেরকে আমার ইব্ন মায়মূন-আবু আবদিল্লাহু আল-জাদালী-খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা.) সূত্রে চামড়ার মোযায় মাসহে সম্পর্কিত হাদীছটি রিওয়ায়াত করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে সাফওয়ান ইব্ন 'আস্‌সাল আল-মুরাদী বর্ণিত হাদীছটি সর্বোত্তম।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাহাবী, তাবিঈ এবং পরবর্তী আলিম ও ফকীহগণ যেমন সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক প্রমুখের অভিমত এ-ই। তারা বলেনঃ মুকীম ব্যক্তি একদিন একরাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিনদিন তিনরাত চামড়ার মোযায় মাসহে করতে পারবে। আলিমদের কারো কারো যেমন মালিক ইব্ন আনাসের বক্তব্য হল, মাসহের জন্য নির্ধারিত কোন সময় নাই।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, তবে সময় নির্ধারিত থাকার অভিমতটি অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلَهُ

অনুচ্ছেদ : মোযার উপর ও নীচ উভয় দিকে মাসহে করা

৯৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمَغِيرَةِ عَنْ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ " .

৯৭. আবুল ওয়ালীদ দিমশ্কী (র.).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ চামড়ার মোযার উপর ও নীচ উভয় দিকেই মাসহে করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَسْحَقُ , وَهَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ غَيْرُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟

فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوَى هَذَا عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ
قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ: مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمُغِيرَةُ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ একাধিক সাহাবী ও তাবিঈ-র অভিমত এ-ই।
ইমাম মালিক, শাফিঈ ও ইসহাক (র.)ও এই অভিমত পোষণ করেন।

এই হাদীছটি মা'লুল বা দোষযুক্ত। ছাওর ইব্ন ইয়াযীদেদের সূত্রে মারফু' ও মুত্তাসিল
হিসাবে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা (র.) ছাড়া আর কেউ হাদীছটি রিওয়ায়াত করেননি।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আমি আবু যুর'আ ও মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-
কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারা বললেনঃ এটি সহীহ নয়। কারণ, ইব্ন
মুবারক (র.) রাজা' ইব্ন হায়ওয়া থেকে ছাওরের সূত্রে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন।
তিনি বলেন, মুগীরার লিপিকারে সূত্রে আমার নিকট হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি এটি
মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। কারণ এতে সাহাবী মুগীরা (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا

অনুচ্ছেদঃ চামড়ার মোয়ার উপরিভাগ মাসহে করা

٩٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ "رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمَسْحُ
عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا".

৯৮. আলী ইব্ন হুজর (র.).....মুগীরা ইব্ন শু' বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি
নবী ﷺ - কে চামড়ার মোয়ার উপরিভাগে মাসহে করতে দেখেছি।

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَذْكُرُ عَنْ
عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ "عَلَى ظَاهِرِهِمَا" غَيْرُهُ.

وَهُوَ قَوْلٌ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُشِيرُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ.

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুগীরা বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান। এটি হল
আবুযু-যিনাদ-উরওয়া-মুগীরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আবদুর রহমান ইব্ন আবিযু-যিনাদের
রিওয়ায়াত। উরওয়া-মুগীরা সূত্রে আবদুর রহমান ব্যতীত আর কেউ "মোয়ার উপরিভাগ"-

এর কথা রিওয়াযাত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

একাধিক আলিমের অভিমত এ-ই। সুফইয়ান ছাওরী এবং আহমদ (র.)ও এই মত পোষণ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.) বলেনঃ ইমাম মালিক আবদুর রহমান ইব্ন আবিয-যিনাদ্ (র.)-কে দুর্বল বলে ইঙ্গিত করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنُّعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ : কাপড়ের মোযা ও চপ্পলের উপর মাসহে করা

৯৯. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : "تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنُّعْلَيْنِ" .

৯৯. হানাদ ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ উযু করার সময় কাপড়ের মোযা ও চপ্পলের উপর মাসহে করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . قَالُوا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَعْلَيْنِ إِذَا كَانَا ثَخَيْنَيْنِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدٍ التِّرْمِذِيَّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُقَاتِلَ السَّمَرَقَنْدِيَّ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلِيَّهِ جَوْرَبَانِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ قَالَ فَعَلْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ : مَسَحْتُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَهُمَا غَيْرُ مُنْعَلَيْنِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। একাধিক আলিমের অভিমত এ-ই। সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)ও এই অভিমত পোষণ করেন, তারা বলেনঃ কাপড়ের মোযা যদি মোটা হয় তাহলে পায়ে চপ্পল না থাকলেও তাতে মাসহে করা যাবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ : পাগড়িতে মাসহে করা প্রসঙ্গে

১০০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : "تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ" . قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ . قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : "إِنَّهُ مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ" .

১০০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....মুগীরা ইব্ন শু' বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উযু করা কালে চামড়ার মোযা ও পাগড়ির উপর মাসহে করেছেন।

বকর বলেনঃ আমি ইব্নুল মুগীরা থেকে সরাসরিও এই হাদীছটি শুনেছি। অন্যস্থলে মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার এই হাদীছটিতে উল্লেখ করেন, নবী ﷺ তাঁর কপাল ও পাগড়িতে মাসহে করেছেন।

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ذَكَرَ بَعْضُهُمُ "الْمَسْحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ" ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُهُمُ "النَّاصِيَةَ" . وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَسَلْمَانَ وَثَوْبَانَ وَأَبِي أُمَامَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَسٌ . وَبِهِ يَقُولُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالُوا : يَمَسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ .

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ : لَا يَمَسَحُ

الْعِمَامَةِ إِلَّا أَنْ يُمْسَحَ بِرَأْسِهِ مَعَ الْعِمَامَةِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
لَكَ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .
أَبُو عَيْسَى : سَمِعْتُ الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ الْجَرَّاحِ
قَالَ : إِنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ يُجْزِئُهُ لِلْأَثَرِ .

একাধিক সূত্রে মুগীরা ইব্ন শু' বা (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী "কপাল ও পাগড়ি" উভয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আর কেউ কেউ কপালের কথা উল্লেখ করেননি।

আহমদ ইবনুল-হাসানকে বলতে শুনেছি যে, আহমদ ইব্ন হাম্মাল বলেছেনঃ ইয়াহুয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাতানের মত উত্তম লোক আমার দু' চোখে দেখিনি।

এই বিষয়ে আমার ইব্ন উমায়্যা, সালমান, ছাওবান ও আবু উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুগীরা ইব্ন শু' বা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর, উমর ও আনাস (রা.)-এর মত একাধিক সাহাবীর বক্তব্য এ-ই। ইমাম আওয়াঈ, আহমদ এবং ইসহাক (র.)ও এই অভিমত পোষণ করেন। ইবনুল-জাররাহ বলেনঃ পাগড়ির উপর মাসেহ করা যায়।

সাহাবী ও তাবিঈদের একাধিক ফিক্‌হবিদ বলেনঃ পাগড়ির সাথে সাথে মাথা মাসেহ করে কেবল পাগড়ি মাসেহ করলে যথেষ্ট হবে না। সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্ন আনাস, ইব্ন মুবারক ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও বক্তব্য এ-ই।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আমি জারুদ ইব্ন মু'আযকে বলতে শুনেছি 'ওয়াকী' ইবনুল-জাররাহ বলেছেনঃ এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ রয়েছে বিধায় পাগড়ির উপর মাসেহ উষুর জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ
رَحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى
رَأْسِهِ وَالْخِمَارِ" .

১০১. হান্নাদ (র.).....বিলাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ চামড়ার খিমার পরে এবং পাগড়ির উপর মাসেহ করেছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ الْمَفْضَلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
حَقٍّ هُوَ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ :

"سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: السَّنَةُ يَا ابْنَ أَخِي.
قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ؟ فَقَالَ أَمْسُ الشَّعْرِ الْمَاءَ."

১০২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).....আবু উবায়দা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আশ্মার ইব্ন ইয়াসির (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু উবায়দা (রা.) বলেনঃ চামড়ার মোযায় মাসহে করা সম্পর্কে আমি জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র, এটি সুনাত। তাঁকে পাগড়ির উপর মাসহে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ ভিজা হাতে মাথার চুল স্পর্শ করবে।^১

সাহাবী ও তাবিঈদের একাধিক ফিকহবিদ বলেনঃ পাগড়ির সাথে সাথে মাথা মাসহে না করে কেবল পাগড়ি মাসহে করলে যথেষ্ট হবে না। সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্ন আনাস, ইব্ন মুবারক ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও বক্তব্য এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদঃ জানাবাতের ২ গোসল।

১.৩. حَدَّثَنَا هَنَّاؤُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ
كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا
فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الْأَنْاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ ادْخَلَ
يَدَهُ فِي الْأَنْاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ . ثُمَّ دَلَكَ بِسَيْدِهِ الْحَائِطَ أَوْ الْأَرْضَ ثُمَّ
مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ
أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১০৩. হান্নাদ (র.).....মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি জানাবাতের গোসল করলেন। প্রথমে বাম হাতে পানি রাখা পাত্রটি কাত করে ডান হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত কবজা পর্যন্ত ধৌত করলেন। পরে পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন এবং দেয়ালে কিংবা মাটিতে হাত দু'টি ঘষে ধুইলেন। এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, চোখেরা ও দুই বাজু ধৌত করলেন। পরে মাথায় তিনবার পানি ঢাললেন, তারপর সারা শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। এরপর কিছুটা সরে গিয়ে দুই পা ধুইলেন।

১. তথাৎ মাথার চুল মাসহে না করে কেবল পাগড়ির উপর মাসহে যথেষ্ট হবে না। হানাফী মায়হাবের মতও এ-ই।

২. যৌন মিলন, মপ্পদোষ, কামভাবে ওক্র নির্গত হলে শরীর অপবিত্র হয় : এই অপবিত্রতাকে জানাবাত বলে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَجَابِرٍ وَ أَبِي سَعِيدٍ وَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

এই বিষয়ে উম্মু সালমা, জাবির, আবু সাঈদ, জুবার ইবন মুতইম ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

১০৪. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَشْرِبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ .

১০৪. ইবন আবী উমার (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল জানাবাতের গোসল করতে ইচ্ছা করলে পাত্রে হাত ঢুকানোর আগে প্রথমে তা ধুয়ে নিতেন। এরপর লজ্জাস্থান ধুইতেন ও সালাতের জন্য উযু করার ন্যায় উযু করতেন। পরে সবগুলি লোম পানিতে ভিজাতেন ও মাথায় তিন অঞ্জলী পানি ঢেলে দিতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ : أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : وَقَالُوا إِنْ انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ أَجْزَأَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণ জানাবাতের গোসলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন যে, সালাতের উযুর মত উযু করবে, মাথায় তিনবার পানি ঢালবে এবং সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে এবং পরে দুই পা ধুইবে।

আলিমগণ এই ক্ষেত্রে একরূপ আমলই গ্রহণ করেছেন। তারা বলেনঃ জানাবাতওয়ালা ব্যক্তি যদি পানিতে ডুব দেয় এবং যদি উযু না-ও করে তবু তা পবিত্রতা লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্ট

হবে। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) [এবং ইমাম আবু হানীফা (র.)]-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ : গোসলের সময় মহিলাদের বেণী খুলতে হবে কি না

১০৫. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفَرًا رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْثِينَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ . أَوْ قَالَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ ."

১০৫. ইবন আবী উমার (র.).....উম্মু সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার চুলের বেণী তো খুব শক্ত করে বাঁধি। জানাবাতের গোসলের জন্য কি তা খুলে ফেলতে হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না, তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে যে, মাথায় তিন অঞ্জলী পানি ঢেলে দিবে। পরে সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। বাস্ এতেই তুমি পাক হয়ে যাবে।

قَالَ : أَبُو عَيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا أَنَّ ذَلِكَ يُجْزئُهَا بَعْدَ أَنْ تُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন যে, জানাবাতের গোসলের বেলায় কোন মহিলা মাথায় পানি ঢেলে দিলে বেণী না খুললেও তা যথেষ্ট বলে বিবেচ্য হবে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنْ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ

অনুচ্ছেদ : প্রতিটি লোমকূপের নীচে অপবিত্রতা বিদ্যমান।

১০৬. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحَرِثُ بْنُ وَجِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ

دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ" ، فَأَغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ .

১০৬. নাসর ইব্ন আলী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ প্রতিটি লোমের নীচে অপবিত্রতা বিদ্যমান। সুতরাং তোমরা চুল ধুয়ে নাও এবং শরীরের চামড়া ভাল করে সাফ করে নাও।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْحَرِثِ بْنِ وَجِيهِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنْعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ . وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَثَمَةِ . وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ . وَيُقَالُ "الْحَرِثُ بْنُ وَجِيهِ" وَيُقَالُ "ابْنُ وَجِبَةَ" .

এই বিষয়ে আলী ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : হারিছ ইবনুল ওয়াজীহ বর্ণিত এই হাদীছটি গরীব। তৎকর্তৃক রিওয়ায়াত ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে এটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। তিনি এমন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যার উপর নির্ভর করা যায় না।^১ একাধিক হাদীছ বিশেষজ্ঞ তাঁর বরাতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি এই হাদীছটি মালিক ইব্ন দীনার থেকে রিওয়ায়াত করার ব্যাপারে একা। তাঁর সমর্থনে অন্য কারো রিওয়ায়াত নাই। তিনি হারিছ ইব্ন ওয়াজীহ এবং ইব্ন ওয়াজ্বা নামেও পরিচিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ : গোসলের পর উযু করা

١٠٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ" .

১০৭. ইসমাইল ইব্ন মুসা (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ গোসলের পর উযু করতেন না।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا قَوْلٌ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

১. কারণ বৃদ্ধ বয়সে তাঁর স্মরণ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

وَالتَّابِعِينَ : أَنْ لَا يُتَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাহাবী ও তাবিসদের একাধিক ফকীহের অভিমত এই যে, গোসলের পর উযূর বিধান নাই।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ وَجِبَ الْغُسْلُ

অনুচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর খাতনা স্থান পরস্পর মিলিত হলে গোসল ফরয

১.৮. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَغْتَسَلْنَا" .

১০৮. আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (রা.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মিলন-কালে স্বামী-স্ত্রীর খাতনা করার স্থানটুকু অতিক্রম হলেই গোসল ফরয হয়। আমার ও রাসূল ﷺ-এর মাঝে এরূপ হয়েছে। তখন আমরা গোসল করেছি।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবন আমর এবং রাফি' ইবন খাদীজ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১.৯. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجِبَ الْغُسْلُ" .

১০৯. হান্নাদ (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ পরস্পরের খাতনার স্থানটুকু অতিক্রম হলেই গোসল ফরয হয়।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

قَالَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ : "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ" .

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَ

عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَالْفُقَهَاءُ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ . قَالُوا : إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। একাধিক সূত্রে আইশা (রা.) থেকে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পরস্পরের খাতনার স্থানটুকু অতিক্রম হলেই গোসল ফরয হয়। আবু বকর, উমর, উছমান, আলী, আইশা (রা.)-সহ অধিকাংশ ফকীহ সাহাবী, তাবিঈ এবং তৎপরবর্তী আলিম ও ফকীহ যথা (ইমাম আবু হানীফা,) সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত এ-ই। তারা বলেনঃ পরস্পরের খাতনার স্থান অতিক্রম হলেই গোসল ফরয হয়।^১

بَابُ مَا جَاءَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ

অনুবাদঃ বীর্যস্থলনের সাথেই গোসল ফরয হওয়ার সম্পর্ক

۱۱۰. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ قَالَ : "إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا ."

১১০. আহমদ ইব্ন মানী' (র.).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ বীর্যরূপ পানি বের হলে পর গোসলের নির্দেশ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রদত্ত একটি অবকাশ। পরে সে হুকুম রহিত হয়ে যায়।

۱۱۱. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১১১. আহমদ ইব্ন মানী' (র.).....যুহরীর বরাতে একই সনদে এই হাদীছটি উক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَإِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ .

১. ইসলামের শুরুতে বিধান ছিল যে, কেবল মাত্র জননেন্দ্রিয় প্রবিশ্ট করার মাধ্যমে গোসল ফরয হবে না। বরং গোসল ফরয হওয়ার জন্য শর্ত ছিল বীর্যস্থলন। পরে এই বিধান রহিত করে বলা হয় যে, গোসল ফরয হওয়ার জন্য বীর্যস্থলন জরুরী নয়; পরস্পরের খাতনার স্থানটুকু অতিক্রম হলেই গোসল করতে হবে।

এই বিষয়ে উছমান ইব্ন আফ্ফান, আলী ইব্ন আবী তালিব, যুবাইর, তালহা, আবু আয়্যুব এবং আবু সাঈদ (রা.)ও নবী ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ বীর্যরূপ পানির সাথে হল গোসলের পানি ব্যবহারের সম্বন্ধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلًا وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا

অনুচ্ছেদ : ঘুম থেকে জেগে যদি কেউ আর্দ্রতা দেখে কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে না পড়ে তবে সে কি করবে?

১১৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هُوَ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ مَالَتْ : "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ؟ قَالَ : يَغْتَسِلُ . وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا ؟ قَالَ : لَا غُسْلَ عَلَيْهِ . مَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ."

১১৩. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ কেউ ঘুম থেকে জেগে (তার শরীরে বা কাপড়ে) বীর্যের আর্দ্রতা দেখতে পেল কিন্তু স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে তার মনে পড়ে না তার সম্পর্কে নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ তাকে গোসল করতে হবে।

এমনিভাবে কারো যদি স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে কিন্তু জেগে কোনরূপ আর্দ্রতা দেখতে না পায় তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূল ﷺ বললেনঃ তাকে গোসল করতে হবে না।

উম্মু সালমা (রা.) তখন বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল ! মেয়েদের কেউ যদি এই ধরনের কিছু দেখে তবে তাকেও কি গোসল করতে হবে ?

রাসূল ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ, মেয়েরা তো পুরুষদেরই অংশ।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَ إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ضَعْفُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ فِي الْحَدِيثِ .

هُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ : إِذَا سَتَيْقِظَ الرَّجُلُ فَرَأَى بِلَّةً أَنَّهُ يَغْتَسِلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ إِذَا كَانَتْ الْبِلَّةُ بِلَّةً نُّطْفَةً . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَسْحَقَ .

وَإِذَا رَأَى اخْتِلَامًا وَلَمْ يَرِبِلَّةً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ “ঘুম থেকে জেগে কেউ আর্দ্রতা দেখতে পেল কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ে না-এই বিষয়ের আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি উবায়দুল্লাহ ইবন উমরের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) রিওয়ায়াত করেছেন। বিখ্যাত রিজাল বিশেষজ্ঞ ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ হাদীছের স্বরণ শক্তির বিষয়ে আবদুল্লাহকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

কেউ যদি ঘুম থেকে জেগে আর্দ্রতা দেখতে পায় আর স্বপ্নদোষের কথা যদি তার মনে না পড়ে তবে তাকে গোসল করতে হবে বলে সাহাবী ও তাবিঈদের অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ অভিমত দিয়েছেন। এই বিষয়ে সুফইয়ান ও ইমাম আহমদের বক্তব্যও এ-ই।

তাবিঈ আলিমদের কেউ কেউ বলেনঃ এই আর্দ্রতা যদি বীর্য জনিত আর্দ্রতা বলে বিশ্বাস হয় তবেই কেবল গোসল করতে হবে। ইমাম শাফিঈ এবং ইসহাকও এই অভিমত পোষণ করেন।

আর যদি এমন হয় যে, স্বপ্নদোষের কথা তো মনে পড়ছে কিন্তু কোনরূপ আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না তবে সাধারণভাবে প্রায় সকল আলিমের বক্তব্য হল, তাকে গোসল করতে হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ

অনুচ্ছেদ : মনী ও মযী।^১

۱۱۴. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ : مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ .

১১৪. মুহাম্মাদ ইবন আমর আস-সাওওয়াক আল-বালখী ও মাহমূদ ইবন গায়লান (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমি নবী ﷺ-কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : মযী বের হলে উযু করতে হবে আর মনী বের হলে গোসল করতে হবে।

১. মযী-পেশাব থেকে গাঢ় ও মনী থেকে পাতলা আঁটাল পদার্থ। যৌন আলোচনা বা শৃংগার কালে জননেদ্রিয় দিয়ে তা বের হয়ে আসে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
 وَقَدْ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ : "مِنَ الْمَذْيِ
 الْوَضُوءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ" .
 وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ
 وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَشْحَقُ .

এই বিষয়ে মিকদাদ ইবনুল-আসওয়াদ এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকেও হাদীছ আছে।
 ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। একাধিক সনদে
 আলী (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে এই কথা বর্ণিত আছে যে, মযীর ক্ষেত্রে উযু এবং
 মনীর ক্ষেত্রে গোসল করতে হয়। এ-ই হল সাধারণভাবে সকল সাহাবী ও তাবিঈর অভিমত।
 [ইমাম আবু হানীফা.] ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثُّوبَ

অনুচ্ছেদ : কাপড়ে মযী লাগা

١١٥. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، هُوَ
 ابْنُ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْيَفٍ قَالَ : "كُنْتُ الْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً
 وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أَكْثَرُ مِنْهُ الْغُسْلَ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ
 فَقَالَ : إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوَضُوءُ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ
 ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفَّامِينَ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ
 تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ" .

১১৫. হনাদ (র.)..... সাহল ইব্ন হনাইফ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ
 মযীর কারণে আমি অত্যন্ত কষ্টে ছিলাম। এর জন্য আমাকে বহুবার গোসল করতে হত।
 একবার রাসূল ﷺ -কে এই কথা বললাম এবং এই সম্পর্কে বিধান জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি
 বললেনঃ এই ক্ষেত্রে তোমার জন্য উযুই যথেষ্ট।

আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, যদি তা আমার কাপড়ে লাগে তবে কি হবে? তিনি

বললেনঃ এক অঞ্জলী পানি নিবে আর যেখানে যেখানে তা লেগেছে বলে দেখতে পাবে সেখানে ঐ পানি ছিটিয়ে দিবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ فِي الْمَذْيِ مِثْلَ هَذَا .

وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثُّوبَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُجْزَى إِلَّا الْغَسْلُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْزَى النُّضْحُ . وَقَالَ أَحْمَدُ : أَرَجُو أَنْ يُجْزَى النُّضْحُ بِالْمَاءِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। মযীর ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের সূত্রে এই রিওয়াযাতি ছাড়া আর কোন রিওয়াযাত আমাদের জানা নাই।

মযী কাপড়ে লাগলে এর হকুম সম্পর্কে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : ধুয়ে না ফেলা পর্যন্ত তা পাক হবে না। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাকের অভিমত এ-ই। কেউ কেউ বলেনঃ এই ক্ষেত্রে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। ইমাম আহমদ (র.) বলেনঃ এতে পানি ছিটিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে বলে আশা করি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثُّوبَ

অনুচ্ছেদ : কাপড়ে মনী লাগা

١١٦. حَدَّثَنَا حَنَّا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : "صَافَ عَائِشَةُ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيهَا، فَاحْتَلَمَ فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسَلَ بِهَا وَبِهَا أَثَرُ الْإِحْتِلَامِ فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أُرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَا أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثُوبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ . وَرُبَّمَا فَرَكَتُهُ مِنْ ثُوبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَصَابِعِي" .

১১৬. হান্নাদ (র.)-হাম্মাম ইবন হারিছ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আইশা (রা.)-এর কাছে একজন মেহমান এলেন। তিনি তাঁকে একটি হলুদ রঙ্গের চাদরে বিশ্রাম করতে দিলেন। উক্ত মেহমান তা গায়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তার স্বপ্ন দোষ হল। বীর্যের দাগসহ চাদরটি আইশা (রা.)-এর কাছে ফেরত পাঠাতে তার খুব লজ্জাবোধ হয়। তাই এটি পানিতে চুবিয়ে ধুয়ে তিনি তা ফেরত পাঠালেন। আইশা (রা.) তা দেখে বললেনঃ আমার

চাদরটি ভিজিয়ে নষ্ট করলে কেন? আঙ্গুল দিয়ে ঘষে ফেলে দিলেই তো যথেষ্ট হত। অনেক দিনই তো রাসূল ﷺ এর কাপড় থেকে আমি তা অঙ্গুলী দিয়ে রগড়ে ঘষে সাফ করে দিয়েছি।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنَ الْفُقَهَاءِ مِثْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ . قَالُوا فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثُّوبَ : يُجْزِئُهُ الْفَرْكُ وَإِنْ لَمْ يَغْسَلْ .

وَهَكَذَا رَوَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ رَوَايَةِ الْأَعْمَشِ .

وَرَوَى أَبُو مَعْشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ . وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ .

ইমাম আবু ইসা তিরামিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান সহীহ। সুফইয়ান, আহমদ ও ইসহাকের মত একাধিক ফকীহের অভিमत এ-ই। তারা বলেনঃ মনী কাপড়ে লাগলে না ধুয়ে কেবল আঙ্গুল দিয়ে রগড়ে নিলেই যথেষ্ট হবে।

আমাশের উক্ত রিওয়াযাতের মত আইশা (রা.)-এর সূত্রে মানসূর থেকেও রিওয়াযাত আছে। আবু মা'শারও ইবরাহীম-আসওয়াদ-আইশা (রা.)-এর সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে আমাশ বর্ণিত রিওয়াযাতটি অধিক সহীহ।

بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثُّوبِ

অনুচ্ছেদ : মনী লাগার জন্য কাপড় ধোয়া।

١١٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
بEN مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِّنْ ثَوْبٍ
رَّسُولَ اللَّهِ ﷺ "

১১৭. আহমদ ইবন মানী' (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -এর কাপড় থেকে মনী ধুয়েছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : "أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِّنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِمُخَالَفٍ لِّحَدِيثِ الْفَرَكِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْفَرَكُ يُجْزَى فَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَرَى عَلَى ثَوْبِهِ أَثَرُهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ فَامِطُهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আইশা (রা.) বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর কাপড় থেকে মনী ধৌত করা সম্পর্কিত হাদীছটি অঙ্গুলী দিয়ে কাপড়ের মনী সাফ করা সম্পর্কিত হাদীছটির বিরোধী নয়। কেননা, রগড়ে সাফ করা যথেষ্ট বটে তবুও এমনভাবে তা সাফ করা যেন কাপড়ে কোনরূপ দাগ অবশিষ্ট না থাকে, অধিক পছন্দনীয়।

ইবন আব্বাস (রা.) বলেনঃ মনী হল নাকের ময়লার মত। ইযখির জাতীয় ঘাস দিয়ে হলেও তা দূর করে দাও।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

অনুচ্ছেদ : জুনুবী বা অপবিত্র ব্যক্তির গোসল না করে ঘুমানো

১১৮. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً" .

১১৮. হানাদ (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ জুনুবী অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায় পানি স্পর্শ না করেও কোন কোন সময় ঘুমিয়ে পড়তেন।

১১৯. جَدُّنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ نَحْوَهُ .

১১৯. হানাদ (র.).....আবু ইসহাকের সূত্রেও অনুরূপভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيَّاسٍ : وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَغَيْرِهِ .

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ" .

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي إِسْحَقَ هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ . وَيَرَوْنَ
أَنَّ هَذَا غَلَطَ مِنْ أَبِي إِسْحَقَ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাঈদ ইবনুল-মুসায়াব প্রমুখের অভিমতও এ-ই।
একাধিক রাবী আসওয়াদের সূত্রে আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ^{পালাতন ও} ^{আল্লাহর রাসূল} ঘুমাবার আগে উষু করে নিতেন। এই হাদীছ আবু ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত আসওয়াদের
প্রথমোক্ত সনদে বর্ণিত রিওয়াযাত থেকে অধিক সহীহ। শু'বা (র.) ও ছাওরী (র.) সহ আরো
অনেকেই আবু ইসহাকের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা আবু ইসহাক (র.) থেকে
উক্ত ভুল সংঘটিত হয়েছে বলে মত পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

অনুচ্ছেদ : ঘুমাতে চাইলে অপবিত্র ব্যক্তির উষু করা

১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ "أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ
جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا تَوَضَّأَ" .

১২০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.).....উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি
বলেনঃ অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে যাওয়া সম্পর্কে নবী ^{পালাতন ও} ^{আল্লাহর রাসূল} -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি
ইরশাদ করেছিলেনঃ হ্যাঁ পারে, যদি সে উষু করে নেয়।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّارٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عُمَرَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ .
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالُوا إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ
أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ .

এই বিষয়ে আম্মার, আইশা, জাবির, আবু সাঈদ ও উম্মু সালমা (রা.) থেকেও হাদীছ
বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সর্বোত্তম
এবং সর্বাধিক সহীহ। সাহাবী ও তাবিঈদের অনেকের অভিমতও এ-ই। সুফইয়ান ছাওরী,

ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)ও এই মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেনঃ জুনুবা বা অপবিত্র ব্যক্তি ঘুমাতে চাইলে উঠে উঠে নিবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

অনুচ্ছেদঃ অপবিত্র (জুনুবা) ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা।

১২১. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: فَأَنْبَخَنْسَتْ أَيْ فَأَنْحَنْسْتُ فَأَغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: أَيُّنَ كُنْتُ؟ أَوْ أَيُّنَ ذَهَبْتُ؟ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجِسُ".

১২১. ইসহাক ইবন মানসূর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ -এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তখন আবু হুরায়রা (রা.) ছিলেন অপবিত্র (জুনুব) অবস্থায়। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ কে দেখে আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং গোসল করে পরে তাঁর কাছে আসলাম। তিনি বললেনঃ কোথায় ছিলে? কই গিয়েছিলে?

আমি বললামঃ আমি অপবিত্র ছিলাম।

নবী ﷺ বললেনঃ মুমিন কখনও (এমন) অপবিত্র হয় না (যে, তাকে স্পর্শ করা যাবে না)।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ جُنُبٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَخَّصَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ وَلَمْ يَرَوْا بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ بَأْسًا .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ "فَأَنْحَنْسْتُ" يَعْنِي تَنَحَّيْتُ عَنْهُ .

এই বিষয়ে হুযায়ফা ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা.)-এর এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমদের অনেকেই অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করার অনুমতি দিয়েছেন।

ঋতুবমী মহিলা ও অপবিত্র ব্যক্তির ঘামে নাপাকজনিত কোনরূপ অসুবিধা নাই বলে তারা মনে করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ : পুরুষের মত কোন মহিলার যদি স্বপ্নদোষ হয়

১২২. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : "جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَغْنِي غُسْلًا إِذَا هِيَ رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قُلْتُ لَهَا : فَضَحْتُ النِّسَاءَ يَا أُمُّ سَلِيمٍ .

১২২. ইব্ন আবী উমর (র.).....উম্মু সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু সুলায়ম বিন্ত মিলহান নবী ^{পালা লাঃ আল্লাইদি} -এর কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তো সত্যের ব্যাপারে কোন লজ্জা করেন না। পুরুষদের মত কোন মহিলার যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে সেই মহিলার উপরও কি কোন কিছু অর্থাৎ গোসল ফরয হবে? রাসূল ^{পালা লাঃ আল্লাইদি} বললেনঃ হ্যাঁ, যদি সে পানি (মনী) দেখতে পায় তবে অবশ্যই সে যেন গোসল করে নেয়।

উম্মু সালমা (রা.) বলেন যে, আমি উম্মু সুলায়মকে বললামঃ হে উম্মু সুলায়ম, মেয়েদের তুমি লাঞ্চিত করে ফেললে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ إِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلِيمٍ وَخَوْلَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنْسٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। সাধারণভাবে সকল ফকীহের অভিমত এই যে, কোন মহিলার পুরুষদের মত স্বপ্নদোষ হলে এবং এতে মনীস্থলন হলে তাকে অবশ্যই গোসল করতে হবে। সুফইয়ান ছাওরী ও ইমাম শাফিঈরও এই অভিমত।

এই বিষয়ে উম্মু সুলায়ম, খাওলা, আইশা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَدْفِي بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ : গোসলের পর স্ত্রীর শরীর জড়িয়ে ধরে তাপ গ্রহণ

১২৩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَنِي فَضَمَّمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ " .

১২৩. হানাদ (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, অনেক সময় নবী ﷺ জানাবাত বা যৌনমিলন-জনিত গোসল করে আসতেন এবং আমার শরীরের তাপ নিতেন। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরতাম অথচ তখনও আমি গোসল করি নাই।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ .

وَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اغْتَسَلَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْتَدْفِيَ بِامْرَأَتِهِ وَيَنَامُ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ وَبِهِ يَقُولُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَسْحَقُ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটির সনদে দুর্বলতা নেই। একাধিক সাহাবী ও তাবিঈ-এর অভিमत এই যে, যদি স্বামী গোসল করে নেয় আর স্ত্রী গোসল না করে থাকে তবুও স্বামী তার স্ত্রীর শরীর জড়িয়ে ধরে তাপ নিতে এবং তার সাথে ঘুমাতে পারবে। সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাক (র.)-ও এই অভিमत ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيْمُمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

অনুচ্ছেদঃ পানি না পাওয়া গেলে জানাবাতবিশিষ্ট ব্যক্তির তায়াম্মুম করা

১২৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُدَّانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " إِنْ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَسِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بِشِرَّتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ " .

১২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....আবু যর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ দশ বছর ধরেও যদি পানি না পায় তা হলেও

পাক মাটি একজন মুসলিমের জন্য পবিত্রতার উপকরণ বলে বিবেচ্য হবে। অতঃপর যখন সে পানি পাবে তখন তা দিয়ে সে তার শরীর ধুয়ে নিবে। এ-ই তার জন্য উত্তম।

قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ " إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ " .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ .

قَالَ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ : أَنَّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا . وَيُرَوَّى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ .

وَيُرَوَّى عَنْهُ : أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، فَقَالَ : يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ .

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

মাহমুদ ইব্ন গায়লান তাঁর রিওয়াযাতে “পাক মাটি মুসলিমের জন্য উযূর উপকরণ” এই কথাটির উল্লেখ করেছেন।

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ও ইমরান ইব্ন হসাইন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ খালিদ আল-হায্যা (র.)-এর সূত্রে আবু যর (রা.) থেকে একাধিক রাবী এই হাদীছটি রিওয়াযাত করেছেন। আবু কিলাব-বানু আমিরের জনৈক ব্যক্তি-আবু যর (রা.) সনদে বানু আমিরের ব্যক্তিটির নাম উল্লেখ না করে আয্যুব এই হাদীছটি রিওয়াযাত করেছেন।

এই হাদীছটি হাসান। সাধারণভাবে সমস্ত ফকীহ আলিমের অভিমত এই যে, জুনুবী ব্যক্তি বা হায়েযওয়ালী নারীদের কেউ যদি পানি না পায় তবে তাযাম্মুম করেই সালাত আদায় করে নিবে।

ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পানি না পাওয়া অবস্থায়ও তিনি জুনুবী ব্যক্তির জন্য তাযাম্মুম করার অনুমতি আছে বলে মনে করেন না। তবে তাঁর থেকে এই কথাও

বর্ণিত আছে যে, পরবর্তীতে তিনি তাঁর এই মত প্রত্যাহার করে বলেছেনঃ পানি না পাওয়া গেলে জুনুবী ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারবে।

সুফইয়ান ছাওরী, মালিক, শাফিঈ, 'আ হমদ এবং ইসহাকও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

অনুচ্ছেদ : মুস্তাহাযা^১ মহিলা প্রসঙ্গে

১২৫. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِثُتْ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي ."

১২৫. হান্নাদ (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা বিনত আবী হুবায়শ নামক জনৈক মহিলা নবী ﷺ-এর সমীপে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো ইস্তিহাযায় আক্রান্ত একজন মেয়ে। আমি তো পাক হই না। তাই আমি সালাত ছেড়ে দিব কি? রাসূল ﷺ বললেন : না, কারণ এ রক্ত হায়েযের নয় বরং শিরা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত। সুতরাং যখন তোমার হায়েযের নির্ধারিত দিনগুলি আসে তখন সে ক'দিন নামায ছেড়ে দিবে আর হায়েযের দিনগুলো চলে গেলে তোমার রক্ত ধুয়ে নিবে এবং সালাত আদায় করবে।

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ : "وَقَالَ تَوْضِئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ." قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ : "جَاءَتْ فَاطِمَةُ " حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلٌ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ . وَبِهِ يَقُولُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَ أَقْرَبِهَا اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

১. হায়েয বা নেফাসের নির্ধারিত দিনসমূহের অতিরিক্ত দিন কোন মহিলার যোনীদ্বার দিয়ে রক্ত বের হলে তাকে মুস্তাহাযা বলে। এই অবস্থায় তাকে প্রত্যেক ওয়াক্ত উযু করে নামায পড়তে হবে, রোযার সময় হলে তা-ও রাখতে হবে।

রাবী আবু মুআবিয়া তার রিওয়াযাতে আরো উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ এই মহিলাকে বলেছিলেনঃ আরেক সালাতের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য উযু করে নিবে।

এই বিষয়ে উম্মু সালমা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। এই হচ্ছে একাধিক সাহাবী ও তাবিঈর বক্তব্য। সুফইয়ান ছাওরী, মালিক, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ (র.) ও এই অভিমত ব্যক্ত করে বলেনঃ হায়যের নির্ধারিত দিনগুলো অতিক্রমের পর ইসতিহাযায় আক্রান্ত মহিলা গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করবে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

অনুচ্ছেদ : ইসতিহাযা আক্রান্ত মহিলার প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করা

১২৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : "تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّيُ".

১২৬. কুতায়বা (র.).....আদী ইব্ন ছাবিত-তার পিতা-পিতামহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইসতিহাযায় আক্রান্ত মহিলা সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন যে, পূর্বে তার হায়যের যে নির্ধারিত দিনগুলি ছিল সেই দিনগুলির সালাত সে ছেড়ে দিবে। সে দিনগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করবে আর যথারীতি সিয়াম ও সালাত আদায় করতে থাকবে।

১২৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ : نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

১২৭. আলী ইব্ন হুজ্রের বরাতেও অনুরূপ মর্মে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ قَالَ : وَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقُلْتُ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَدُّ عَدِيِّ مَا إِسْمُهُ ؟ فَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ إِسْمَهُ . وَذَكَرْتُ لِمُحَمَّدٍ قَوْلَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : أَنَّ إِسْمَهُ "دَيْنَارٌ" فَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ .

وَقَالَ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : إِنْ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ هُوَ الْخَطُّ

لَهَا . وَإِنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا ، وَإِنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهَا .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবুল ইয়াকযানের সূত্রে কেবলমাত্র শরীকই এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে এই হাদীছটির প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আদী ইব্ন ছাবিতের পিতামহের নাম কি? তিনি তার নাম জানেন না। আমি বললামঃ ইয়াহইয়া ইব্ন মা'ঈন বলেছেন, তার নাম হল দীনার। কিন্তু মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) এই দিকে দৃকপাত করলেন না।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক বলেছেনঃ মুস্তাহাযা মহিলা যদি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করে নেয় তবে সেটি হবে তার জন্য সতর্কতামূলক পন্থা। তবে প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করে নিলে তার জন্য যথেষ্ট হবে। দুই সালাতের জন্য যদি একবার গোসল করে তবে তাও যথেষ্ট হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

অনুবাদ : ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার এক গোসলে দুই সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে ১২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : "كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ . فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا ، قَدْ مَنَعْتَنِي الصِّيَامَ وَالصَّلَاةَ ؟ قَالَ : أَنْعَتْ لَكَ الْكُرْسُفَ ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ الدَّمُ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : فَتَلْجَمِي - قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ فَاتَّخِذِي ثَوْبًا - قَالَتْ ، هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا أَتَّجُّ ثَجًا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَأْمُرُكَ بِأَمْرَيْنِ : أَيُّهُمَا صَنَعْتَ أَجْزَأُ عَنْكَ ، فَإِنْ قَوَيْتَ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ - فَقَالَ ، إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحِيضِي سِتَّةً

أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ، ثُمَّ اغْتَسَلِي ، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهُرْتَ وَاسْتَنْقَأْتَ فَصَلِّيْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِيْ وَصَلِّيْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيْكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِيْ ، كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهَرْنَ ، لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطَهْرِهِنَّ ، فَإِنْ قَوَّيْتَ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعْجَلِي الْعَصْرَ ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهَرِينَ وَتُصَلِّيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعْجَلِينَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ : فَافْعَلِيْ وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّيْنَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِيْ وَصُومِيْ إِنَّ قَوَّيْتَ عَلَى ذَلِكَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ " .

১২৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....হুমনা বিন্ত জাহশ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি খুব ভীষণভাবে ইত্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলাম। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এই বিষয়ে ফতওয়া জানতে এলাম। তাঁকে আমার বোন উম্মুল মু'মিনীন যয়না'ব বিন্ত জাহশের ঘরে পেলাম। বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো ভীষণভাবে ইত্তিহাযা আক্রান্ত। এ বিষয়ে আপনি কি করতে বলেন? এ তো আমাকে সালাত ও সওম থেকে ফিরিয়ে রাখছে। তিনি বললেনঃ তোমাকে আমি তুলা ব্যবহার করতে পরামর্শ দিচ্ছি। এতে রক্ত শুষে নিবে। আমি বললামঃ রক্তের পরিমাণ এর থেকেও বেশি। তিনি বললেনঃ তবে তা দিয়ে লাগামের মত বেধে নাও। আমি বললামঃ না, রক্তের পরিমাণ তো আরো বেশি। তিনি বললেনঃ তবে এর নীচে আর একটি কাপড়ের পট্টি লাগিয়ে নাও। বললাম, রক্ততো আরো বেশি। স্রোতের মত তা ধেয়ে বেরুচ্ছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাকে আমি দু'টো বিষয়ের কথা বলছি। এ দু'টোর যে কোন একটি করতে পারলে তোমার জন্য যথেষ্ট। আর উভয়টি করতে তোমার শক্তি হলে তুমিই ভাল জান কোনটি তুমি গ্রহণ করবে। শোন, এ হলো শয়তানের গুঁতো। যা হোক, ছয়দিন বা সাতদিন আল্লাহর জ্ঞানে বা তোমার জন্য নির্ধারিত সেদিনগুলো হায়েয হিসাবে ধরবে পরে তা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে গোসল করে নিবে। যখন তুমি দেখবে যে, তুমি পাক হয়ে গেছ এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছ তখন চব্বিশ দিন বা তেইশ দিন সালাত ও সিয়াম পালন করবে। আর এ-ই তোমার জন্য যথেষ্ট। সাধারণভাবে মহিলারা হায়েয ও তুহরের (পাক থাকার) নির্ধারিত দিনগুলোতে যা করে তুমিও সেদিনগুলোতে তা করবে।

আর পাক থাকার নির্ধারিত দিনগুলোতে তোমার জন্য যুহরের সালাত পিছিয়ে এবং আছরের সালাত কিছুটা এগিয়ে নিয়ে উভয় ওয়াক্তের একবার গোসল করে সে দুই ওয়াক্তের সালাত আদায় করা সম্ভব হলে তা করবে। এমনিভাবে মাগরিবের সালাত পিছিয়ে এবং

‘ইশার সালাত এগিয়ে নিয়ে উভয় ওয়াক্তের জন্য একবার গোসল করে দু’টো আদায় করে এবং ফজরের সময় গোসল করে তা আদায় করা সম্ভব হলে তদুপভাবে সালাত ও সিয়াম পালন করবে। হ্যাঁ, তোমার শক্তিতে কুলালে তা-ই করো। আর দুটো বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়টিই আমার নিকট অধিক পছন্দের।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرِّقِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَشَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ إِلَّا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ : "عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ" ، وَالصَّحِيحُ "عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ" .

قَالَ : وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَالَ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ حَيْضَهَا بِإِقْبَالِ الدَّمِّ وَإِدْبَارِهِ وَإِقْبَالِهِ أَنْ يَكُونَ أَسْوَدَ وَإِدْبَارُهُ أَنْ يَتَغَيَّرَ إِلَى الصُّفْرِ : فَالْحُكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ : فَإِنَّهَا تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيُ وَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُّ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ وَلَمْ تَعْرِفِ الْحَيْضَ بِإِقْبَالِ الدَّمِّ وَإِدْبَارِهِ فَالْحُكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ .

وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُّ فِي أَوَّلِ مَا رَأَتْ فَدَامَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَدْعُ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةِ عَشَرَ يَوْمًا ، فَإِذَا طَهَّرَتْ فِي خَمْسَةِ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ : فَإِنَّهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ

خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا : فَإِنَّهَا تَقْضَى صَلَاةُ أَرْبَعَةِ عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ تَدْعُ الصَّلَاةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَقْلَ مَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَقْلِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ : فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَقْلُ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةٌ .
 وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَأْخُذُ ابْنُ الْمُبَارَكِ . وَرَوَى عَنْهُ خِلَافُ هَذَا .
 وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَقْلُ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا .
 وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আমর আর-রাব্বী, ইব্ন জুরাইজ এবং শরীক (র.) ও হামনা (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন জুরাইজ তাঁর সনদে জনৈক রাবীর নাম উমর ইব্ন তালহা বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ শুদ্ধ হল ইমরান ইব্ন তালহা।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেনঃ এই হাদীছটি হাসান। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) ও উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক বলেনঃ ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলা যদি হায়যের আগমন ও এর অতিক্রান্ত হওয়া বুঝতে পারে তবে ফাতিমা বিন্ত আবী হবায়শ (রা.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বিধান তার জন্য প্রযোজ্য হবে। সাধারণতঃ হায়যের আগমন বুঝার উপায় হল, এই সময় এর রং থাকে কাল আর অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি বুঝার উপায় হল তখন এর রং হয়ে যায় হরিদ্রাভ।

আর সেই মহিলার যদি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে হায়যের নির্ধারিত দিন থেকে থাকে তবে ইস্তিহাযা আক্রান্ত হওয়ার পরেও সে উক্ত নির্ধারিত দিনসমূহের সালাত আদায় ছেড়ে দিবে। এই দিনগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে পাক হওয়ার জন্য গোসল করবে এবং পরে প্রত্যেক সালাতের জন্য উযু করে তা আদায় করবে।

কিন্তু তার যদি সব সময় রক্ত ঝরতে থাকে, হায়যের কোন নির্দিষ্ট দিন না থাকে, রক্তের রক্তের মাধ্যমে হায়যের শুরু ও শেষ বুঝতে না পারে তবে তার জন্য বিধান হামনা বিন্ত জাহশ (রা.) বর্ণিত (১২৮ নং) হাদীছের বিধানের অনুরূপ। আবু উবায়দ ও অনুরূপ কথা বলেছেন।

ইমাম শাফিঈ বলেনঃ শুরু থেকেই যদি কোন মহিলার রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে আর তা বন্ধ না হয় তবে পনের দিনের মাঝের দিনগুলির সালাত সে ছেড়ে দিবে। পনেরতম দিন বা এর পূর্বে সে যদি পাক হয়ে যায় তবে এই দিনগুলি হায়যের দিন হিসাবে গণ্য হবে। পনের দিনের পরও যদি রক্ত দেখে তবে সে চৌদ্দ দিনের সালাত কাযা করবে। পরবর্তীতে হায়যের সর্বনিম্ন সময় একদিন ও একরাতের সালাত ছেড়ে দিবে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হায়যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মুদত সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেনঃ সর্বনিম্ন মুদত হল তিনদিন আর সর্বোচ্চ পরিমাণ হল দশদিন। এ হল সুফইয়ান ছাওরী, [আবু হানিফা (র.)] ও কূফাবাসী আলিমদের অভিমত। ইব্ন মুবারকও এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁর নিকট থেকে ভিন্নরূপ বর্ণনাও রয়েছে।

অপর একদল আলিম যাদের মধ্যে আতা' ইব্ন আবী রাবাহও রয়েছেন তারা বলেনঃ হায়যের সর্বনিম্ন মুদত হল একদিন একরাত আর সর্বোচ্চ পরিমাণ হল পনের দিন। ইমাম মালিক, আওয়াঈ, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক ও আবু উবায়দ (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : أَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

অনুচ্ছেদ : ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার প্রতি সালাতের জন্য গোসল করা প্রসঙ্গে
 ১২৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : "اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ."

১২৯. কুতায়বা (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু হাবীবা বিন্ত জাহশ (রা.) রাসূল পালায়ত আল্লাহিহি ওয়া সালাতুহি -এর কাছে ফতওয়া জানতে গিয়ে বলেনঃ আমি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। কোন সময়ই পাক হই না। আমি সালাত ছেড়ে দেব কি ?

রাসূল পালায়ত আল্লাহিহি ওয়া সালাতুহি বললেনঃ না, এতো শিরার রক্ত। তুমি গোসল করে সালাত আদায় করে নিবে। এরপর উম্মু হাবীবা বিন্ত জাহশ (রা.) প্রতি সালাতের জন্য গোসল করে নিতেন।

قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ اللَّيْثُ : لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَيُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ."

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْتَضِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .
وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

কুতায়বা বলেন যে, লায়ছ বলেছেনঃ প্রতি সালাতের জন্য গোসল করতে রাসূল ﷺ .
উম্মু হাবীবাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে ইবন শিহাব উল্লেখ করেননি। বরং উম্মু হাবীবা (রা.)
নিজ থেকে তা করতেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ যুহরী-‘আমরা-আইশা (রা.) সূত্রেও এই হাদীছটি
বর্ণিত আছে।

আলিমদের কেউ কেউ বলেন যে, ইসতিহাযা আক্রান্ত মহিলাকে প্রতি সালাতের জন্য
গোসল করতে হবে।

আওয়াঈ (র.) যুহরী থেকে এবং তিনি উরওয়া ও ‘আমরা থেকে-আইশা (রা.)-এর সূত্রে
হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ : أَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ : হায়য বিশিষ্ট মহিলার সালাত কাযা করতে হবে না

১৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ :
"أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا أَيَّامَ مَحِيضِهَا ؟
فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةُ أَنتِ ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيْضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ ."

১৩০. কুতায়বা (র.).....মুআযাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা একবার
আইশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, হায়যের সময়ের সালাত আমাদের কাযা করতে হবে কি?

আইশা (রা.) বললেনঃ তুমি কি হারুরী (খারিজী মতাবলম্বী) না কি? আমাদের তো তা
কাযা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ .

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ : لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا
تَقْضِي الصَّلَاةَ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আইশা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হায়য বিশিষ্ট মহিলাদের সালাত
কাযা করতে হবে না

এ হল সাধারণভাবে সকল ফকীহ আলিমদের বক্তব্য। “হায়য বিশিষ্ট মহিলারা সিয়াম কাযা করবে, তাদের সালাত কাযা করতে হবে না”-এই বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ : أَنَّهُمَا لَا يَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ

অনুচ্ছেদ : হায়য বিশিষ্ট মহিলা এবং যাদের উপর গোসল ফরয তারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না

১৩১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ " .

১৩১. আলী ইবন হুজর ও হাসান ইবন আরাফা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : হায়য বিশিষ্ট মহিলা এবং যাদের উপর গোসল ফরয তারা কুরআনের কিছুই তিলাওয়াত করতে পারবে না।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ .

قَالَ أَبُو عِيَّاسٍ : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ " .

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِهِ . سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : قَالُوا ، لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا ، إِلَّا طَرَفَ الْآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عِيَّاشٍ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ أَحَادِيثَ مَنَاقِيرَ - كَأَنَّهُ ضَعْفَ رِوَايَتِهِ عَنْهُمْ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ - وَقَالَ : إِنَّمَا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةٍ وَلِبَقِيَّةٍ أَحَادِيثُ
مَنَّا كَثِيرٌ عَنِ الثِّقَاتِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ
يَقُولُ ذَلِكَ .

এই বিষয়ে আলী (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন : ইসমাইল ইব্ন আয়্যাশ-মুসা ইব্ন উক্বা-এর সূত্র ছাড়া অন্য কোনভাবে ইব্ন উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটির কথা আমাদের জানা নেই। সাহাবী, তাবিঈ এবং সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকের মত পরবর্তী যুগের আলিমগণের অভিমতও এ-ই। তারা বলেনঃ আয়াতের কোন অংশ বা শব্দ বা এই ধরনের কিছু ছাড়া কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করা হায়য বিশিষ্ট মহিলা এবং যাদের উপর গোসল ফরয তাদের জন্য বৈধ নয়। তবে আলিমগণ তাদের জন্য তাসবীহ-তাহলীলের অনুমতি দিয়েছেন।

আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছিঃ ইসমাইল ইব্ন আয়্যাশ হিজায় ও ইরাকবাসীদের থেকে বহু মুনকার (প্রত্যাখ্যানযোগ্য) হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে, তিনি হিজায় ও ইরাকবাসী রাবীদের বরাতে বর্ণিত ইব্ন আয়্যাশের একক রিওয়ায়াতসমূহ যঈফ বলে সাব্যস্ত করছেন। ইমাম বুখারী আরো বলেছেনঃ শামবাসীদের বরাতে বর্ণিত ইব্ন আয়্যাশের রিওয়ায়াতসমূহ গ্রহণযোগ্য। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেনঃ ইসমাইল ইব্ন আয়্যাশ রাবী বাকিয়্যার তুলনায় গ্রহণযোগ্য। বাকিয়্যা বহু ছিকাহ রাবীর বরাতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ : হায়য বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন

١٣٠. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
رَاهِيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حِضَّتْ يُأْمُرُنِي
أَنْ أَتَزَرَ : ثُمَّ يُبَاشِرُنِي".

১৩০. বুন্দার (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার হায়য হলে রাসূল

আমাকে ইয়ার পরতে বলতেন। এরপর তিনি আমাকে আলিঙ্গন করতেন।

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ
يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَسْحَقُ .

এই বিষয়ে উম্মু সালমা ও মায়মূনা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। এ
হল সাহাবী ও তাবিঈ আলিমগণের একাধিকজনের অভিমত। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও
ইসহাক (র.)ও এই অভিমত পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُوََاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

অনুচ্ছেদ : হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে একত্রে আহার করা এবং তার উচ্ছিষ্ট প্রসঙ্গে
১২৩. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ حَرَامِ
بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُوََاكَلَةِ
الْحَائِضِ - فَقَالَ : وَآكِلَهَا .

১৩৩. আব্বাস আল-আম্বারী ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল আ'লা (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন
সা'দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূল ﷺ - কে হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে আহার
করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেনঃ তুমি তার সাথেই আহার করো।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَمْ يَرَوْا بِمُوََاكَلَةِ الْحَائِضِ بَأْسًا .
وَإِخْتَلَفُوا فِي فَضْلِ وَضُوءِهَا : فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ
طَهُورِهَا .

এই বিষয়ে আইশা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি
হাসান ও গরীব।

সাধারণভাবে সকল আলিমের অভিমত এ-ই। হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে আহারে কোন

অসুবিধা আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। তবে তার উযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা সম্পর্কে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। একদল এর অনুমতি দিয়েছেন আরেক দল তা ব্যবহার করা মাকরুহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : হায়য বিশিষ্ট মহিলা কর্তৃক হাত বাড়িয়ে মসজিদ থেকে কিছু লওয়া
 ১২৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ لِيْ عَائِشَةُ : " قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَأْوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ : قُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ - قَالَ : إِنْ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ " .

১৩৪. কুতায়বা (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমাকে হাত বাড়িয়ে মসজিদ থেকে একটি চাটাই দিতে বললেন। আমি বললামঃ আমি তো হায়য বিশিষ্ট।

রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেনঃ তোমার হাতে তো আর হায়য নেই।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
 وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَأَنْعَلُمْ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ : بَأَنَّ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ .

এই বিষয়ে ইব্ন উমর ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। সাধারণভাবে সকল আলিমের অভিমত এ-ই। হায়য বিশিষ্ট মহিলার জন্য মসজিদ থেকে কোন কিছু হাত বাড়িয়ে নেওয়াতে কোন দোষ না হওয়ার বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন মত বিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِثْيَانِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ : হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে সঙ্গম হারাম

১২৫. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبُهَيْزٌ

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদঃ এই ক্ষেত্রে কাফ্যারা প্রদান প্রসঙ্গে

১২৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

১৩৬. আলী ইবন হুজর (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি হায়য অবস্থায় স্ত্রী-সঙ্গত হয় তার সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, সে যেন অর্ধ দীনার সাদকা করে দেয়।

১৩৭. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ .

১৩৭. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেন : রক্ত যদি লাল বর্ণের হয় তবে এক দীনার আর হলদে হলে অর্ধ দীনার কাফ্যারা দিবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي اثْنَانِ الْحَائِضِ قَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا .

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ - وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ: وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হায়য বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হলে এর কাফ্যারা সম্পর্কিত হাদীছটি ইবন আব্বাস (রা.) থেকে মাওকুফ ও মারফু উভয়ভাবেই বর্ণিত রয়েছে।

এ হল আলিমদের কারো কারো অভিমত। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এরও অভিমত এ-ই।

ইবন মুবারাক বলেনঃ এতে কাফ্যারা নেই ; বরং সে ব্যক্তি এই গুনাহর জন্য ইসতিগফার করবে।

وَقَدْ رَوَى نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَابْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ . وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ .

কতিপয় তাবিসি থেকেও ইব্ন মুবারাকের অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইবরাহীম নাখ'ঈ [এবং ইমাম আবু হানীফাও] রয়েছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের আলিমগণের সাধারণ অভিমত এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثُّوبِ

অনুচ্ছেদ : কাপড় থেকে হায়যের রক্ত ধৌত করা

১২৮. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ : " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الثُّوبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَهُ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ . "

১৩৮. ইব্ন আবী উমর (র.).....আসমা বিনত আবী বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা কাপড়ে হায়যের রক্ত লাগলে এর পাক করা সম্পর্কে রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেনঃ প্রথমে তা খুঁচিয়ে তুলে ফেল, পরে পানি ভিজিয়ে আঙ্গুলে রগড়ে নাও এরপর তাতে পানি ঢেলে দাও আর তা পরে সালাত আদায় করতে থাক।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي غَسْلِ الدَّمِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الدَّمِ يَكُونُ عَلَى الثُّوبِ فَيُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ .

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ : إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدَّرْهِمِ فَلَمْ يَغْسِلَهُ وَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ الدَّمُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدَّرْهِمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ .

وَلَمْ يُوجِبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدَّرْهِمِ - وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَأَشْحَقُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجِبُ عَلَيْهِ الْغَسْلُ وَإِنْ كَانَ أَقْلٌ مِنْ قَدْرِ الدَّرْهِمِ وَشَدَّ فِي ذَلِكَ .

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা ও উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ রক্ত ধৌত করা সম্পর্কিত আসমা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

কাপড়ে রক্ত লাগলে তা ধৌত করার পূর্বে সেই কাপড়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

তাবিঈনদের কতক আলিমের অভিমত হল, এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত হলে তা ধৌত না করে যদি কেউ সেই কাপড়ে সালাত আদায় করে তবে তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

অপর একদল বলেনঃ রক্তের পরিমাণ যদি এক দিরহামের অতিরিক্ত হয় তবে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। সুফইয়ান ছাওরী [ইমাম আবু হানীফা] এবং ইব্ন মুবারকের অভিমতও এ-ই। তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের ফকীহ আলিমদের কেউ কেউ রক্তের পরিমাণ এক দিরহামের চেয়ে বেশি হলেও সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে বলে অভিমত পোষণ করেন না। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই।

ইমাম শাফিঈ এই বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। তিনি বলেন, রক্তের পরিমাণ এক দিরহাম থেকে কম হলেও তা ধৌত করা ওয়াজিব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمَكُّتِ النِّفْسَاءُ

অনুচ্ছেদ : নেফাস^১ বিশিষ্ট মহিলাকে কত দিন সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকতে হবে ?

১২৯. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : "كَانَتْ النِّفْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَكُنَّا نَطْلِي وَجُوهَنَا بِالْوَرَسِ مِنَ الْكَلْفِ " .

১৩৯. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী (র.).....উম্মু সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর যুগে নেফাস বিশিষ্ট মহিলাগণ চল্লিশ দিন সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকতেন। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে কৃষ্ণাভ হয়ে যেত বলে আমরা তখন চেহারায় হলুদ বর্ণের ওয়ারস পত্রের প্রলেপ ব্যবহার করতাম।

১. সন্ধান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ের জরায়ু থেকে নির্গত হওয়া রক্ত।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . وَاسْمُ أَبِي سَهْلٍ "كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ" .
 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ .
 وَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। আবু সাহল-মুসসা আল-আযদিয়া - উম্মু সালমা (রা.)-এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এই হাদীছটি আমাদের জানা নাই।

আবু সাহলের নাম হল কাছীর ইবন যিয়াদ।

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী (র.) বলেনঃ আলী ইবন আবদিল আ'লা ও আবু সাহল রাবী হিসাবে নির্ভরযোগ্য। আবু সাহলের সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই হাদীছটির কথা ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী জানেন না।

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ
 النَّفْسَاءَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ
 وَتُصَلِّي .

فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ : فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدْعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ
 الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ .

وَبِهِ يَقُولُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَاحْمَدُ وَاشْحَقُ .
 وَيُرَوَّى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا تَدْعُ الصَّلَاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ
 تَرَ الطُّهْرَ .

وَيُرَوَّى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيِّ : سِتِّينَ يَوْمًا .

সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিমদের সকলেই একমত যে, নেফাস বিশিষ্ট মহিলাগণ সালাত থেকে চল্লিশ দিন বিরত থাকবে। তবে এর পূর্বেই যদি পাক হয়ে যায় তবে গোসল করে যথারীতি সালাত আদায় করতে থাকবে। চল্লিশ দিনের পরও যদি রক্ত নির্গত হতে দেখে তবে অধিকাংশ আলিমের মতে সে আর সালাত ত্যাগ করতে পারবে না। অধিকাংশ ফকীহের অভিমতও এ-ই। ইমাম [আবু হানীফা] সুফইয়ান ছাওরী, ইবন মুবারক শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাকও এই মত ব্যক্ত করেছেন।

হাসান বসরী থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি পাক না হয় তবে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত সে সালাত থেকে বিরত থাকবে। আতা' ইব্ন আবী রাবাহ এবং শা' বী থেকে বর্ণিত আছে যে, ষাট দিন পর্যন্ত সে সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ : এক গোসলে একাধিক স্ত্রীর সাথে মিলন

১৪. حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ " .

১৪০. বুনদার মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এক গোসলে তাঁর স্ত্রীগণের সাথে মিলিত হয়েছেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : أَنَّ لَّا بَأْسَ أَنْ يَّعُودَ قَبْلَ أَنْ يَّتَوَضَّأَ .

وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ هَذَا عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ : عَنْ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَنَسٍ .

وَأَبُو عُرْوَةَ هُوَ : " مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ " . وَأَبُو الْخَطَّابِ " قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ " .

قَالَ أَبُو عِيْسَى وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ .

وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ .

এই বিষয়ে আবু রাফি' (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ "এক গোসলে নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন আনাস বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

হাসান বসরীসহ একাধিক ফকীহ আলিমের অভিমত এই যে, উযু করা ছাড়াই পুনরায় সঙ্গত হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ এই হাদীছটি সুফইয়ান থেকে আবু উরওয়া-আবুল খাতাব-আনাস (রা.) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

আবু উরওয়ার নাম হল মা'মার ইব্ন রাশিদ (র.) আর আবুল খাতাব হলেন কাতাদা ইব্ন দিআমা (র.)।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ রাবীদের কেউ কেউ মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ-সুফইয়ান-ইব্ন আবী উরওয়া-আবুল খাতাব সূত্রের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ভুল। শুদ্ধ হল আবু উরওয়া, ইব্ন আবী উরওয়া নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضُّأً

অনুচ্ছেদ : জুনুবী ব্যক্তি পুনরায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইলে উযু করে নিবে

১৪১. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْشُولِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا أُلِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءً .

১৪১. হানাদ (র.).....আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ একবার স্ত্রীর সাথে মিলনের পর পুনরায় মিলিত হতে চাইলে সে যেন মাঝে উযু করে নেয়।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدَّثْتُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

وَقَالَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ .

وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ "عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ" .

وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ اسْمُهُ "سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ" .

এই বিষয়ে উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু সাঈদ বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। উমর ইবনুল খাতাব (রা.)-এর অভিমতও এ-ই। বহু আলিমও ইদৃশ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তঁরা বলেনঃ একবার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর কেউ পুনরায় মিলনের ইচ্ছা করলে সে এর আগে যেন উষু করে নেয়।

রাবী আবুল মুতাওয়া ক্কিলের নাম হল আলী ইবন দাউদ।

সাহাবী আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.)-এর নাম হল, সা'দ ইবন মালিক ইবন সিনান।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ : ইকামত হওয়ার পরও কেউ শৌচাগার গমনের প্রয়োজন অনুভব করলে
আগেই তা সেরে নিবে

১৪২. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ."

১৪২. হান্নাদ ইবনুস-সারী (র.).....উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম (রা.) ছিলেন তাঁর কওমের ইমাম। একদিন ইকামত হওয়ার পর তিনি জনৈক মুসল্লীকে হাত ধরে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, ইকামত হয়ে যাওয়ার পর যদি তোমাদের কেউ শৌচাগার গমনের তাকিদ অনুভব করে তবে তা আগে সেরে নিবে।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ وَأَبِي أُمَامَةَ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
هَكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ .
وَرَوَى وَهَيْبٌ وَغَيْرُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ .
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَأَشْحَقُ قَالَا: لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِّنَ الْغَائِطِ

وَالْبَوْلُ. وَقَالَ: إِنَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَبِهِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ ذَلِكَ عَنِ الصَّلَاةِ.

এই বিষয়ে আইশা, আবু হুরায়রা, ছাওবান এবং আবু উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ্ ইবনুল আরকাম বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

মালিক ইবন আনাস, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান এবং আরো বহু হাফিজুল হাদীছ হিশাম ইবন উরওয়া-তার পিতা উরওয়া-আবদুল্লাহ্ ইবন আরকাম (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

উহায়ব প্রমুখ হিশাম ইবন উরওয়া-তার পিতা উরওয়া-জনৈক রাবী-আবদুল্লাহ্ ইবন আরকাম (রা.) সনদে এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

সাহাবী ও তাবিঈগণের অনেকেরই অভিমত এ-ই। [ইমাম আবু হানীফা] ইমাম আহমদ ও ইসহাকও এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেনঃ সালাত শুরু করে দেওয়ার পর যদি কেউ পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন অনুভব করে তবে সালাত আদায়ে অমনোযোগিতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সে সালাত ত্যাগ করবে না।

কোন কোন আলামিন বলেনঃ সালাত আদায়ে অমনোযোগিতা সৃষ্টির আশংকা না হওয়া পর্যন্ত পেশাব-পায়খানার তাকিদ সত্ত্বেও সালাত আদায়ে কোন অসুবিধা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَوَاطِئِ

অনুচ্ছেদ : পথের আবর্জনা মাড়িয়ে আসার কারণে উযু

١٤٣. حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: قُلْتُ لَأُمِّ سَلَمَةَ: "إِنِّي امْرَأَةٌ أَطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ."

১৪৩. আবু রাজা কুতায়বা (র.).....আবদুর রাহমান (রা.)-এর উম্মু ওয়ালাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি উম্মু সালামা (রা.)-কে বললাম, আমি কাপড়ের আঁচল খুবই

ঝুলিয়ে পরি। অনেক সময় ময়লা জায়গা দিয়েও আমার হাঁটতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি? তিনি বললেন, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ পরবর্তী স্থানই তা পাক করে দিবে।^১

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَأَنْتَوَضَّاءَ مِنَ الْمَوَاطِءِ ."

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهُوَ قَوْلٌ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الْقَدَمِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَطْبًا فَيُغْسَلَ مَا أَصَابَهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ "عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِهُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

وَهُوَ وَهْمٌ ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ هُودٌ .

وَأِنَّمَا هُوَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . وَهَذَا صَحِيحٌ .

এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। পথ-চলতি-ময়লার কারণে আমরা উষ্ম করতাম না।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ একাধিক আলিম ইদৃশ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেনঃ কেউ যদি আবর্জনাযুক্ত জায়গা হেঁটে যায় তবে তার পা ধোয়া জরুরী নয়। হ্যাঁ, আর্দ্র জাতীয় ময়লা হলে যে স্থানে তা লাগবে সে স্থানটি ধৌত করতে হবে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক এই হাদীছটি মালিক ইব্ন আনাস-মুহাম্মাদ ইব্ন উমারা-মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম-এর সনদে রিওয়াযাত রছেন। তিনি তাঁর সনদে হুদ ইব্ন আবদির রহমান ইব্ন আওফের জনৈক উম্মু ওয়ালাদ - উম্মু সালমা (রা.)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এতে কিছু ভ্রান্তি রয়েছে। কারণ, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.)-এর হুদ নামের কেন পুত্র ছিল না। বস্তুতঃ শুদ্ধ হল, আবদুর রহমান ইব্ন আওফের পুত্র ইবরাহীমের উম্মু ওয়ালাদ এটি উম্মু সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১. চলার কারণে পথ থেকে কাপড়ে যে ময়লা লাগবে ঐ ময়লা সম্মুখে আরও পথ চলার দরুন পথের ঘর্ষণে সফ হতে পারে।

তায়াম্মুম

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

অনুচ্ছেদ : তায়াম্মুম

১৪৪. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنِ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوُجْهِ وَالْكَفَّيْنِ " .

১৪৪. আবু হাফস আমর ইবন আলী আল-ফাল্লাস (র.).....আম্মার ইবন ইয়াসির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ চেহারা ও দুই হাত কবজি পর্যন্ত মাসহে করে তায়াম্মুম করতে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَى عَنْ عَمَّارٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ - مِنْهُمْ الشَّعْبِيُّ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ قَالُوا : التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوُجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَابْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ قَالُوا : التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوُجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمَارٍ فِي التَّيْمَمِ أَنَّهُ قَالَ : "لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ
غَيْرِ وَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ عَمَارٍ أَنَّهُ قَالَ : "تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَنَاقِبِ وَالْأَبَاطِ .
فَضَعَفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثَ عَمَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّيْمَمِ لِلْوَجْهِ
وَالْكَفَّيْنِ لِمَا رَوَى عَنْهُ حَدِيثُ الْمَنَاقِبِ وَالْأَبَاطِ .

قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيُّ حَدِيثُ عَمَارٍ فِي التَّيْمَمِ لِلْوَجْهِ
وَالْكَفَّيْنِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَحَدِيثُ عَمَارٍ "تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
إِلَى الْمَنَاقِبِ وَالْأَبَاطِ" : لَيْسَ هُوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّ
عَمَارًا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا قَالَ : "فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا"
"فَلَمَّا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَهُ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَانْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالِدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ عَمَارٌ بَعْدَ النَّبِيِّ
ﷺ فِي التَّيْمَمِ أَنَّهُ قَالَ : "الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ" فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى
مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلَّمَهُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ يَقُولُ : لَمْ أَرِ بِالْبَصْرَةِ
أَحْفَظَ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلَى بَنِي الْمَدِينَةِ وَابْنِ الشَّاذْكُونِيِّ وَعَمْرُو بْنُ
عَلِيٍّ الْفَلَّاسِ .

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : وَرَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثًا .

এই বিষয়ে আইশা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : আম্মার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও
সহীহ। আম্মার (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

একাধিক ফকীহ সাহাবীর অভিमत এ-ই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অলী, আম্মার, ইব্ন
আব্বাস (রা.)। একাধিক তাবিঈও এইরূপ মত পোষণ করেন। তাঁদের মাঝে রয়েছেন,

শা'বী, আতা' ও মাকহুল। তারা বলেন : তায়াম্মুম হল চেহারা ও করদ্বয়ে হাত মারা। ইমাম আহমদ ও ইসহাকও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইবন উমর, জাবির, ইবরাহীম, হাসান (র.)-সহ আলিমদের কেউ কেউ বলেন যে, তায়াম্মুম হল, চেহারার জন্য একবার এবং কনুই পর্যন্ত হাতদ্বয়ের জন্য আরেকবার মাসহের উদ্দেশ্যে হাত মারা।

সুফইয়ান ছাওরী, মালিক, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ (র.)ও এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

চেহারা ও করদ্বয়ের উল্লেখ সম্বলিত তায়াম্মুম বিষয়ক এই হাদীছটি আম্মার (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। আম্মার (রা.) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে থেকে আমরা কাঁধ ও বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছি।

কাঁধ ও বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করা সম্পর্কে আম্মার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির কারণে তাঁর বর্ণিত চেহারা ও দুই হাত কব্জি পর্যন্ত সম্পর্কিত হাদীছটিকে আলিমদের কেউ কেউ যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন মাখলাদ আল-হানযালী (র.) বলেনঃ আম্মার (রা.) বর্ণিত চেহারা ও করদ্বয় তায়াম্মুম করার হাদীছটি হাসান ও সহীহ। এই হাদীছটির সাথে কাঁধ ও বগল সম্পর্কিত আম্মার (রা.)-এর হাদীছটির মূলত কোন বিরোধ নেই। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে এতে তিনি উল্লেখ করেননি বরং তিনি বলেছেন, আমরা এরূপ করেছি। এতে বোঝা যায়, প্রথমে নিজে থেকে এই ধরনের তায়াম্মুম করেছিলেন পরে তিনি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে চেহারা ও দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা শিক্ষা দিলেন তা অর্থাৎ চেহারা ও দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার কথা স্থির হয়। এর প্রমাণ হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইত্তিকালের পর আম্মার (রা.) তায়াম্মুম সম্বন্ধে চেহারা ও দুই হাত কব্জি পর্যন্ত মাসহে করার ফতওয়া দিয়েছেন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, শেষে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শিক্ষা অনুসারে চেহারা ও দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি নিজেও অন্যদের এ কথা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আবু যুরআ উবায়দুল্লাহ ইবন আবদিল কুরীম (র.)-কে বলতে শুনছিঃ আলী ইবন আল-মাদীনী, ইবনুশ্ শাযাকুনী এবং আম্র ইবন আলী আল-ফাল্লাস (র.) এই তিনজন অপেক্ষা অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন বসরায় আমি আর কাউকে দেখিনি।

আবু যুরআ (র.) আরো বলেনঃ আম্র ইবন আলী থেকে আফ্ফান ইবন মুসলিমও হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

১৪৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ

مُحَمَّدَ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ

سُئِلَ عَنِ التَّيْمَمِ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الْوُضُوءَ: فَأَغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَقَالَ فِي التَّيْمَمِ: فَاْمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ وَقَالَ: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا - فَكَانَتْ السُّنَّةُ فِي
الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ إِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ يَعْنِي التَّيْمَمُ " .

১৪৫. ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা (র.).....ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন
আব্বাস (রা.)-কে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেনঃ উযূর কথা বলতে
যেয়ে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“তোমরা তোমাদের চেহারা ধোবে আর হাত ধোবে কনুই পর্যন্ত।”

আর তায়াম্মুমের কথা বলতে যেয়ে ইরশাদ করেছেনঃ

فَاْمَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

“তোমরা তোমাদের চেহারা ও হাত মাসহে করবে।”

চুরির হদ বর্ণনা করতে যেয়েও তিনি হাতের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ করেছেনঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“চার পুরুষ ও চার নারীর হাত কেটে ফেলবে।”

এই ক্ষেত্রে বিধান হল কব্জি পর্যন্ত হাত কাটা। সুতরাং তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও হাত বলতে
কব্জি পর্যন্তই বোঝাবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

অনুচ্ছেদ : জুনুবি না হলে যে কোন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা যায়
১৪৬. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ
وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِيمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى
كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا " .

১৪৬. আবু সাঈদ আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জুনুবি না হলে রাসূল ﷺ সকল অবস্থায়ই কুরআন শিক্ষা দিতেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ .

قَالُوا : يَقْرَأُ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وَضْءٍ وَلَا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ إِلَّا وَهُوَ

طَاهِرٌ .

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَسْحَقُ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আলী (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। সাহাবী ও তাবিঈগণের একাধিক আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেনঃ উযু ছাড়াও কুরআন তিলাওয়াত করা যায়। তবে উযু ছাড়া হামাইল শরীফ স্পর্শ করে পড়া যায় না।

ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, (ইমাম আবু হানীফা), শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الْأَرْضَ

অনুচ্ছেদ : মাটিতে পেশাব লাগলে

١٤٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :

"دَخَلَ أَغْرَابِي الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : اللَّهُمَّ

ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ

تَحَجَّرْتَ وَأَسْعَأَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَاسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ أَهْرَيْقُوا عَلَيْهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ دَلُّوا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا بُعِثْتُمْ

مُسَرِّينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعْسِرِينَ ."

১৪৭. ইব্ন আবী উমর ও সাঈদ ইব্ন আবদির রাহমান আল-মাখযুমী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ একদিন মসজিদে বসা ছিলেন। তখন

এক বেদুঈন মসজিদে এসে প্রবেশ করল। সালাত আদায় করল। পরে দু'আ করে বললঃ হে আল্লাহ্ ! আমাকে আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে তুমি দয়া কর। আমাদের সাথে আর কাউকে দয়া করো না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে চাইলেন। বললেনঃ বহু প্রশস্ত এক বিষয়কে তুমি বড় সংকীর্ণ করে ফেললে।

কিছুক্ষণ পরেই লোকটি মসজিদেই পেশাব করতে শুরু করল। অন্যান্যরা তাকে বাধা দিতে দ্রুত ছুটে গেলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা এতে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। এরপর বললেনঃ তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্য পাঠানো হয়নি।

১৪৮. قَالَ سَعِيدٌ : قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَ هَذَا .

১৪৮. সাঈদ (র.)....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।
قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَآثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .
وَقَدْ رَوَى يُونُسُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস এবং ওয়াছিলা ইবনুল আসকা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমদের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এরও অভিমত এ-ই।

যুহরী-উবায়দুল্লাহ ইবন আবদিল্লাহ-আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে ইউনুস এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

أَبْوَابُ الصَّلَاةِ

সালাত অধ্যায়



بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : সালাতের ওয়াকিত

১৪৯. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُرثِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حَنْئِفٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "أَمْنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْ مِثْلَ الشَّرَكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمَ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى الصَّائِمِ - وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، لَوْ قَتِ الْعَصْرَ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَوْ قَتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ اتَّفَقَتْ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقَّتَيْنِ."

১৪৯. হান্নাদ ইবনুস-সারী (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেনঃ জিব্রীল (আ.) বায়তুল্লাহর কাছে দুইদিন আমার ইমামত করেছেন। এর প্রথম দিন তিনি যুহরের সালাত আদায় করেছেন যখন একটি বস্তুর ছায়া জুতার ফিতার মত সামান্য লম্বা হয়; আসরের সালাত আদায় করেছেন যখন একটি বস্তুর ছায়া তার সমান হয়; মাগরিবের সালাত আদায় করেছেন যখন সূর্য ডুবে যায় এবং রোযাদার ইফতার করে; 'ইশার

সালাত আদায় করেছেন যখন শাফাক বা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর শেষ লালিমার পরবর্তী শুভ্রতা মিলিয়ে যায়; ফজরের সালাত আদায় করেছেন যখন উজ্জ্বল হয়ে সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটে এবং রোযাদারের জন্য খাদ্য গ্রহণ হারাম হয়ে যায়।

তিনি দ্বিতীয় দিন যুহর আদায় করেছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হয়; অর্থাৎ গতদিনের আসরের সালাত আদায় করার সময়ে; আসরের সালাত আদায় করেছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়; মাগরিবের সালাত আদায় করেছেন প্রথম দিনের সময়েই; 'ইশার সালাত আদায় করেছেন যখন রাত্রির তিন ভাগের এক ভাগ অতিক্রান্ত হল; এরপর ফজর আদায় করেছেন যখন ভালভাবে পৃথিবী ফর্সা হয়ে গেল।

তারপর জিব্রীল (আ.) আমার দিকে ফিরলেন, বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! এ হল আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের সালাতের ওয়াক্ত। এ দু'য়ের মাঝের ওয়াক্তই হল সালাতের ওয়াক্ত।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنْسٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, বুয়ায়দা, আবু মুসা, আবু মাসউদ আল-আনসারী, আবু সাঈদ, জাবির, আমর ইবন হাযম, বারা' ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

১৫০. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ "أَمْنِي جِبْرِيلُ" - فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ "لَوْ قَتَلَ الْعَصْرُ بِالْأَمْسِ" .

১৫০. আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুসা (র.).....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ জিব্রীল (আ.) আমার ইমামত করেছেন...বাকি হাদীছটি ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন। তবে এই রিওয়াযাতে -এই বাক্যটির উল্লেখ নেই।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ : وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْمَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَ عَمْرٍو بْنُ

دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثٍ وَهَبِ
بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আর ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেনঃ সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কিত হাদীছসমূহের মধ্যে জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হল সর্বাপেক্ষা সহীহ।

সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জাবির (রা.)-এর হাদীছটি ওয়াহাব ইব্ন কায়সান-জাবির (রা.) সূত্রের মত আতা' ইব্ন আবী রাবাহ, আমর ইব্ন দীনার এবং আবু-যুবায়ের (র.) ও জাবির (রা.) থেকে রিওয়াযাত করেছেন।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরও একটি অনুচ্ছেদ

١٥١. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنْ أَوَّلَ وَقْتِ
صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ ، وَإِنْ
أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا ، وَإِنْ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُ
الشَّمْسُ ، وَإِنْ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنْ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ
يَغِيبُ الْأَفْقُ وَإِنْ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأَفْقُ ، وَإِنْ آخِرَ وَقْتِهَا
حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنْ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنْ آخِرَ وَقْتِهَا
حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ " .

১৫১. হান্নাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ সালাতের জন্য রয়েছে শুরু এবং শেষ। সূর্য হেলে পড়ার সাথে শুরু হয় যুহরের ওয়াক্তের আর এর শেষ হয় আসরের ওয়াক্ত যখন আসে। আসরের ওয়াক্ত আসার সাথে শুরু হয় আসরের ওয়াক্তের আর তার শেষ হয় সূর্য-কিরণ হলদে হয়ে গেলে। সূর্য জোবার সাথে শুরু হয় মাগরিবের ওয়াক্তের আর এর শেষ হয় দিগন্তের আলোর রেশ যখন মিলিয়ে যায়। দিগন্তের আলোর রেশ মিলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে শুরু হয় 'ইশার ওয়াক্তের আর এর শেষ হয় রজনীর অর্ধযামে। সুবহে সাদিকের উন্মেষের সাথে শুরু হয় ফজরের ওয়াক্তের আর এর শেষ হয় সূর্য উঠার সাথে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ . حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي
 الْمَوَاقِيتِ : أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فَضِيلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ وَحَدِيثِ مُحَمَّدِ
 بْنِ فَضِيلٍ خَطَأً ، أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ .
 حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
 مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ
 فَضِيلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আ'মশের রিওয়াযাতটি মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযায়লের এই রিওয়াযাতটি থেকে অধিকতর সহীহ। মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযায়লের রিওয়াযাতটি ভুল। মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযায়লই এতে ভুল করেছেন।^১

হান্নাদ (র.).....আ'মশ-মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বলা হয় সালাতের জন্য রয়েছে শুরু এবং শেষ। বাকি হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযায়ল বর্ণিত (১৫১ নং) হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরও একটি অনুচ্ছেদ

١٥٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
 بْنُ مُوسَى الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ
 الثَّوْرِيِّ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى
 النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 فَأَمَرَ بِإِلَاءٍ فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى
 الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءُ مُرْتَفِعَةً ، ثُمَّ أَمَرَهُ

১. কেননা আ'মশের পরে আবু সানিহের উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ এখানে হবে মুজাহিদের নাম।

بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنُورَ بِالْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرَدَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ فَأَقَامَ وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبُلٍ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا ، فَقَالَ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ .

১৫২. আহমদ ইব্ন মানী, হাসান ইব্ন সাব্বাহ আল-বায়হার এবং আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা (র.).....বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ একবার জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানতে চাইল। নবী করীম ﷺ তাকে বললেনঃ ইনশাআল্লাহু তুমি আমাদের সাথে সালাতে দাঁড়াও। পরে তিনি বিলালকে ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং সুবহে সাদিকের উন্মেষের সাথে সাথে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সূর্য হলে পড়ার সাথে সাথে বিলালকে আবার ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং যুহরের সালাত আদায় করলেন। পরবর্তীতে তিনি আবার বিলালকে ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং আসরের সালাত আদায় করলেন আর সূর্য তখনও ছিল উর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল; পরে মাগরিবের নির্দেশ দিলেন। যখন সূর্য অস্তমিত হল; 'ইশার নির্দেশ দিলেন যখন শাফাক অর্থাৎ দিগন্তের লালিমার পরবর্তী সাদা রেশও মিলিয়ে গেল।

পরবর্তী দিন তিনি বিলালকে ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং খুব ফর্সা হলে পর ফজরের সালাত আদায় করলেন; সূর্যের প্রখর তেজ প্রশমিত ও খুবই শীতল হলে যুহরের নির্দেশ দিলেন; আসরের ইকামতের নির্দেশ দিলেন তখন, যখন পূর্বদিনের তুলনায় সূর্য আরও বেশি নেমে গেল; পরে মাগরিবের নির্দেশ দিলেন এবং শাফাক দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বে তা আদায় করলেন; 'ইশার ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা আদায় করলেন।

তারপর বললেনঃ সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে যে ব্যক্তি জানতে চেয়েছিল সে কোথায়? ঐ ব্যক্তি বললঃ এই যে, আমি।

তিনি বললেনঃ এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ই হল সালাতের ওয়াক্ত।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ أَيْضًا .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান, গরীব ও সহীহ। আলকামা ইব্ন মাযছাদের সূত্রে ও' বাও এটি রিওয়াযাত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيسِ بِالْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : গালাস বা আঁধারের রেশ থাকতেই ফজর আদায় করা

১৫২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ : فَيَمُرُّ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْفَلَسِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ : "مُتَلَفِّعَاتٍ".

১৫৩. কুতায়বা ও আল-আনসারী (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সালাতু ফজরের ফজরের সালাত আদায় করতেন, পরে মহিলারা চাদর লেপটে ঘরে ফিরে যেত কিন্তু আঁধারের কারণে তাদের চেনা যেত না।

কুতায়বা তার রিওয়াযাতে -متلفعات- এর স্থলে উল্লেখ করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسٍ وَقَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .
وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ :
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ .
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَسْحَقُ يَسْتَحِبُّونَ التَّغْلِيسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ .

এই বিষয়ে ইব্ন উমর, আনাস, কায়লা বিন্ত মাখরামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

যুহরী ও উরওয়া (র.)-আইশা (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আবু বকর, উমর (রা.)-এর মত একাধিক ফকীহ সাহাবী ও পরবর্তী যুগের তাবিঈগণ এই হাদীছটির মর্মানুসারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকও (র.) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। গালাস বা আঁধারের রেশ থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব বলে তাঁরা মত পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : ইসফার বা চতুর্দিক ফর্সা হয়ে এলে ফজর আদায় করা

১৫৪. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " أَشْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ " .

১৫৪. হানাদ (র.).....রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা ইসফার অর্থাৎ চতুর্দিক ফর্সা হয়ে এলে ফজর আদায় করবে। কেননা এতে রয়েছে বিরাট ছাওয়াব।

قَالَ : وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ .

قَالَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ أَيْضًا عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَجَابِرٍ وَبِلَالٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ الْإِسْفَارَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ : مَعْنَى الْإِسْفَارِ : أَنْ يَضِحَ الْفَجْرُ فَلَا يُشْكُ فِيهِ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَى الْإِسْفَارِ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ .

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.)-এর সূত্রে শু' বা এবৎ ছাওরী (র.)ও এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন আজলানও এটির রিওয়ায়াত করেছেন।

এই বিষয়ে আবু বারযা আসলামী, জাবির ও বিলাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী ও তাবিঈগণের অনেকেই চতুর্দিক ফর্সা হয়ে এলে ফজরের সালাত আদায় করার মত গ্রহণ করেছেন। (ইমাম আবু হানীফা) সুফইয়ান ছাওরীরও অভিমত এ-ই।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেনঃ ইসফার অর্থ হল সন্দেহাতীতভাবে ফজরের উন্মেষ ঘটা। সালাত বিলম্বে আদায় করা এর মর্ম নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ : শীঘ্র যুহরের সালাত আদায় করা

১৫৫. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابِرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَا مِنْ عُمَرَ".

১৫৫. হান্নাদ ইবনুস সারী (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ আবু বকর ও উমর (রা.) অপেক্ষা শীঘ্র যুহরের সালাত আদায় করতে আর কাউকে আমি দেখিনি।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَخَبَّابٍ وَ أَبِي بَرْزَةَ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ أَنَسٍ وَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "مَنْ سَأَلَ لِنَاسٍ وَلَهُ مَا يَغْنِيهِ".

قَالَ يَحْيَى وَرَوَى لَهُ سُفْيَانُ وَ زَائِدَةُ وَلَمْ يَرِ يَحْيَى بِحَدِيثِهِ بِأَسًا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رَوَى عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ الظُّهْرِ.

এই বিষয়ে জাবির ইবন আবদিল্লাহ, খাব্বাব, আবু বারযা, ইবন মাসউদ, যায়দ ইবন ছাবিত ও জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীছের মর্মানুসারে মত গ্রহণ করেছেন।

আলী ইবন মাদিনী বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বলেছেনঃ "প্রয়োজনীয় জিনিস থাক

সত্ত্বেও যে ভিক্ষা করে.....^১ সম্পর্কিত ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটির প্রেক্ষিতে হাকীম ইব্ন জুবায়র সম্পর্কে 'ও' বা সমালোচনা করেছেন।

ইয়াহইয়া (র.) বলেনঃ সুফইয়ান ও যায়দাও হাকীম ইব্ন জুবায়র থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া তাঁর থেকে রিওয়াযাত করায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেনঃ হাকীম ইব্ন জুবায়র-সাদ্দ ইব্ন জুবায়র-আইশা (রা.) সূত্রে যুহরের সালাত শীঘ্র আদায় করা সম্পর্কে হাদীছ বর্ণিত আছে।

১৫৬. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ " .

১৫৬. হাসান ইব্ন আলী আল-হলওয়ানী (র.).....অনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সূর্য হেলে পড়ার পর রাসূল ﷺ যুহরের সালাত আদায় করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ - هُوَ أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি সহীহ। এই বিষয়ে এই হাদীছটিই সর্বাধিক উত্তম।

এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

অনুচ্ছেদ : গরমের দিনে বিলম্ব করে যুহর আদায় করা

১৫৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فِتْحِ جَهَنَّمَ " .

১৫৭. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ প্রচণ্ড গরম পড়লে (কিছুটা) শীতল সময়ে সালাত আদায় করবে। কারণ, জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে হয় গরমের তীব্রতা।

১. ইমাম তিরমিযী (র.) 'যাকাত কার জন্য হালাল' শীর্ষক অনুচ্ছেদে হাদীছটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَالْمُغِيرَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ .

قَالَ : وَرَوَى عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا وَلَا يَصِحُّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا الْأَبْرَادُ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ مَسْجِدًا يَنْتَابُ أَهْلُهُ مِنَ الْبُعْدِ فَأَمَّا الْمُصَلِّيُّ وَحْدَهُ وَالَّذِي يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَالَّذِي أَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَمَعْنَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالِاتِّبَاعِ .

وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَالْمُشَقَّةَ عَلَى النَّاسِ : فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ . قَالَ أَبُو ذَرٍّ : "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بِلَالُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَبْرِدْ" .

فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ : لَمْ يَكُنْ لِلْأَبْرَادِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَعْنَى لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَنْتَابُوا مِنَ الْبُعْدِ .

এই বিষয়ে আবু সাঈদ, আবু যার, ইবন উমর, মুগীরা, কাসিম ইবন সাফওয়ান তাঁর পিতার বরাতে, আবু মুসা, ইবন আব্বাস এবং আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

উমর (রা.)-এর সূত্রেও এই বিষয়ে একটি হাদীছ বর্ণিত রয়েছে কিন্তু সেটি সহীহ নয়।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান- সহীহ।

আলিমদের একদল তীব্র গরমের সময় যুহরের সালাত বিলম্ব করে পড়ার বিধান গ্রহণ

করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ : আসরের সালাত জলদী আদায় করা

১৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
لَتْ : "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْئُ
نُ حُجْرَتِهَا " .

১৫৯. কুতায়বা (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ আসরের
সালাত আদায় করেছেন আর তখনও সূর্যের আলো আমার কক্ষের মাঝে ছিল, আলোর ছায়া
কক্ষ থেকে উঠে যায়নি।

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي أَرْوَى وَجَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .

وَالْأَخَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعٍ أَيضًا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَلَا يَصِحُّ .

وَالْأَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ
لِلَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةُ وَأَنَسٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ : تَعْجِيلُ صَلَاةِ
الْعَصْرِ وَكَرْهُوا تَأْخِيرَهَا .

بِهِ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَآحْمَدُ وَأَسْحَقُ .

এই বিষয়ে আনাস, আবু আরওয়া, জাবির, রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকেও হাদীস
বর্ণিত আছে।

আসরের সালাত পিছিয়ে পড়া সম্পর্কে একটি হাদীছ রাফি (রা.)-এর বরাতেও রাসূল
ﷺ থেকে বর্ণিত আছে; কিন্তু এটি সহীহ নয়।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

হযরত উমর, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আইশা, আনাস (রা.)-এর মত ফকীহ সাহাবীগণ
এবং একাধিক তাবীঈও আসরের সালাত জলদী আদায় করার মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা
আসরের সালাত পিছিয়ে আদায় করা মাকরুহ বলে অভিমত দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক, (ইমাম আবু হানীফা), শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক (র.)-এ
অভিমত এ-ই।

১৬. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ : "أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : قَوْمُوا فَصَلُّوا الْعَصْرَ ، قَالَ : فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ."

১৬০. আলী ইব্ন হজর (র.).....আলা' ইব্ন আবদির রাহমান (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন যুহরের সালাত আদায় করার পর হযরত আনাস (রা.)-এর বসরাস্থ বাড়িতে গেলেন। হযরত আনাস (রা.)-এর বাড়ি ছিল মসজিদের পাশেই। তিনি আমাদের বললেনঃ উঠ, আসরের সালাত আদায় করে নাও। আলা' ইব্ন আবদির রাহমান বলেন, আমরা উঠে সালাত আদায় করে নিলাম। সালাত শেষে হযরত আনাস (রা.) বললেন, আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, এতো মুনাফিকের নামায, যে সূর্যের প্রতীক্ষায় বসে থাকে; শেষে শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে যখন তা পৌছে যায় আর অস্তগমনের নিকটবর্তী হয়ে যায় তখন সে উঠে দাঁড়ায় আর চারটি ঠোकर দিয়ে দেয়। এতে সে আল্লাহর স্মরণ খুব কমই করে থাকে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ : আসরের সালাত পিছিয়ে আদায় করা

১৬১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ ."

১৬১. আলী ইব্ন হজর (র.).....উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ যুহরের ক্ষেত্রে তোমাদের তুলনায় বেশি জলদী করতেন আর তোমরা আসরের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে বেশি জলদী করছ।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ

১. এটি একটি আরবী প্রবচন। এর অর্থ হল সূর্য অস্তগমনের নিকটবর্তী হওয়া।

ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ نَحْوَهُ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইসমাইল ইবন উলায়্যা-ইবন জুরায়জ-আবী মুলায়কা-উম্মু সালমা (রা.) সনদেও হাদীছটি অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে।

وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِي : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَيْثَمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ .

১৬২. আমার পাণ্ডুলিপিতে সনদটি আলী ইবন হুজর-ইসমাইল ইবন ইবরাহীম-জুরায়জ-রূপে লেখা আছে।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَهَذَا أَصَحُّ .

১৬৩. বিশর ইবন মু'আয আল-বাসরী (র.).....ইসমাইল ইবন উলায়্যা-ইবন জুরায়জ-এর বরাতেও উক্ত হাদীছটি বর্ণিত আছে। আর তা অধিক সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের ওয়াক্ত

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْأَكْوَاعِ قَالَ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ" .

১৬৪. কুতায়বা (র.).....সালমা ইবনুল আকওয়া' (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ডুবে যেত এবং তা আঁধারের পর্দায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়ত তখন রাসূল ﷺ মাগরিব সালাত আদায় করতেন।

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَالصُّنَابِحِيِّ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَنْسٍ وَرَافِعِ بْنِ رِجٍّ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنِ عَبَّاسٍ .
وَدَيْتُ الْعَبَّاسِ قَدْ رَوَى مَوْقُوفًا عَنْهُ وَهُوَ أَصَحُّ .

صُنَابِحِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ صَاحِبُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَاعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ
اخْتَارُوا تَعْجِيلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَكَرَهُوا تَأْخِيرَهَا حَتَّى قَالَ بَعْضُ أَهْلِ
الْعِلْمِ: لَيْسَ لَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتُ وَاحِدٌ وَذَهَبُوا إِلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ
حَيْثُ صَلَّى بِهِ جَبْرِئِلُ .

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .

এই বিষয়ে হযরত জাবির, সুনাবিহী, যায়দ ইব্ন খালিদ, আনাস, রাফি ইব্ন খাদীজ, আবু আযুব, উম্মু হাবীবা, আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব, ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আব্বাস (রা.)-এর হাদীছটি মওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে। আর তা-ই অধিক সহীহ। সুনাবিহী হলেন হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাগরিদ। তিনি রাসূল ﷺ থেকে কোন কিছু শোনেন নি।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সালমা ইব্নুল আকওয়া (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী এবং তৎপরবর্তী তাবিঈ আলিম ও ফকীহগণের অধিকাংশের মত এ-ই। তাঁরা মাগরিবের সালাত জলদী আদায় করার মত গ্রহণ করেছেন এবং তা পিছিয়ে পড়া মাকরুহ বলে অভিমত দিয়েছেন।

এমনকি কোন কোন আলিম বলেছেনঃ মাগরিবের ওয়াক্ত হল কেবল একটিই^১। তাঁরা রাসূল ﷺ -কে নিয়ে হযরত জিব্রীল (আ.)-এর সালাত সম্পর্কিত হাদীছ (১৪৯ নং হাদীছ দৃষ্টব্য) অনুসারে মত পোষণ করেন।^২ ইমাম শাফিঈ, ইব্ন মুবারাকের অভিমত এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

অনুচ্ছেদ : ইশার ওয়াক্ত ।

١٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
أَبِي بَشِيرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

১. উভয় দিনে হযরত জিব্রীল (আ.) একই ওয়াক্তে মাগরিব আদায় করেছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেনঃ অন্যান্য ওয়াক্তের মত মাগরিবেরও শুরু এবং শেষ রয়েছে। সূর্য ডোবার সাথে সাথে তা শুরু হয় এবং শাফাক বা আলোর রেশ মিলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়।

২. অর্থাৎ কেবলমাত্র শুরুর ওয়াক্ত। অন্যান্য সালাতে যেমন প্রথম ওয়াক্ত এবং শেষ ওয়াক্ত রয়েছে মাগরিবে

قَالَ : "أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةِ"

১৬৫. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল মালিক ইব্ন আবীশ-শাওয়ারিব (র.).....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমি এই সালাত ('ইশা)-এর ওয়াক্ত সম্পর্কে বেশি জানি। চান্দ মাসের তৃতীয় রাতে চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় রাসূল ﷺ এই ওয়াক্তের সালাত আদায় করতেন।

١٦٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

১৬৬. আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আবান (রা.).....আবু আওয়ানা (র.) থেকে উক্ত সনদে হাদীছটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هُشَيْمٌ "عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ" . وَحَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ أَصَحُّ عِنْدَنَا لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ هُرُوثَانَ رَوَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু বিশরের সনদে হশায়মও এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন; তবে তিনি সনদে আবু বিশরের পর বাশীর ইব্ন ছাবিতের কথা উল্লেখ করেননি, যেমন আবু আওয়ানা তাঁর সনদে করেছেন। আবু আওয়ানার সনদই আমাদের নিকট অধিকতর সহীহ। কেননা ইয়াযীদ ইব্ন হারুনও শু'বা-আবু বিশর সনদে আবু আওয়ানার রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

অনুচ্ছেদঃ 'ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করা

١٦٧. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْلَا أَنِّي أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ" .

১৬৭. হেনাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ

করেনঃ আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর না হত তবে আমি রাত্রির তৃতীয়াংশ বা মধ্যরাত্রে 'ইশার সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিতাম।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي بَرُزَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ : رَأَوْا تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ .

وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَأَسْحَقُ .

এই বিষয়ে জাবির ইব্ন সামুরা, জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ, আবু বারযা, ইব্ন আব্বাস, আবু সাঈদ আল-খুদরী, যায়দ ইব্ন খালিদ, ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। সাহাবী ও তাবিঈগণের অধিকাংশ আলাম ও ফকীহ এই মতটি গ্রহণ করেছেন। 'ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করা জায়েয বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাকের অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسُّمْرِ بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ : 'ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং 'ইশার পর গল্প-সল্প করা মাকরুহ
 ১৬৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ قَالَ أَحْمَدُ : وَحَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ هُوَ الْمُهَلَّبِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ : جَمِيعًا عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ الرِّيَّاحِيُّ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا" .

১৬৮. আহমদ ইব্ন মানী (র.).....আবু বারযা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ 'ইশার পূর্বে ঘুমানো এবং এর পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَنْسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي بَرُزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ كَرِهَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ .

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ .
وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ .
وَسَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ : هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ الرِّيَّاحِيُّ .

এই বিষয়ে আইশা, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ এবং আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু বারযা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমদের কেউ কেউ ‘ইশার পূর্বে ঘুমানো এবং ‘ইশার পর কথা বলা মাকরুহ বলে অভিমত দিয়েছেন; আর কেউ কেউ এই বিষয়ে অনুমতি আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক বলেনঃ অধিকাংশ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, এই কাজ মাকরুহ। আলিমদের অনেকেই রমযান মাসে ‘ইশার পূর্বে শয়নের অনুমতি আছে বলে মত দিয়েছেন। রাবী সায্যার ইব্ন সালমা হলেন আবুল-মিনহাল রিয়াহী।

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السُّمْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদঃ ‘ইশার পর কথাবার্তা বলার অনুমতি প্রসঙ্গে

١٦٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا " .

১৬৯. আহমদ ইব্ন মানী (র.).....উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ মুসলিমদের কোন সমস্যা নিয়ে রাসূল ﷺ আবু বকর (রা.)-এর সাথে ‘ইশার পরও আলোচনা করতেন। আমিও তাঁদের সংগে থাকতাম।

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ

مَنْ جُعِفَ يُقَالُ لَهُ قَيْسٌ أَوْ ابْنُ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ طَوِيلَةٍ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السَّمْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ : فَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْهُمْ السَّمْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْعِلْمِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْحَوَائِجِ وَأَكْثَرُ الْحَدِيثِ عَلَى الرُّخْصَةِ .

وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لَا سَمْرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ" .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আমর, আওস ইবন হযায়ফা, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

হাসান ইবন উবায়দিল্লাহ (র.)ও উমর (রা.) থেকে একটি ঘটনা প্রসঙ্গে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণের মধ্যে 'ইশার পর আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের এক দল 'ইশার পর আলাপ-আলোচনা করা মাকরুহ বলেছেন। অপর একদল বলেনঃ যদি জ্ঞানার্জন বা প্রয়োজনীয় কোন বিষয় হয় তবে 'ইশার পরও আলাপ-আলোচনার অনুমতি রয়েছে। অধিকাংশ হাদীছই বিষয়টি জায়েয হওয়ার প্রমাণ ব্যক্ত করে।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ মুসল্লী ও মুসাফির ছাড়া অন্য কারো জন্য 'ইশার পর আলাপ-আলোচনা ঠিক নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ : প্রথম ওয়াক্তের ফযীলত

١٧. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا .

১৭০. আবু আম্মার হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র.).....উম্মু ফারওয়া (রা.) (যে সমস্ত মহিলা রাসূল ﷺ এর নিকট বায়আত হয়েছিলেন উম্মু ফারওয়া ছিলেন তাঁদের অন্যতম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সবচে' মর্যাদাবান আমল কোনটি? তিনি বলেছিলেনঃ আওয়াল ওয়াত্তে সালাত আদায় করা।

১৭১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : " يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوءًا " .

১৭১. কুতায়বা (র.).....আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁকে বলেছিলেনঃ হে আলী, তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করবে না-ওযাক্ত হয়ে গেলে সালাত আদায়ে, জানাযা হাযির হলে সালাতুল জানাযায়, বিবাহযোগ্য মেয়ের কুফু অনুযায়ী পাত্র পাওয়া গেলে বিবাহ প্রদানে।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব, হাসানও সহীহ।

১৭২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ " .

১৭২. আহমদ ইবন মানী (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ সালাতের শুরু ওয়াত্ত হল আল্লাহর সন্তুষ্টির, আর শেষ ওয়াত্ত হল আল্লাহর ক্ষমার।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثٌ أَمْ فَرُوءَةٌ لَا يَرَوَى إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ - وَأَضْطَرَبُوا عَنْهُ فِي هَذَا

الْحَدِيثِ وَهُوَ صَدُوقٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِّنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব।

ইবন আব্বাস (রা.) ও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে আলী, ইবন উমর, আইশা, ইবন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ উম্মু ফারওয়া (রা.)-এর হাদীছটি আবদুল্লাহ ইবন উমর আল-উমরী-এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত নাই। হাদীছ বিশেষজ্ঞদের নিকট তিনি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন। তিনি সত্যবাদী তবে তাঁর হাদীছে ইয়তিরাব বিদ্যমান। ইমাম ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ তাঁর স্বরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

١٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

১৭৩. কুতায়বা (র.).....আবু আমর আশ্-শায়বানী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইবন মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ সবচে' ফযীলতের আমল কোনটি? তিনি বললেন, এই সম্পর্কে আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেনঃ ওয়াস্ত অনুসারে সালাত আদায় করা। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, এরপর কোনটি? তিনি বললেনঃ পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, এরপর কোনটি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ رَوَى الْمَسْعُودِيُّ وَشُعْبَةُ وَسَلَيْمَانُ هُوَ أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ هَذَا الْحَدِيثُ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আল মাসউদী, শু'বা, সুলায়মান (ইনি হলেন আবু ইসহাক আশ্-শায়বানী) এবং আরও অনেকে ওয়ালীদ ইবনুল আয়যারের সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً لَوْ قَتَبَهَا

الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ .

১৭৪. কুতায়বা (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত কোন সালাত দুইদিন শেষ ওয়াক্তে আদায় করেননি।
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ - وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ : اخْتِيَارُ النَّبِيِّ ﷺ وَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إِلَّا مَا هُوَ أَفْضَلُ وَلَمْ يَكُونُوا يَدْعُونَ الْفَضْلَ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ .

قَالَ : حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও গরীব। এর সনদ মুত্তাসিল বা পরস্পরায়ুক্ত নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেনঃ সালাতের প্রথম ওয়াক্ত হল সবচে' ফযীলতের। শেষ ওয়াক্তের উপর প্রথম ওয়াক্তের ফযীলতের প্রমাণ হল—রাসূল ﷺ আবু বকর ও উমর (রা.) সালাত আদায়ের জন্য এই সময়টিকে পছন্দ করতেন। অধিক ফযীলত যাতে আছে তা-ই তো তাঁরা গ্রহণ করতেন। তাঁরা তো আর ফযীলতের কাজ পরিত্যাগ করতে পারেন না। আর তাঁদের রীতি ছিল প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবুল ওয়ালীদ আল-মাক্কী আমার নিকট ইমাম শাফিঈ-র উপরোক্ত বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّهُوِّ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদঃ আসরের ওয়াক্ত ভুলে গেলে

١٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "الَّذِي تَفَوَّتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ" .

১৭৫. কুতায়বা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ আসরের সালাত যার কাযা হয়ে গেল তার পরিবার-পরিজন এবং ধন-দৌলত সব যেন ধ্বংস হয়ে গেল।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَنُوفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

এই বিষয়ে বুয়ায়দা ও নওফাল ইবন মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইবন উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। ইমাম যুহরীও ইবন উমর (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ إِذَا أَخْرَهَا الْإِمَامُ

অনুচ্ছেদ : ইমাম যদি সালাত আদায়ে বিলম্ব করেন তবে অন্যদের জন্য তা শীঘ্র

আদায় করা প্রসঙ্গে

١٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

“يَا أَبَا ذَرٍّ أَمْرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا ،

فَإِنْ صَلَّيْتَ لَوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةٌ وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ ” .

১৭৬. মুহাম্মাদ ইবন মুসা আল বসরী (র.).....আবু যার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাকে বলেছিলেন, হে আবু যার ! আমার পরে এমন কিছু আমীর হবে যারা সালাতকে মূর্দা বানিয়ে ফেলবে। (অর্থাৎ আফযাল ওয়াজ্জে তা আদায় করবে না।) এমতাবস্থায় তুমি যথা সময়ে সালাত আদায় করে নিবে। আর ঐ আমীরের সাথে যে সালাত পড়বে তা তোমার জন্য নফল বলে গণ্য হবে। আর তা যদি না হয় তবে তোমার সালাতের তুমি হিফায়ত করলে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ

لِمِيقَاتِهَا إِذَا أَخْرَهَا الْإِمَامُ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ وَالصَّلَاةُ الْأُولَى هِيَ

الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ إِسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ ” .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ এবং উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু যার (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

একাধিক আলিমের অভিমত এ-ই। তাঁরা বলেনঃ আফযাল ওয়াক্কে সালাত আদায় করতে ইমাম যদি বিলম্ব করেন তবে যথা সময়ে তা নিজে আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব। অধিকাংশ আলিমের মতে প্রথম সালাতটিই ফরয হিসাবে গণ্য হবে।

রাবী আবু ইমরান আল-জাওনী নাম হল আবদুল মালিক ইব্ন হাবীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদঃ সালাত ভুলে ঘুমিয়ে পড়লে

১৭৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ "ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ - فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " .

১৭৭. কুতায়বা (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, লোকেরা রাসূল ﷺ এর নিকট সালাত ভুলে ঘুমিয়ে পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ নিদ্রার বেলায় কোন গোনাহ নেই, গোনাহ হল জাগ্রত থাকার বেলায়। তোমাদের কেউ যদি সালাত আদায় করতে ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে তবে যে সময়ই মনে পড়বে তা আদায় করে নিবে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مَرْثَمٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي جَحِيفَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمُرِيِّ وَذِي مَخْبَرٍ وَيُقَالُ ذِي مَخْمَرٍ وَهُوَ ابْنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَنَسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ أَوْ يَذْكُرُ وَهُوَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّيْهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ .

وَيُرَوَّى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّهُ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ .
وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا .
وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَذَهَبُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

এই বিষয়ে সামুরা ও আবু কাতাদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলী ইবন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে সালাতের ওয়াক্ত হোক বা না হোক যে সময়ই তার মনে পড়বে সে সময়ই সে তা আদায় করে নিবে। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন আসরের সালাতের আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শেষে ঠিক সূর্য ডোবার সময় তিনি জাগরিত হলেন; কিন্তু পূর্ণভাবে সূর্য না ডোবা পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন না।

কূফাবাসী আলিমগণ এই মতটি গ্রহণ করেছেন। আর আমরা আলী (রা.)-এর মতটি গ্রহণ করেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفَوُّتُهُ الصَّلَوَاتِ بِأَيِّتِهِنَّ يَبْدَأُ

অনুচ্ছেদ : কারো যদি একাধিক সালাত কাযা হয়ে যায় তবে কোন্ সালাত থেকে তা আরম্ভ করবে ?

১৭৯. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : "إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَآذَنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ " .

১৭৯. হানাদ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ-কে চার ওয়াক্ত সালাত আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এমনকি রাতেরও কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতে পারলেন না। পরে তিনি বিলাল (রা.)-কে আযান দিতে বললেন। বিলাল (রা.) আযান দিয়ে ইকামত দিলেন।

রাসূল ﷺ যুহরের সালাত আদায় করলেন, পরে আবার তিনি ইকামত দিলেন রাসূল ﷺ। আসরের সালাত আদায় করলেন, পরে তিনি আবার ইকামত দিলেন রাসূল ﷺ। মাগরিবের সালাত আদায় করলেন এরপর তিনি পুনরায় ইকামত দিলেন রাসূল ﷺ। ইশার সালাত আদায় করলেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ إِلَّا أَنْ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ .

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْفَوَائِتِ : أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَضَاهَا - وَإِنْ لَمْ يَقُمْ أَجْزَأُهُ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

এই বিষয়ে আবু সাঈদ এবং জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন; আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটির সনদে অসুবিধা নাই। তবে রাবী আবু উবায়দা সরাসরি ইবন মাসউদ (রা.) থেকে কিছু শুনেনি।

কাযা সালাতের বিষয়ে আলিমগণ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন যে, কাযার সময় প্রত্যেক সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া যায়। ইকামত না দিলেও তা হয়ে যাবে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

١٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بَنْدَارُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا - قَالَ : فَنَزَلْنَا بِطُحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ ."

১৮০. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার বুন্দার (র.).....জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, খন্দক যুদ্ধের দিন উমর (রা.) এসে কাফির কুরায়শদের তিরস্কার করতে লাগলেন এবং রাসূল ﷺ -কে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার আসরের সালাত প্রায় ফওত হয়ে যাচ্ছিল। এমন কি সূর্যও ডুবে যাচ্ছিল।

রাসূল ﷺ বললেনঃ আল্লাহর কসম ! আমিও তা আদায় করতে পারিনি।

জাবির (রা.) বলেনঃ এরপর আমরা “বুতহান”-এ অবতরণ করলাম। রাসূল ﷺ ও উযু করলেন। আমরাও উযু করলাম। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রাসূল ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন এবং পরে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى أَنَّهَا الْعَصْرُ وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهَا الظُّهْرُ

অনুচ্ছেদ : “সালাতুল উস্তা” হল আসরের সালাত; কেউ কেউ বলেন, এ হল যুহরের সালাত

১৮১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ " .

১৮১. মাহমূদ ইবন গায়লান (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ “সালাতুল উস্তা” হল আসরের সালাত।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

১৮২. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ " .

১৮২. হান্নাদ (র.).....সামুরা ইবন জুনদাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ সালাতুল উস্তা হল সালাতুল আসর।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ بْنِ عَثْبَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : قَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ سَمُرَةَ فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ .
 وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَائِشَةُ : صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ .
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ .
 حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ
 الشَّهِيدِ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ
 الْعَقِيقَةِ ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 الْمَدِينِيِّ عَنْ قُرَيْشِ بْنِ أَنَسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
 قَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ عَلِيُّ وَسِمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ - وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

এই বিষয়ে আলী, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, যায়দ ইবন ছাবিত, আইশা, হাফসা, আবু হুরায়রা, আবু হাশিম ইবন উত্বা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেছেন যে, আলী ইবন আবদিল্লাহ বলেন, হাসানের সূত্রে বর্ণিত সামুরা ইবন জুনদাব (রা.)-এর হাদীছটি সহীহ। হাসান (র.) সামুরা ইবন জুনদাব (রা.) থেকে হাদীছ শুনেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সালাতুল-উস্তা সম্পর্কিত সামুরা (রা.)-এর হাদীছটি হাসান।

অধিকাংশ সাহাবী ও আলিমের অভিমত এই যে, সালাতুল উস্তা হল সালাতুল আসর।

হযরত যায়দ ইবন ছাবিত ও আইশা (রা.) বলেনঃ সালাতুল উস্তা হল যুহরের সালাত।

হযরত ইবন আব্বাস ও ইবন উমর (রা.) বলেনঃ সালাতুল উস্তা হল ফজরের সালাত।

আবু মূসা (র.).....হাবীব ইবনুশ শাহীদ (র.) থেকে বর্ণনা করেনঃ মুহাম্মাদ ইবন সীরীন আমাকে বললেন, হাসানকে জিজ্ঞাসা কর যে, তিনি আকীকা সংক্রান্ত হাদীছটি কার নিকট থেকে শুনেছেন? তদনুসারে জিজ্ঞাসা করা হলে হাসান (র.) বললেনঃ আমি এটি সামুরা ইবন জুনদাব (রা.)-এর নিকট থেকে শুনেছি।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাদিল-ইবনুল মাদীনী কুরায়শ ইবন আনাস (র.) সূত্রে আমি এই হাদীছটি শুনেছি।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেছেন, আলী বলেন, সামুরা (রা.) থেকে হাসানের হাদীছ শোনার বিষয়টি সঠিক। তিনি এই হাদীছটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : আসর ও ফজরের পর সালাত আদায় করা মাকরুহ

১৮২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".

১৮৩. আহমদ ইব্ন মানী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একাধিক সাহাবী যাঁদের মধ্যে উমর (রা.) অন্যতম, আর তিনি ছিলেন আমার নিকট তাঁদের সবার চাইতে প্রিয়-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সালাত করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَمُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَالصُّنَابِحِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ وَكَعْبَ بْنَ مُرَّةٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَمْرٍو بْنَ عَبْسَةَ وَيَعْلَى بْنَ أُمِيَّةٍ وَمُعَاوِيَةَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْفَوَائِتُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةَ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ

الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَقْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
 "وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرُ
 مِنْ يُؤْنَسَ بْنِ مَتَّى " وَحَدِيثُ عَلِيٍّ : "الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ " .

এই বিষয়ে আলী, ইব্ন মাসউদ, উকবা ইব্ন আমির, আবু হুরায়রা, ইব্ন উমর, সামুরা ইব্ন জুনদাব, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, মু'আয ইব্ন আফরা, সুনাবিহী-ইনি সরাসরি রাসূল ﷺ থেকে হাদীছ শুনেছেন, সালমা ইব্নুল আকওয়া, যায়দ ইব্ন ছাবিত, আইশা, কা'ব ইব্ন মুররা, আবু উমামা, আমর ইব্ন আবাসা, ইয়া'লা ইব্ন উমায়্যা এবং মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, উমর (রা.)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

রাসূল ﷺ -এর সাহাবী ও পরবর্তী ফকীহগণের অধিকাংশের অভিমত এ-ই। তাঁরা ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত, আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত (নফল) সালাত করা মাকরুহ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তবে আসর ও ফজরের পর কাযা সালাত পড়ায় কোন দোষ নাই।

ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদের সূত্রে আলী ইব্নুল মাদীনী (র.) বর্ণনা করেন যে, শু'বা বলেছেনঃ আবুল আলিয়া থেকে কাতাদা তিনটি হাদীছই শুনেছেন● এক, উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছ যে, রাসূল ﷺ আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত, ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। দুই. ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছ যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ আমাকে ইউনুস (আ.) ইব্ন মাত্তা থেকে উত্তম বলা সমীচীন নয়। তিন, বিচারকগণ তিন ধরনের-এই সম্পর্কিত আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ : আসরের পর সালাত

١٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ لَمْ يَعْدِلَهُمَا " .

১৮৪. কুতায়বা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ আসরের পর একদিন দুই রাকাত সালাত আদায় করেছিলেন। কারণ, তাঁর নিকট (বায়তুল মালের)

কিছু সম্পদ এসেছিল, সেগুলির বিলি-ব্যবস্থার ব্যস্ততার দরুন তিনি সেই দিনের যুহরের পরবর্তী দুই রাকাত আদায় করতে পারেননি। ফলে আসরের পর তিনি তা আদায় করেছিলেন। পরে আর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করেননি।

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ وَأَبِي مُوسَى .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
 وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ .
 وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَى عَنْهُ : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
 الشَّمْسُ " .

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ حَيْثُ قَالَ " لَمْ يَعُدْ لَهُمَا " .
 وَقَدْ رَوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
 وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ رَوَايَاتُ .
 رَوَى عَنْهَا " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " .
 وَرَوَى عَنْهَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى
 تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
 وَالَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى
 تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا مَا اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ
 مِثْلُ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ
 الشَّمْسُ بَعْدَ الطَّوَافِ فَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رُخْصَةً فِي ذَلِكَ .
 وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَبِهِ
 يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .
 وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ الصَّلَاةَ
 بِمَكَّةَ أَيْضًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ .

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

এই বিষয়ে আইশা, উম্মু সালমা, মায়মূনা ও আবু মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

একাধিক রিওয়াযাতে আছে যে, রাসূল ﷺ আসরের পর দু'রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। এই বক্তব্যটি আসরের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করা সম্পর্কিত রাসূল ﷺ-এর বক্তব্যের বিপরীত।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক সহীহ। কেননা এতে আছে যে, রাসূল ﷺ একদিনই তা করেছিলেন এবং এর পুনরাবৃত্তি আর করেননি। ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর অনুরূপ যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকেও একটি হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আইশা (রা.) থেকেও একাধিক হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। তাঁর বরাতে বর্ণিত আছে যে, আসরের পর রাসূল ﷺ যেদিনই তাঁর নিকট এসেছেন দু'রাকাআত সালাত আদায় করেছেন।

তাঁরই সূত্রে উম্মু সালমা (রা.)-এর বরাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ আসরের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

অধিকাংশ আলিম এই বিষয়ে একমত যে, আসরের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত সময়ে মক্কায় তওয়াফের পর দুই রাকাআত আদায় করার বিষয়টি বাদে সাধারণ ভাবে ঐ দুই সময়ে সালাত আদায় করা মাকরুহ। রাসূল ﷺ থেকে তওয়াফের পর ঐ দুই সময়ে সালাত আদায় করার অনুমতি বর্ণিত রয়েছে।

সাহাবী এবং পরবর্তীযুগের আলিমদের অভিমতও এ-ই। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের একদল আলিম মক্কার ক্ষেত্রেও আসর ও ফজরের পর সালাত আদায় করা মাকরুহ বলে অভিমত দিয়েছেন। ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, [ইমাম আবু হানীফা (র.)] মালিক ইব্ন আনাস এবং কূফার কোন কোন আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের পূর্বে সালাত আদায় করা

১৮৫. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَثْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ ."

১৮৫. হানুদ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক

দুই আযান (আযান ও ইকামত)-এর মাঝে সালাত রয়েছে যদি কেউ তা করতে চায়।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
 وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ : فَلَمْ يَرِ بَعْضُهُمْ
 الصَّلَاةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ .
 وَقَدْ رَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ
 الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ .
 وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ : إِنْ صَلَّاهُمَا فَحَسَنٌ - وَهَذَا عِنْدَهُمَا عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

মাগরিবের পূর্বে সালাত সম্পর্কে সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ মাগরিবের পূর্বে সালাত জায়েয বলে মনে করেন না। [ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিमतও এ-ই]। পক্ষান্তরে একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেনঃ এই দুই রাক'আত আদায় করা ভাল। এই দুই রাক'আত সালাত তাঁদের নিকট মুস্তাহাব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি সূর্য ডোবার আগে আসরের এক রাক'আত পায়

١٨٦. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ
 يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً
 قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ
 أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصَرَ " .

১৮৬. ইসহাক ইবন মুসা আল-আনসারী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ : رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ .
وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ هَذَا .

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। এটি জাবির ইবন যায়দ, সাঈদ ইবন জুবায়র, আবদুল্লাহ ইবন শাকীক আল-উকায়লীও বর্ণনা করেছেন।

ইবন আব্বাস (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে ভিন্নরূপ বক্তব্যও বর্ণিত হয়েছে।

১৮৮. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُقْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :
" مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكِبَائِرِ " .

১৮৮. আবু সালমা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ আল-বাসরী (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ উযর ছাড়া কেউ যদি দুই ওয়াক্তের সালাত একত্র করে তবে সে কবীরা গুনাহর দ্বারগুলির একটি দ্বারে পদার্পণ করল।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَنْشٌ هَذَا هُوَ : " أَبُو عَلَى الرَّحْبِيُّ " وَهُوَ " حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ " وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْحَدِيثِ ضَعْفُهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ .

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ .
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَأَسْحَقُ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَسْحَقُ .

وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ রাবী হানাশ হলেন আবু আলী আর-রাহবী। তাঁর পূর্ণ নাম হল হুসায়ন ইবন কায়স। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি যঈফ। আহমদ প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেনঃ সফর কিংবা আরাফার ময়দান ছাড়া দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা যাবে না। তবে আলিমদের কেউ কেউ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য একত্রে দুই ওয়াক্তের সালাত আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-ও এই অভিমত পোষণ করেন।^১

কোন কোন ফকীহ বলেনঃ বৃষ্টির জন্য দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা যায়। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে ইমাম শাফিঈ, অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করার অনুমতি দেননি।

আযান

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ : আযানের সূচনা প্রসঙ্গে

১৮৯. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُرَيْثِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " لَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا، فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ لَرُّؤْيَا حَقٍّ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُ صَوْتًا مِثْلَكَ فَالْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ وَلَيُنَادِ بِذَلِكَ قَالَ : فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ وَهُوَ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَذَلِكَ أَثْبَتٌ " .

১. কুরআন পাকের আয়াত ও বিভিন্ন হাদীছের প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, হজ্জের সময় আরাফা ও মুয়দালিফা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দুই ওয়াক্তের সালাত এক ওয়াক্তে আদায় করা জায়েয নাই।

১৮৯. সাঈদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-উমাবী (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সকাল হলে আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেনঃ এটি নিশ্চয় সত্য স্বপ্ন। তুমি বিলালের সঙ্গে দাঁড়াও। তার আওয়াজ তোমার চেয়ে উচ্চ এবং দীর্ঘ। তোমাকে স্বপ্নে যা বলে দেয়া হয়েছে তাঁকে তা বলে দাও। সে সেই ভাবে ডাক দিবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) বলেনঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন সালাতের জন্য বিলালের এই ডাক শুনতে পেলেন তখন তিনি তাঁর ইয়ার টানতে টানতে রাসূল ﷺ-এর কাছে ছুটে এলেন। বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম, বিলাল যে ভাবে ডাক দিয়েছেন আমিও তা স্বপ্নে দেখেছি।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَطْوَلَ وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ الْأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ وَيُقَالُ ابْنُ عَبْدِ رَبِّ .

وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا يَصِحُّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ فِي الْأَذَانِ . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ لَهُ أَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ .

রাসূল ﷺ বললেনঃ আল্লাহরই সকল প্রশংসা। আর এ-ই যথোপযুক্ত পদ্ধতি।

এই বিষয়ে ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.)-এর বরাতে ইবরাহীম ইব্ন সাদ এই হাদীছটিকে আরো পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘ করে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি আযানের সময় কালেমাগুলো দুইবার করে উচ্চারণ করা এবং ইকামতের বেলায় একবার করে উচ্চারণ করার কথা উল্লেখ করেছেন।

এই আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ হলেন আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আবদি রাশ্বিহি। তিনি ইবনু আবদি রাশ্বি নামেও প্রসিদ্ধ। আযানের বিষয় এই একটি হাদীছ ব্যতীত আর কোন সহীহ রিওয়ায়াত তাঁর বরাতে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

তবে আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম আল-মাযিনী (রা.)-এর বরাতে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইনি হলেন আববাদ ইব্ন তামীমের চাচা।

১৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنادِ بِالصَّلَاةِ".

১৯০. আবু বাকর ইব্ন নাযর ইব্ন আবী নাযর (রা.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসলিমরা যখন মদীনায়ে এলেন তখন তারা একত্রিত হতেন এবং সালাতের সময়ের খোঁজ নিতে থাকতেন। সালাতের জন্য কাউকে ডাকার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। একদিন তারা এই বিষয়ে আলোচনা করলেন। কেউ কেউ বললেনঃ চলুন, আমরা এই উদ্দেশ্যে খৃষ্টানদের মত ঘন্টা বাজানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি। কেউ কেউ বললেনঃ ইয়াহুদীদের মত শিংগা ফুঁকার ব্যবস্থা করি। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেনঃ সালাতের জন্য ডাকার উদ্দেশ্যে একজন লোক পাঠিয়ে দিন না! তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ হে বিলাল! দাঁড়াও, তুমি সালাতের জন্য ডাক দিবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، غَرِيبٌ مِّنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (রা.) বলেনঃ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيْعِ فِي الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ : আযানে 'তারজী' করা

১৯১. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي وَجَدِّي جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ:

১. আযানের মধ্যে আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহি প্রথমে কিছুটা আশে বলে পুনরায় তা উচ্চৈঃস্বরে বলাকে "তারজী" বলা হয়।

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْعَدَهُ وَالْقَى عَلَيْهِ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مِثْلَ أَذَانِنَا. قَالَ بِشْرٌ فَقُلْتُ لَهُ: أَعِدْ عَلَى فَوْصَفِ الْأَذَانَ بِالْتَّرْجِيْعِ."

১৯১. বিশর ইবন মু'আয আল-বাসরী (র.).....আবু মাহযূরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁকে ডেকে বসালেন এবং একটি একটি শব্দ করে তাকে আযান শিখালেন। রাবী ইবরাহীম বলেনঃ আমরা যেমন আযান দেই [সেভাবে রাসূল ﷺ তাঁকে শিখিয়ে-ছিলেন]। বিশর বলেনঃ আমি ইবরাহীমকে বললাম, আমাকে তা পুনরাবৃত্তি করে শুনাবেন কি? তখন তিনি তারজী' আযানের বিবরণ দিলেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي الْأَذَانِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আযান বিষয়ে আবু মাহযূরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সহীহ। একাধিক সূত্রে তাঁর থেকে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে।

এই হাদীছ অনুসারে মক্কায় আমল করা হয়ে থাকে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

١٩٢. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْأَمْثَنِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَحْوَلِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً."

১৯২. আবু মুসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.).....আবু মাহযূরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাকে উনিশ কালেমা বিশিষ্ট আযান এবং সতের কালেমা বিশিষ্ট ইকামত শিখিয়েছেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَحْذُورَةَ إِسْمُهُ "سَمُرَةُ" بَنُ مَعِيرٍ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا فِي الْأَذَانِ.

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُ كَانَ يُفَرِّدُ الْإِقَامَةَ.

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আবু মাহযূরা (রা.)-এর নাম হল সামুরা ইব্ন মি' যার।

আলিমদের কেউ কেউ আযানের ক্ষেত্রে এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। আবু মাহযূরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইকামতের ক্ষেত্রে কালেমাগুলো একবার করে উচ্চারণ করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الْأَقَامَةِ

অনুচ্ছেদ : ইকামতের কালেমাগুলো একবার করে বলা

১৯২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُؤْتَرَ الْأَقَامَةُ" .

১৯৩. কুতায়বা (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আযানের কালেমাগুলো দুইবার বলতে এবং ইকামতের কালেমাগুলো একবার করে বলতে বিলাল (রা.) -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ . وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَشْحَقُ .

এই বিষয়ে ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। কতক সাহাবী ও তাবিঈ আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَقَامَةَ مَثْنَى مَثْنَى

অনুচ্ছেদ : ইকামতের কালেমাগুলো দুই দুইবার করে উচ্চারণ করা

১৯৪. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :

"كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَفْعًا شَفْعًا : فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ."

১৯৪. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আযান ও ইকামত উভয় ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর (আমলে) কালেমাগুলো দুই দুইবার করে বলা হত।

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ .

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ ."

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْأَذَانُ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى" كَانَ قَاضِيَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ يَرَوِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ওয়াকী' (র.) আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান বলেনঃ রাসূল ﷺ -এর সহাবীগণ বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) স্বপ্নে আযানের কালেমাগুলো দেখেছিলেন। শু'বা-আমর ইব্ন মুররা-আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (রা.)-এর সূত্রে বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) স্বপ্নে আযানের বিষয়টি দেখেছিলেন।

ইব্ন আবী লায়লার রিওয়ায়াতটি থেকে এটি অধিকতর সহীহ। আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র.) আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে সরাসরি কিছু শুনেছেন। কতক আলিম বলেনঃ আযানের কালেমাগুলো দুই দুইবার করে এবং ইকামতের কালেমাগুলোও দুই দুইবার করে বলা হবে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্ন আবী লায়লা হলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর

রাহমান ইব্ন আবী লায়লা। তিনি ছিলেন কূফা অঞ্চলের কাযী। তিনি তাঁর পিতা আবদুর রহমান থেকে সরাসরি কিছু শুনেননি। "জ্ঞানেক ব্যক্তি" এই বরাতে তিনি তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন।

সুফাইয়ান ছাওরী, [ইমাম আবু হানীফা (র.)] ইব্ন মুবারাক ও কূফাবাসী আলিমগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْسُلِ فِي الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ : ধীর লয়ে আযান দেওয়া

১৯৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ هُوَ صَاحِبُ السِّقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: "يَا بِلَالُ، إِذَا أَذَنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرًا مَا يَفْرُغُ الْأَكْلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوَانِي".

১৯৫. আহমদ ইবনুল হাসান (র.).....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বিলাল (রা.)-কে বলেছিলেনঃ হে বিলাল! যখন আযান দিবে তখন ধীর লয়ে দিবে আর যখন ইকামত দিবে তখন দ্রুত দিবে। আর তোমার আযান ও ইকামতের মাঝে এতটুকু সময় দিবে যে, পানাহারকারী তার পানাহার এবং পায়খানা-প্রস্রাবকারী যেন তার প্রয়োজন সমাধা করে নিতে পারে। আর আমাকে বের হতে না দেখা পর্যন্ত তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে না।

১৯৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ نَحْوَهُ.

১৯৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ-ইউনুস ইব্ন মুহাম্মাদ-আবদুল মুন'ইম (র.) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَهُوَ إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ.
وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ.

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল মুন' ইম-এর এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে জাবির (রা.)-এর হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই সনদটি মাজহুল বা অজ্ঞাত। আবদুল মুন' ইম একজন বসরাবাসী মুহাদ্দিছ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْأَصْبَعِ فِي الْأَذْنِ عِنْدَ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ : আযানের সময়ে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করান

১৯৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ "رَأَيْتُ بِلَالَ يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيَتَّبِعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءٌ، أَرَاهُ قَالَ : مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنْزَةِ فَرَكَّزَهَا بِالْبَطْحَاءِ فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقِيهِ، قَالَ سَفْيَانُ : نَرَاهُ حَبْرَةً " .

১৯৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র.).....আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি বিলাল (রা.)-কে দেখেছি তিনি আযান দিচ্ছিলেন এবং (হায্যা 'আলা বলার সময়) ঘুরছিলেন আর তিনি এদিকে এবং ওদিকে তাঁর মুখ ফিরাচ্ছিলেন।

তাঁর দুই আঙ্গুল ছিল তাঁর কানে। তখন রাসূল ﷺ একটি লাল তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। রাবী 'আওন বলেনঃ আমার মনে হয় আবু জুহায়ফা বলেছেন যে, তাঁবুটি ছিল চামড়ার।

পরে বিলাল (রা.) একটি ছোট ছড়ি নিয়ে বের হলেন এবং এটিকে বাত্‌হায় ১ গেড়ে দিলেন। এটি সামনে রেখে রাসূল ﷺ সালাত আদায় করলেন। কুকুর ও গাধাগুলি তাঁর সামনে দিয়ে চলা-ফেরা করছিল। তাঁর পরনে ছিল লাল রঙ্গের একটি হুলা। ২ আমি যেন এখনও তাঁর জংঘাদ্বয়ের ঔজ্জল্য দর্শন করছি।

সুফইয়ান বলেনঃ এই হুলাটি ছিল লাল ডুরিদার।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُؤَذِّنُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَانِ .

১. মক্কার অদূরবর্তী একটি মাঠ। এটিকে আবতহ ও মুহাসসাবও বলা হয়।

২. একই রঙ্গের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করলে এটিকে হুলা বলা হয়।

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: وَفِي الْإِقَامَةِ أَيُّضًا ، يُدْخِلُ اصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ .

وَأَبُو جُحَيْفَةَ إِسْمُهُ "وَهَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّوَّائِيُّ" .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু জুহায়ফা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেনঃ আযানের সময় মুআয্বিন কর্তৃক স্বীয় কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রবেশ করান মুস্তাহাব।

কোন কোন আলিম বলেনঃ ইকামত দেওয়ার সময়ও কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করাতে হবে। এ হল ইমাম আওয়াঈ (র.)-এর অভিমত।

আবু জুহায়ফা (রা.)-এর নাম ওয়াহাব ইবন আবদিল্লাহু আস-সুওয়াঈ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّثْوِيبِ فِي الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতের জন্য তাছবীব অর্থাৎ আযানের পর পুনরাহ্বান

১৯৮. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تَتُوبَنَّ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ" .

১৯৮. আহমদ ইবন মানী (র.).....বিলাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমাকে রাসূল সালাত আল্লাহ তায়ালা তায়ালা বলেছিলেনঃ ফজরের সালাত ব্যতীত অন্য কোন সালাতে তাছবীব অর্থাৎ আযানের পর পুনরায় আহ্বান জানাবে না।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ بِلَالٍ لَانْعَرَفَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمَلَائِيِّ . وَأَبُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ قَالَ : إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ .

وَأَبُو إِسْرَائِيلَ إِسْمُهُ "إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ" وَلَيْسَ هُوَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .

وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ"
 وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ .
 وَقَالَ إِسْحَقُ فِي التَّثْوِيبِ غَيْرَ هَذَا قَالَ التَّثْوِيبُ الْمَكْرُوهُ . هُوَ شَيْءٌ أَحَدَثَهُ
 النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْمُ قَالَ بَيْنَ الْأَذَانِ
 وَالْإِقَامَةِ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ" .
 قَالَ: وَهَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَقُ: هُوَ التَّثْوِيبُ الَّذِي قَدْ كَرِهَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالَّذِي
 أَحَدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ .
 وَالَّذِي فَسَّرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ: أَنَّ التَّثْوِيبَ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ
 الْفَجْرِ: "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" .
 وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ وَيُقَالُ لَهُ "التَّثْوِيبُ أَيْضًا" .
 وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُ .
 وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ "الصَّلَاةُ خَيْرٌ
 مِنَ النَّوْمِ" .
 وَرَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا وَقَدْ أَذَّنَ فِيهِ
 وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ، فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ
 الْمَسْجِدِ، وَقَالَ أَخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ .
 قَالَ وَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ التَّثْوِيبَ الَّذِي أَحَدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ .

এই বিষয়ে আবু মাহযুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু ইসরাঈল আল-মুলাই ব্যতীত আর কারো সূত্রে বিলাল (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

আবু ইসরাঈল* (র.) এই হাদীছটি রাবী হাকাম ইব্ন উতায়বা (র.) থেকে সরাসরি শোনে ননি। তিনি এটি হাসান ইব্ন উমারা (র.)-এর সূত্রে হাকাম ইব্ন উতায়বা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু ইসরাঈল (র.)-এর নাম হল ইসমাঈল ইব্ন আবী ইসহাক। তিনি হাদীছ বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে তেমন আস্থাভাজন নন।

তাছবীব-এর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতভেদ রয়েছে।

কতক বলেনঃ তাছবীব হল ফজরের সালাতে **الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** বলা। এ হল ইব্ন মুবারাক ও আহমদ (র.)-এর অভিমত।

ইমাম ইসহাক (র.)-এর ভিন্ন অর্থ করেছেন। তিনি বলেনঃ তাছবীব হল মাকরুহ। এই বিষয়টি হল এমন যা নবী ﷺ-এর তিরোধানের পর লোকেরা বানিয়ে নিয়েছে। আযানের পর লোকেরা মসজিদে আসতে বিলম্ব করতে থাকায় মু'আযযিন আযান ও ইকামতের মাঝে লোকদেরকে এই বলে ডাকতে শুরু করেঃ

"قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ"

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইমাম ইসহাক (র.) যে তাছবীবের কথা বলেছেন সেটিকে আলিমগণ মাকরুহ বলে অভিমত দিয়েছেন। এটি রাসূল ﷺ-এর তিরোধানের পর লোকেরা বিদ'আতরূপে বানিয়ে নেয়।

ইব্ন মুবারাক ও আহমদ (র.) ফজরের আযানে **الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** বলা রূপে তাছবীবের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটি বলা অবশ্য ঠিক। একেও তাছবীব বলা হয়। আলিমগণ এই কথাটি গ্রহণ করেছেন এবং ফজরের আযানে এই বাক্যটির ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজরের সালাতে **الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** বলতেন।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.)-এর সঙ্গে একবার এক মসজিদে গেলাম। তখন আযান হয়ে গিয়েছিল। সেই মসজিদে সালাত আদায় করা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ পর মু'আযযিন তাছবীব শুরু করলে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) মসজিদ ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন এবং বললেনঃ এই বিদ'আতীর কাছ থেকে আমাকে নিয়ে চল। সেখানে তিনি সালাত আদায় করলেন না।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ (রা.) এখানে সেই তাছবীবকে অপছন্দ করেছেন, লোকেরা পরবর্তী যুগে বিদ'আতরূপে যা বানিয়ে নিয়েছিল।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَنْ أَذِنَ فَهُوَ يُقِيمُ

অনুচ্ছেদ : যে আযান দিবে সে-ই ইকামত দিবে

১৯৯. حَدَّثَنَا هَنَادُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ

بْنِ أَنَسٍ الْإِسْرَئِيلِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نَعِيمٍ الْخَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ

الصُّدَائِي قَالَ : "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخَاكَ صُدَائِي قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ" .

১৯৯. হান্নাদ (র.).....যিয়াদ ইবনুল হারিছ সুদাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ একদিন ফজরের সময় রাসূলﷺ আমাকে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। আমি আযান দিলাম। কিন্তু সালাতের সময় বিলাল ইকামত দিতে চাইলে তিনি বললেনঃ তোমার সুদাঈ ভাই আযান দিয়েছে। আর যে আযান দেয় সে-ই ইকামত দিবে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ زِيَادٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَفْرِيقِيِّ .

وَالْأَفْرِيقِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ضَعْفُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا أَكْتُبُ حَدِيثَ الْأَفْرِيقِيِّ .

قَالَ : وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُقَوِّئُ أَمْرَهُ، وَيَقُولُ : هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنْ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ .

এই বিষয়ে উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ যিয়াদ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি আমরা ইফরিকী-এর সনদে জানতে পেরেছি। আর হাদীছ বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ইফরিকী যঈফ। ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ হাদীছ বিশেষজ্ঞ তাকে যঈফ বলে রায় দিয়েছেন। ইমাম আহমদ (র.) বলেনঃ আমি ইফরিকীর হাদীছ লিখিনা।

তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী (র.)-কে আমি ইফরিকীর আস্থাভাজনতার বিষয়টি শক্তিশালী করতে দেখেছি। তিনি তাকে মুকারিবুল হাদীছ বলেছেন।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : যে আযান দেয় সে-ই ইকামত দিবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ

অনুচ্ছেদ : উযু ছাড়া আযান দেওয়া মাকরুহ।

২০০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى

الصَّدَنِيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " لَا يُؤْذَنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا " .

২০০. আলী ইবন হজর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইরশাদ করেছেনঃ উযু ছাড়া কেউ যেন আযান না দেয়।

২.১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ إِلَّا مُتَوَضِّئًا .

২০১. ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র.).....ইবন শিহাব (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেনঃ উযু ছাড়া কেউ যেন সালাতের আযান না দেয়।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ وَهْبٍ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ .
 وَالزُّهْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
 وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ :
 فَكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَسْحَقُ .
 وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ
 وَأَحْمَدُ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এটি প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতটি থেকে অধিক সহীহ। ইবন ওয়াহ্‌যাব (র.) আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটিকে মারফুঁ হিসাবে বর্ণনা করেননি। এটি ওয়ালীদ ইবন মুসলিমের রিওয়ায়াত (২০০ নং) থেকে অধিক সহীহ। ইবন শিহাব যুহরী (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে সরাসরি কোন কিছু শুনেনি।

উযু ছাড়া আযান দেওয়ার বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ আলিম তা মাকরুহ বলে রায় দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (র.)ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর কতক ফকীহ আলিম এই বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, (ইমাম আবু হানীফা), ইবন মুবারাক ও আহমদ (র.)-ও এই মত পোষণ করেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ : ইকামতের বিষয়ে ইমামের হক বেশী

২.২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ "كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ، حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ.

২০২. ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা (র.).....সিমাক ইব্ন হারব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আমি জাবির ইব্ন সামুরা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল ﷺ-এর মু'আযযিন অপেক্ষা করতে থাকত এবং রাসূল ﷺ-কে বের হতে না দেখা পর্যন্ত ইকামত দিত না। তাঁকে দেখার পরে মু'আযযিন ইকামত শুরু করত।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ لَأَنْعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمْلَكَ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامُ أَمْلَكَ بِالْإِقَامَةِ.

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ জাবির (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। এই সনদ ছাড়া সিমাকের রিওয়াযাত সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

এই হাদীছ অনুসারে কতক আলিম বলেন যে, আযানের অধিকার হল মু'আযযিনের আর ইকামতের অধিকার হল ইমামের।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাত (তাহাজ্জুদ)-এর আযান

২.৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُّوْا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .

২০৩-ক. কুতায়বা (র.).....সালিম তদীয় পিতা ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ বিলাল রাতের আযান দেয়। সুতরাং তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না ইবন উম্মু মাকতূমের আযান শুনতে পাও।^১

১. রামাযান মাসে বিলাল (রা.) সাহরীর আযান দিতেন। এ আযানকে যেন কেউ ফজরের আযান বলে বিভ্রান্ত না হয় এই উদ্দেশ্যে রাসূল (স.) উক্ত কথা বলেছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأَنْثُسَةَ وَأَنْسِ وَأَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ .

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ أَجْزَأُهُ وَلَا يُعِيدُ . وَهُوَ قَوْلُ
مَالِكٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَشْحَقَ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَذَّنَ بِلَيْلٍ أَعَادُ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, আইশা, উনায়সা, আনাস, আবু যার ও সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্ন উমর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

রাত্রিকালীন এই আযানের বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আলিমগণের কতক বলেনঃ মু'আযযিন যদি রাত্রিতে আযান দিয়ে দেয় তবে আর ফজরের জন্য পুনর্বার আযান দিতে হবে না। এ হল ইমাম মালিক, ইব্ন মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। আর কতক আলিম বলেনঃ রাত্রিতে আযান দিলে ফজরের জন্য পুনর্বার আযান দিতে হবে। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র.) সুফইয়ান ছাওরী-এর অভিমত।

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنَادِيَ : إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ " .

২০৩-খ. হাম্মাদ ইব্ন সালমা (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার বিলাল (রা.) রাত্রে আযান দিয়ে ফেলেছিলেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে এই কথা ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন যে, আল্লাহর বান্দা বিলাল ঘুমিয়ে পড়েছিল (তাই সময়টা ঠিক ধরতে পারেনি)।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ .

وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُّوْا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ
مَكْتُومٍ" .

قَالَ : وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ مُوَذِّنًا لِعُمَرَ أَذَّنَ بِلَيْلٍ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ .

وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا ، لِأَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ .
وَلَعَلَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَرَادَ هَذَا الْحَدِيثَ .

وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : " إِنْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ " .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ حَمَّادٍ صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنَى ، إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ " فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ فَقَالَ : " إِنْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ " وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الْأَذَانِ حِينَ أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يَقُلْ : " إِنْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ " .

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ غَيْرُ مُحْفُوظٍ ، وَأَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি মাহফুজ বা সংরক্ষিত নয়। সহীহ রিওয়ায়াত হল উবায়দুল্লাহ ইবন উমর প্রমুখ-নাফি' - ইবন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি। এতে ইবন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছিলেনঃ বিলাল রাতের আযান দেয়। তোমরা ইবন উমর মাকতূমের আযান না শোনা পর্যন্ত পানাহার করতে থাক।

নাফি' (র.) থেকে আবদুল আযীয ইবন আবী রাওওয়াদ (র.) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.)-এর এক মু'আযযিন রাত্রি থাকতেই আযান দিয়ে ফেলেছিল তখন তিনি তাকে পুনরায় (ফজরের জন্য) আযান দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এটি সহীহ নয়। কেননা, নাফি' - উমর (রা.) সূত্রটি মুন্কাতি'। রাবী হাম্মাদ ইবন সালমা (র.) হয়ত এই রিওয়ায়াতটির কথাই বলতে চেয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই হল সহীহ। তা হল নাফি'-ইবন উমর (রা.) এবং যুহরী-সালিম-ইবন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছটি যে, রাসূল ﷺ বলেছিলেনঃ বিলাল রাতের আযান দেয়।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাম্মাদ (র.) বর্ণিত হাদীছটি (২০৩-খ) যদি সহীহ হয় তবে এই হাদীছটির কোন অর্থ থাকেনা। কেননা এতে উল্লেখ আছে إِنْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ - এ-এই শব্দটি ভবিষ্যৎকাল বাচক। এর মর্ম হলঃ বিলাল ভবিষ্যতে আযান দিবে। সুতরাং ফজরে

উদয়ের পূর্বে আযান প্রদানের কারণে পুনর্বার আযান দেওয়ার নির্দেশ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দিয়ে থাকতেন তবে তিনি ভবিষ্যতকাল বাচক বাক্য **إِنْ بَلَأَ يُؤْذِنُ بِلَيْلٍ** বলতেন না।

আলী ইবনুল মাদীনী (র.) বলেছেনঃ হাম্মাদ ইব্ন সালমা-আযুব-নাফি-ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়াযাতটি মাহফুজ বা সংরক্ষিত নয়। এতে হাম্মাদ ইব্ন সালমার তরফ থেকে ভুল সংঘটিত হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْإِذَاانِ

অনুচ্ছেদ : আযানের পর মসজিদ ছেড়ে বের হওয়া মাকরুহ

২.৪. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : "خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ .

২০৪. হান্নাদ (র.).....আবুশ শা'ছা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আসরের আযানের পর এক ব্যক্তি মসজিদ ছেড়ে বের হয়ে গেলে আবু হুরায়রা (রা.) বললেনঃ এই ব্যক্তি আবুল কাসিম (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাফরমানী করল।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
 وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : أَنَّ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْإِذَاانِ إِلَّا مِنْ عَذْرٍ : أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ،
 أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ .

وَيُرْوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَخْرُجُ مَا لَمْ يَأْخُذِ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهَذَا عِنْدَنَا لِمَنْ لَهُ عَذْرٌ فِي الْخُرُوجِ مِنْهُ .
 وَأَبُو الشَّعْثَاءِ إِسْمُهُ "سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ" وَهُوَ وَالِدُ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ .
 وَقَدْ رَوَى أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : এই বিষয়ে উছমান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।
 আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেনঃ উযু বা অত্যাৱশ্যক প্রয়োজনের মত কোন উযর ব্যতিরেকে আযানের পর কেউ মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে না।

ইবরাহীম নাখ্ঈ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ মু'আয্বিন ইকামত শুরু না করা পর্যন্ত মসজিদ ছেড়ে বের হওয়া যাবে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আযানের পর ইকামতের পূর্বে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যার বিশেষ কোন উযর রয়েছে। আবুশ শা'ছা-এর নাম হল সুলায়ম ইবনুল-আসওয়াদ। তিনি আশআছ ইবন আবিশ - শাছা-এর পিতা। আশআছ তাঁর পিতা আবুশ শা'ছা থেকেও এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদঃ সফরে আযান দেওয়া।

২০৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : " قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمِّي ، فَقَالَ لَنَا : إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَاقِيمَا وَلِيَوْمَكُمَا أَكْبَرُ كَمَا " .

২০৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র.).....মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিছ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি আমার এক চাচাত ভাই সহ রাসূল ﷺ-এর কাছে এলে তিনি আমাদের বলেছিলেনঃ যখন তোমরা সফরে থাকবে তখনও আযান ও ইকামত দিবে। আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামত করবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتَارُوا الْأَذَانَ فِي السَّفَرِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تُجْزَأُ الْإِقَامَةُ ، إِنَّمَا الْأَذَانُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ .
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ - وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَاسْحَقُ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে সফরেও আযান দেওয়ার বিধান গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেনঃ সফরে ইকামত দেওয়াই যথেষ্ট। বিক্ষিপ্ত লোকদের যে একত্রিত করতে চায় তার জন্য হল আযানের বিধান। (সফরে লোক সাধারণতঃ একত্রিতই থাকে।)

প্রথম অভিমতটিই অধিক সহীহ। ইমাম আহমদ, (ইমাম আবু হানীফা) ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্যও তা-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ : আযানের ফযীলত

২.৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : " مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ " .

২০৬. মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ আর-রাযী (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ছাওয়াবের আশায় সাত বছর আযান দিবে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেওয়া হবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَثَوْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ وَأَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَأَبُو ثُمَيْلَةَ إِسْمُهُ "يَحْيَى بْنُ وَاصِحٍ" .

وَأَبُو حَمْزَةَ السُّكْرِيُّ إِسْمُهُ "مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ" .

وَجَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ ضَعْفُوهُ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ لَوْلَا جَابِرُ الْجُعْفِيُّ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِغَيْرِ حَدِيثٍ وَلَوْلَا حَمَّادٌ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِغَيْرِ فِقْهِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, ছাওবান, মুআবিয়া, আনাস, আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি গরীব।

রাবী আবু তুমায়লার নাম হল ইয়াহইয়া ইব্ন ওয়াযিহ। আবু হামযা আস্-সুকারীর নাম

হল মুহাম্মদ ইব্ন মায়মুন।

এই হাদীছটির অন্যতম রাবী জাবির ইব্ন ইয়াযীদ আল-জু'ফী (র.)-কে হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ যঈফ বলে রাখা দিয়েছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ ও আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র.) তাকে বর্জন করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইমাম ওয়াকী (র.) বলেছেন, জাবির আল-জু'ফী না হলে কূফাবাসীরা হাদীছ-বঞ্চিত হয়ে থাকত আর হাম্মাদ (র.) না হলে কূফাবাসীরা থাকত ফিকহ-বঞ্চিত হয়ে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ

অনুচ্ছেদ : ইমাম হলেন যামিনদার আর মু'আযযিন হলেন আমানতদার

২.৭. حَدَّثَنَا هَنَادٌ أَبُو الْأَحْوَصِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ الْمُؤْتَمِنُ، اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاعْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ " .

২০৭. হান্নাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ ইমাম হল যামিনদার আর মু'আযযিন হল আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন আর মু'আযযিনদের মাগফিরাত করুন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَسهل بن سعدٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدَّثْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَرَوَى اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَرَوَى نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثُ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ : حَدَّثْتُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : حَدَّثْتُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَصَحُّ .

وَذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
وَلَا حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আইশা, সাহল ইব্ন সা'দ ও উক্বা ইব্ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি সুফইয়ান ছাওরী, হাফস ইব্ন গিয়াছ প্রমুখ রাবী আ'মাশ-আবু সালিহ-আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আসবাত ইব্ন মুহাম্মাদও এই সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। নাফি ইব্ন সুলায়মান (র.) এই হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন আবী সালিহ-তদীয় পিতা আবু সালিহ-আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু যুর'আ (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আবু সালিহ কর্তৃক আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি আবু সালিহ কর্তৃক আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিক সহীহ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আবু সালিহ-আইশা (রা.) সূত্রটি অধিক সহীহ।

আলী ইবনুল মাদীনী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই হাদীছটির ক্ষেত্রে আবু সালিহ-আইশা (রা.) এবং আবু সালিহ আবু হুরায়রা (রা.) এতদুভয় সূত্রের কোনটিই প্রমাণিত বলে মনে করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَذِنَ الْمُؤَذِّنُ

অনুচ্ছেদ : মু'আযযিনের আযানের সময় একজন কি বলবে

٢٠٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ :
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ
الْمُؤَذِّنُ " .

২০৮. ইসহাক ইব্ন মুসা আল-আনসারী ও কুতায়বা (র.).....আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা যখন আযানের আওয়ায শুনবে তখন মু'আযযিন যা বলছে তোমরাও তা বলবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ وَعَائِشَةَ وَمُعَازِ بْنِ أَنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ .
وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرِوَايَةُ مَالِكٍ أَصَحُّ .

এই বিষয়ে আবু রাফি, আবু হুরায়রা, উম্মু হাবীবা, আবদুল্লাহ ইবন আমর, আবদুল্লাহ ইবন রাবীআ, আইশা, মুআয ইবন আনাস ও মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু সাঈদ বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। মা'মার প্রমুখ রাবী যুহরী (র.)-এর বরাতে মালিক বর্ণিত রিওয়াযাতের অনুরূপ (২০৮ নং) বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইবন ইসহাক (র.) যুহরী (র.) থেকে এই হাদীছটি সাঈদ ইবনুল মুসাইযিব-আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মালিক বর্ণিত রিওয়াযাতটি অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا

অনুচ্ছেদ : আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরুহ।

٢٠٩. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ وَهُوَ عَبَثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ
الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ : " إِنْ مِنْ آخِرٍ مَا عَهْدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ أَنْ اتَّخَذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا " .

২০৯. হনাদ (র.).....উছমান ইবন আবিল আস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমার কাছ থেকে শেষ যে ওয়াদা নিয়েছিলেন তা হল, এমন মু'আযযিন নিয়োগ করবে যে আযানের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক নিবে না।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا
وَأَسْتَحَبُّوا لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَحْتَسِبَ فِي أَذَانِهِ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ উছমান (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে বলেন যে, আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ মাকরুহ।

মু'আযযিনের জন্য মুস্তাহাব হল ছওয়াবের নিয়তে আযান দেওয়া।^১

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَدْنَى الْمُؤَذِّنُ مِنَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ : মু'আযযিনের আযানের পর দু'আ

২১০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ".

২১০. কুতায়বা (র.).....সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ মু'আযযিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি নিম্নের দু'আটি পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। দু'আটি হলঃ

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ গরীব। লায়ছ ইব্ন সা'দ-হু কায়ম ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন কায়স (র.) সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مِنْهُ آخَرُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

২১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا

১. পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইমাম, মু'আযযিনসহ সামাজিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী সময়ে তা চালু না থাকায় ইমাম মু'আযযিন প্রমুখের বেতন গ্রহণকে ফকীহগণ জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

২১১. মুহাম্মদ ইব্ন সাহল ইব্ন আসকার আল-বাগদাদী ও ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র.).....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নের দু'আটি পড়বে কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। দু'আটি এই :

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ .


قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ لَأَنَّهُمْ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ . وَأَبُو حَمْزَةَ إِسْمُهُ " دِينَارٌ " .

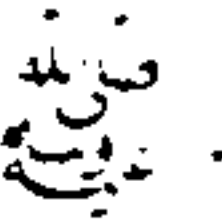
ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের রিওয়াযাত হিসাবে গরীব। শু' আয়ব ইব্ন আবী হামযা ছাড়া ইবনুল-মুনকাদির থেকে আর কেউ এ হাদীছটি রিওয়াযাত করেছেন বলে আমরা জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنْ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ : আযান ও ইকামতের মাঝে দু'আ রদ হয় না

٢١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي إِيَّاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ " .

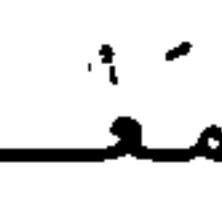
২১২. মাহমূদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে, রানুল .  ইরশাদ করেন, আযান ও ইকামতের মাঝে দু'আ রদ হয় না।

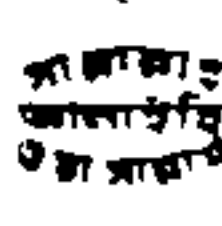
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ  مِثْلَ هَذَا .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।
ইব্ন ইসহাক আল-হামদানী (র.) আনাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَكُمْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর কত ওয়াজ্জ সালাত ফরয করেছেন।

২১৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ  لَيْلَةً أُسْرَى بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ . ثُمَّ نُقِضَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ " .

২১৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া আন-নিসাপুরী (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মি'রাজ রজনীতে নবী -এর উপর পঞ্চাশ ওয়াজ্জ সালাত ফরয হয়েছিল পরে তা কমিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াজ্জ করা হয়। এরপর বলা হলঃ হে মুহাম্মাদ! আমার কথার কোন রদ-বদল হয় না। আপনার জন্য এই পাঁচ ওয়াজ্জের ছওয়াব পঞ্চাশ ওয়াজ্জেরই সমান।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَبِي قَتَادَةَ وَمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

এই বিষয়ে উবাদা ইবনুস সামিত, তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ আবু কাতাদা, আবু যারর মালিক ইব্ন সা'সাআ, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

অনুচ্ছেদ : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফযীলত ।

২১৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تَغْشَ الْكَبَائِرُ " .

২১৪. আলী ইব্ন হুজর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সালাত ওয়াক্ত ইরশাদ করেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং জুমু'আ মধ্যবর্তী সময়ে ১ যে গুনাহ হয় তার জন্য কাফ্যারা স্বরূপ যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় ।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَحَنْظَلَةَ الْأَسَيْدِيِّ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

এই বিষয়ে, জাবির, আনাস ও হান্‌যালা আল-উসায়দী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ : জামা'আতের ফযীলত

২১৫. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرَيْنَ دَرَجَةً " .

২১৫. হান্নাদ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সালাত ওয়াক্ত ইরশাদ করেছেনঃ জামা'আতে সালাত আদায় করা একা আদায় করা অপেক্ষা সাতাশগুণ বেশি মর্যাদা রাখে ।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي بَكْرٍ وَكَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

১ এক সালাত থেকে আরেক সালাত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ের সগীরা গুনাহসমূহের কাফ্যারা স্বরূপ ।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
 وَهَكَذَا رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : "تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ
 عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَعَامَّةٌ مَنِ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا قَالُوا "خَمْسٌ وَعِشْرِينَ"
 إِلَّا ابْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ قَالَ : "بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ" .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, উবায়্য ইব্ন কা'ব, মু'আয ইব্ন জাবাল, আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা ও আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্ন উমর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। নাসি' (র.)ও ইব্ন উমর (রা.)-এর বরাতে রাসূল ﷺ থেকে এইরূপ রিওয়াযাত করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেনঃ জামা'আতের সালাত একা সালাতের তুলনায় সাতাশগুণ অধিক মর্যাদা রাখে। তবে সাধারণভাবে রাসূল ﷺ থেকে এই বিষয়ে যা বর্ণিত আছে তাতে পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদার কথা উল্লিখিত হয়েছে। ইব্ন উমর (রা.)-ই সাতাশগুণ অধিক হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

٢١٦. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا .

২১৬. ইসহাক ইব্ন মুসা আল-আনসারী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ জামা'আতের সালাত একা সালাতের তুলনায় পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদা রাখে।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ

অনুচ্ছেদ : আযান শোনার পরও যদি কেউ সাড়া না দেয়।

٢١٧. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ فِتْنَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزْمَ

الْحَطْبِ ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُحْرِقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ .

২১৭. হান্নাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ আমার ইচ্ছা হয়, যুবকদের বলি তারা যেন জ্বালানী কাঠ জমা করে আর আমি সালাতের নির্দেশ দেই এবং তা দাঁড়িয়ে যায় পরে যারা সালাতে হাযির হয় না সেই লোকদের আগুনে জ্বালিয়ে দেই।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ رَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا : مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عَذْرِ .

এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, আবুদ দারদা, ইব্ন অম্বাস, মুআয ইব্ন আনাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেনঃ আযান শোনার পরও যদি কেউ সাড়া না দেয় তবে সালাত হবে না।

কতক আলিম বলেনঃ এই কথা হুমকী ও গুরুত্ব প্রদান হিসাবে প্রযোজ্য। তবে উযর ছাড়া জামা' আত পরিত্যাগের কোন অনুমতি নেই।

২১৮. قَالَ مُجَاهِدٌ : " وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ لَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً - قَالَ : هُوَ فِي النَّارِ " قَالَ : حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَادٌ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ .

قَالَ : وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : أَنَّ لَا يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ وَالْجُمُعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَاسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا وَتَهَاوُنًا بِهَا .

২১৮. মুজাহিদ (র.) বলেনঃ ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি দিনভর রোযা রাখে আর রাতভর সালাত আদায় করে কিন্তু জুমু'আ বা জামা'আতে হাযির হয় না তার কি হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ সে জাহান্নামী।

হান্নাদ (র.).....মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর মর্ম হল, কেউ যদি জুমু'আ ও জামা'আতকে উপেক্ষা করে, এর গুরুত্বকে খাট করে ও অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে তার বেলায় এই কথা প্রযোজ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيُ وَحْدَهُ ثُمَّ يَذُرُكَ الْجَمَاعَةَ

অনুচ্ছেদ : একা সালাত আদায়ের পর যদি কেউ জামা'আত পায়

২১৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : "شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَالَ : فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَى بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا : فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ : فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ " .

২১৯. আহমদ ইব্ন মানী' (র.).....ইয়াযীদ ইব্নুল আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে আমি হজ্জে হাযির ছিলাম। তাঁর সঙ্গে মসজিদে খায়ফে ফজরের সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে তিনি যখন ফিরলেন তখন শেষ থান্ডে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। এঁরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেনি। তিনি বললেন : এদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। তাদের নিয়ে আসা হল। তখন ভয়ে তাঁদের ঘাড়ের রূগ পর্যন্ত কাঁপছিল। তিনি তাদের বললেন : আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করতে তোমাদের কিসে বাধা দিল? তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা আমাদের অবস্থানস্থলে সালাত পড়ে নিয়েছিলাম। তিনি বললেন : এরূপ করবে না। যদি তোমাদের অবস্থানস্থলে সালাত পড়ে মসজিদে জামা'আতে আস তবে তাদের সঙ্গে জামা'আতে শরীক হয়ে যেও। তোমাদের জন্য তা নফল হিসাবে গণ্য হবে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ مِجْنِ الدَّيْلِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ
 غَيْرٍ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
 وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

قَالُوا : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا فِي
 الْجَمَاعَةِ وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ ، قَالُوا : فَإِنَّهُ
 يُصَلِّيْهَا مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ بِرُكْعَةٍ وَالتَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ عَنْدهُمْ .

এই বিষয়ে মিহজান আদ-দীলী ও ইয়াযীদ ইব্ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত
 আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইয়াযীদ ইব্নুল আসওয়াদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি
 হাসান-সহীহ।

একাধিক আলিম এই অভিমত দিয়েছেন। সুফাইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক
 (র.)-ও এই অভিমত ব্যক্তি করেছেন। তাঁরা বলেনঃ কেউ যদি একা সালাত আদায় করে পরে
 জামা'আত পায় তবে সকল সালাতই জামা'আতের সাথে পুনর্বার আদায় করবে। কেউ যদি
 একা মাগরিবের সালাত আদায় করার পর জামা'আত পায় তার সম্পর্কে তাঁরা বলেনঃ তা-ও
 জামা'আতের সঙ্গে আদায় করবে এবং শেষে এক রাক'আত মিলিয়ে তা জোড় বানিয়ে
 নিবে^১। যে সালাত সে একা পড়েছে তাদের মতে তা ফরয বলে গণ্য হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ مَرَّةً

অনুচ্ছেদ : কোন মসজিদে একবার জামা'আত হওয়ার পর পুনরায়

সেখানে জামা'আত করা

٢٢. حَدَّثَنَا هَنَّاؤُ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ
 النَّاجِيِّ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : "جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ
 صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَتَجَرُّ عَلَى هَذَا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ ."

১. ইমাম আজম আবু হানীফা (র.) বলেন : ফজর, আসর এবং মাগরিব ব্যতীত অন্য সালাতের ক্ষেত্রে সে
 জামা'আতে শরীক হবে।

২২০. হান্নাদ (র.).....আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল ^{সালাত জামা'আত} - এর সালাত আদায়ের পর জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এল। রাসূল ^{সালাত জামা'আত} বললেন : তোমাদের মধ্যে কে এই ব্যক্তির সাথে ছওয়াব লাভের ব্যবসা করতে চাও ? তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং তার সাথে সালাত আদায় করল।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ وَأَبِي مُوسَى وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ .

قَالَ : أَبُو عِيْسَى : وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ مِّنَ التَّابِعِينَ . قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ جَمَاعَةً . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَاسْحَقُ .

وَقَالَ آخَرُونَ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُصَلُّونَ فُرَادَى . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : يَخْتَارُونَ الصَّلَاةَ فُرَادَى . وَسُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ بَصْرِيُّ وَيُقَالُ "سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ" . وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ إِسْمُهُ "عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ" .

এই বিষয়ে আবু উমামা, আবু মুসা, হাকাম ইবন উমায়র (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

একাধিক সাহাবী ও তাবিঈ এই অভিমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, কোন মসজিদে একবার জামা'আত হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় সে মসজিদে জামা'আত করায় কোন দোষ নেই। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই।

অন্য এক দল ফকীহ বলেনঃ এমতাবস্থায় জামা'আত না করে একা সালাত আদায় করবে। সুফইয়ান, ইবনুল মুবারক, মালিক, শাফিঈ (র.) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা সকলেই এই অবস্থায় একা একা সালাত আদায় করার মত গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ : ইশা ও ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত

٢٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ".

২২১. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি 'ইশার জামা'আতে হাযির হতে পারবে সে অর্ধ রাত্রির সালাত আদায়ের ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ইশা ও ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করবে সে পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায়ের ছওয়াব পাবে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَعُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ وَجُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ وَأَبِي مُوسَى وَبُرَيْدَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفًا وَرَوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا .

এই বিষয়ে ইব্ন উমর, আবু হুরায়রা, আনাস, উমারা ইব্ন আবী রুওয়াযবা, জুনদাব, উবাই ইব্ন কা'ব, আবু মূসা ও বুয়াযদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এ হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আবদুর রহমান ইব্ন ন আবী 'আমরা (র.)-এর বরাতে উছমান (রা.) থেকে মাওকূফ রূপেও এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। একাধিক সূত্রে এটি মারফূ' রূপেও বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ".

২২২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....জুনদাব ইব্ন সুফইয়ান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করবে সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকবে। সুতরাং তোমরা কেউ আল্লাহর দায়িত্বের বিষয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন এ হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

٢٢٣. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ

عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْكَحَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ الْخَزَاعِيِّ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "بَشِّرِ الْمَشَائِئِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" .

২২৩. আব্বাস আল-আন্বারী (র.).....বুরায়দা আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ যারা রাতের আঁধারে মসজিদে বেশি বেশি যাতায়াত করে তাদেরকে কিয়ামত দিবসের পরিপূর্ণ নূরের খোশ খবরী দিয়ে দাও।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْفُوعٌ هُوَ صَحِيحٌ مُسْنَدٌ وَمَوْقُوفٌ إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُسْنَدْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। তবে এ হাদীছের মাওকুফ হিসাবে বর্ণিত সনদটি সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ : প্রথম কাতারের ফযীলত

٢٢٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا" .

২২৪. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার। আর নিকৃষ্ট কাতার হল শেষ কাতার। পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হল শেষ কাতার। আর নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ وَعَائِشَةَ وَالْعَرَبِيَّ بْنَ سَارِيَةَ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً .

এই বিষয়ে জাবির, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমার, আবু সাঈদ, উবাই, আইশা, ইরবায় ইব্ন সারিয়া এবং আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।
রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথম কাতারের জন্য তিনবার এবং দ্বিতীয়
কাতারের জন্য একবার মাগফিরাতের দু'আ করেছেন।

২২৫. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ".

২২৫. নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : আযান এবং প্রথম কাতারে কি ছওয়াব নিহিত
আছে তা যদি মানুষ জানত আর তা লাভ করার জন্য লটারি ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকত
তবে তারা লটারি করে হলেও তা লাভ করত।

قَالَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .
২২৬. وَحَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ وَقُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ
نَحْوَهُ .

২২৬. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী ও কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে
উপরোক্ত হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

অনুচ্ছেদ : কাতার সোজা করা

২২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ
بَشِيرٍ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلًا
خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : لَتُسَوَّنَّ صُفُوفُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ
وَجُوهِكُمْ".

২২৭. কুতায়বা (র.).....নু'মান ইবন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ
রাসূল ﷺ আমাদের কাতার সোজা করে দিতেন। একদিন তিনি বেরিয়ে দেখলেন, জনৈক
ব্যক্তি জামা আতের কাতার থেকে বুক বের করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন বললেন : তোমরা
অবশ্যই তোমাদের কাতার সোজা রাখবে নইলে আল্লাহ তোমাদের চেহারা পালটে দিবেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسٍ

وَأَبَى هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدَرُوهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : "مَنْ تَمَامَ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ" .

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَكِّلُ رَجُلًا بِإِقَامَةِ الصَّفُوفِ فَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ

أَنَّ الصَّفُوفَ قَدْ اسْتَوَتْ .

وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ : أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ وَيَقُولَانِ : اسْتَوُوا .

وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : تَقَدَّمَ يَا فَلَانُ تَأَخَّرَ يَا فَلَانُ .

এই বিষয়ে জাবির ইব্ন সামুরা, বারা, জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ, আনাস, আবু হুরায়রা এবং আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

নবী করীম ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন : কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার শামিল।

উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাতার সোজা করার জন্য লোক নিযুক্ত করেছিলেন। কাতার সোজা হওয়ার বিষয়ে তাঁকে অবহিত না করা পর্যন্ত তিনি সালাতের তাকবীর বলতেন না।

বর্ণিত আছে যে, উছমান ও আলী (রা.) বিষয়টির প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতেন। তাঁরা সকলকেই কাতার সোজা করতে নির্দেশ দিতেন। আলী (রা.) কাতার সোজা করতে গিয়ে বলতেন, "হে অমুক, একটু সামনে এগিয়ে আস; হে অমুক, একটু পিছনে সরে যাও।"

بَابُ مَا جَاءَ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهَى

অনুচ্ছেদ : "তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারা আমার কাছে দাঁড়াবে"।

٢٢٨. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ

الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

"لِيَلِينِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ" .

২২৮. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে যারা অধিক জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান তারা আমার কাছে দাঁড়াবে। এরপর যারা তাদের অনুরূপ সে ক্রম অনুসারে দাঁড়াবে। কাতার করতে আঁকা-বাঁকা করবে না এতে তোমাদের হৃদয়ে হৃদয়েও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে পড়বে। সাবধান, বাজারের মত শোরগোল করা থেকে বেঁচে থাকবে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنْسٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .
وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنَّ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ،
لِيَحْفَظُوا عَنْهُ " .

قَالَ : وَخَالِدُ الْحَذَاءُ هُوَ " خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ " يُكْنَى " أَبَا الْمَنَازِلِ " .
قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : يُقَالُ إِنَّ خَالِدَ الْحَذَاءِ مَا حَذَا نَعْلًا
قَطُّ ، إِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى حَذَاءٍ فَتَنْسِبُ إِلَيْهِ .
قَالَ : وَأَبُو مَعْشَرٍ إِسْمُهُ " زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ " .

এই বিষয়ে উবাই ইব্ন কা'ব, আবু মাসউদ, আবু সাঈদ, বারা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

নবী করীম ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর কাছে মুহাজির ও আন-সারদের দাঁড়ানো পছন্দ করতেন। যাতে তাঁরা প্রতিটি বিষয় নবী করীম ﷺ থেকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

বর্ণনাকারী খালিদ আল-হাযযা হলেন খালিদ ইব্ন মিহরান। তাঁর উপনাম বা কুনিয়াত হল আবুল মানাযিল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.) বলেন : খালিদ কখনও জুতা সেলাইয়ের পেশায় নিয়োজিত ছিলেন না। তবে তিনি জুতা ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে বসতেন। এই কারণে তাঁদের দিকে সম্পর্কিত হয়ে তিনি আল-হাযযা বা জুতা প্রস্তুতকারী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন।

অপর রাবী আবু মা' শারের পূর্ণ নাম হল যিয়াদ ইব্ন কুলায়ব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السُّوَارِي

অনুচ্ছেদ : দুই স্তম্ভের মাঝে কাতার করা মাকরুহ

২২৯. حَدَّثَنَا هَنَّاذُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِيٍّ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : "صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَاضْطَرُّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ."

২২৯. হান্নাদ (র.).....আবদুল হামীদ ইবন মাহমূদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ একবার জনৈক আমীরের পিছনে আমি সালাত আদায় করলাম। মানুষের চাপে বাধ্য হয়ে আমাদের দুই স্তম্ভের মাঝে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে হল। সালাত শেষে আনাস (রা.) আমাদের বললেন : রাসূল ﷺ এর যুগে আমরা এই ধরনের কাজ থেকে বেঁচে থাকতাম।

وَفِي الْبَابِ عَنْ قُرَّةَ بِنِ إِيَّاسِ الْمُرْنِيِّ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السُّوَارِي .
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .
وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ .

এই বিষয়ে কুররা ইবন ইয়াস আল-মুযানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমদের একদল দুই স্তম্ভের মাঝে কাতার করা মাকরুহ বলে মত পোষণ করেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই। পক্ষান্তরে আরেক দল ফকীহ এর অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ : কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা।

২৩. حَدَّثَنَا هَنَّاذُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ : أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ بِيَدَيَّ وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ ، فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ

وَابِصَةَ بَنٍ مَعْبِدٍ مِّنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ زِيَادٌ : حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ : "أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ - فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ " .

২৩০. হান্নাদ (র.).....হিলাল ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমরা একবার রাক্কা নগরীতে ছিলাম। মুহাদিছ যিয়াদ ইব্ন আবিল-জাদ আমার হাত ধরে বনু আসাদ গোত্রের ওয়াবিসা ইব্ন মা বাদ নামক জনৈক বৃদ্ধ শায়খের নিকট নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে শুনিয়ে আমাকে বললেনঃ এই শায়খ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি একবার কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছিল। রাসূল ﷺ তখন তাঁকে সালাত পুনরায় আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَحَدِيثُ وَابِصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَقَالُوا : يُعِيدُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ . وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَأَسْحَقُ .

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى حَدِيثِ وَابِصَةَ بَنٍ مَعْبِدٍ أَيْضًا , قَالُوا : مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ يُعِيدُ . مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَوَكِيعٌ .

وَرَوَى حَدِيثَ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّثْلَ رِوَايَةِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ بَنٍ مَعْبِدٍ .

وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِلَالَ قَدْ أَدْرَكَ وَابِصَةَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَدِيثُ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ

رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَصَحُّ .
 وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَدِيثُ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
 عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَصَحُّ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ
 مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ .

এই বিষয়ে আলী ইব্ন শায়বান এবং ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ওয়াবিসা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান।

আলিমগণের একদল কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা অপছন্দীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন : কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করতে হবে। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই।

আলিমগণের অপর একদল বলেনঃ কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তা হয়ে যাবে। এ হল ইমাম সুফইয়ান ছাওরী (ইমাম আবু হানীফা), ইব্ন মুবারাক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান, ইব্ন আবী লায়লা এবং ওয়াকী'-এর মত কূফাবাসী একদল আলিমও ওয়াবিসা ইব্ন মা'বাদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটির মর্মানুসারে মত পোষণ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

আবুল আহওয়াস-যিয়াদ ইব্ন আবিল জা'দ-ওয়াবিসা (রা.)-এর মত আরও একাধিক সূত্রে হুসায়ন-হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ-এর উক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণিত আছে। হুসায়ন বর্ণিত রিওয়ায়াতটি দ্বারা বুঝা যায় হিলাল (র.) ওয়াবিসা (রা.)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এই হাদীছটির সনদের বিষয়ে হাদীছবেত্তাগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, আমর ইব্ন মুররা-হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ-আমর ইব্ন রাশিদ-ওয়াবিসা (রা.) সনদটি অধিকতর সহীহ। অপর একদল বলেন, হুসায়ন-হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ-যিয়াদ ইব্ন আবিল জা'দ-ওয়াবিসা (রা.) সনদটি অধিকতর সহীহ।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন : আমর ইব্ন মুররা বর্ণিত রিওয়ায়াতটির তুলনায় আমার মতে এই সনদটিই অধিকতর সহীহ। কেননা আমর ইব্ন মুররা হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ-এর বরাত ছাড়াও যিয়াদ ইব্ন আবিল জা'দ (আমর ইব্ন রাশিদের স্থলে)-ওয়াবিসা ইব্ন মা'বাদ (রা.) সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

২২১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو

بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبُدٍ : " أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ " .

২৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার-মুহাম্মদ ইব্ন জাফার-শু'বা-আমর ইব্ন মুররা হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ-আমর ইব্ন রাশিদ-ওয়াবিসা (রা.) বর্ণনা করেন যে জনৈক ব্যক্তি একবার কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। রাসূল ﷺ তখন তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ : سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : ওয়াকী' (র.) বলেছেন, কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে পুনরায় তা আদায় করতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيُ وَمَعَهُ رَجُلٌ

অনুচ্ছেদ : এক ব্যক্তি সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করা

২৩২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ " .

২৩২. কুতায়বা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একরাতে রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে আমি সালাত আদায় করেছিলাম। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন তিনি আমার পিছন দিয়ে মাথায় ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالُوا :

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الْإِمَامِ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ

সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) বর্ণিত হাদীছটির অন্যতম রাবী ইসমাইল ইব্ন মুসলিম আল-মক্কীর স্বরণশক্তির বিষয়ে হাদীছবেত্তাগণের কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيُ وَمَعَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষ ও নারী উভয়সহ সালাত আদায় করা

২২৪. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "أَنَّ جَدَّتَهُ مَلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِبَطْعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : قَوْمُوا فَلَنُصَلِّ بِكُمْ قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ أَشْوَدَّ مِنْ طُولِ مَالِيسٍ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ."

২৩৪. ইসহাক আল-আনসারী (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মাতামহী মুলায়কা (রা.) একবার খানা তৈরি করে রাসূল ﷺ -কে তাঁর ঘরে দাওয়াত করেছিলেন। রাসূল ﷺ এসে খানা খেয়ে বললেন, দাঁড়াও, তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেই।

আনাস (রা.) বলেন, আমি তখন উঠে আমাদের একটা চাটাই নামিয়ে আনলাম। এটি বহু ব্যবহারে কালচে হয়ে পড়েছিল ; তাই তা সামান্য পানি ছিটিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। রাসূল ﷺ এতে সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। আমি ও আমার ভাই ইয়াতীমও পিছনে দাঁড়ালেন। আর বৃদ্ধা মহিলা আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। রাসূল ﷺ আমাদের নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন পরে চলে গেলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا : إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا .

وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي إِجَازَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَخِصْدَهُ وَقَالُوا : إِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ وَكَأَنَّ أَنْسًا كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَخِصْدَهُ فِي الصَّفِّ .

وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيمِ خَلْفَهُ فَلَوْلَا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْيَتِيمِ صَلَاةً لَمَا أَقَامَ الْيَتِيمُ مَعَهُ وَلَا قَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ .
وَقَدْ رَوَى عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقَامَهُ
عَنْ يَمِينِهِ .

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعًا أَرَادَ ادِّخَالَ الْبَرَكَاتِ عَلَيْهِمْ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমগণ এতদনুসারে আমল করছেন। তাঁরা বলেন, ইমামের সাথে যদি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থাকে তবে পুরুষটি ইমামের ডান পাশে এবং মহিলাটি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে।

কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত জায়েয হওয়ার বিষয়ে ফকীহদের কেউ কেউ এই হাদীছটিকে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। তারা বলেন : বালকটির সালাত ধর্তব্যের নয়। সুতরাং এখানে রাসূল ﷺ-এর পিছনে আনাস (রা.) একা দাঁড়িয়েছিলেন বলে ধরা যায়।

কিন্তু এই ধরনের প্রমাণ পেশ করা বস্তুত ঠিক নয়। কারণ, রাসূল ﷺ তাঁর পিছনে আনাস (রা.)-এর সাথে এক বালককেও দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি যদি তার সালাতকে ধর্তব্য বলে গণ্য না করতেন তবে কখনও তাকে আনাস (রা.)-এর সঙ্গে দাঁড় করাতেন না বরং অবশ্যই আনাস (রা.)-কে তাঁর পাশে দাঁড় করাতেন। কেননা মুসা ইবন আনাস-এর সূত্রে আনাস (রা.) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন রাসূল ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। তখন তিনি তাঁকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন।

এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মূল হাদীছটি দ্বারা এই কথাও বুঝা যায় যে, উক্ত পরিবারের লোকদের বরকত দানের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ নফল হিসাবে ঐ দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ : ইমাম হওয়ার অধিক হকদার কে ?

٢٣٥. حَدَّثَنَا هَنَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ
الزُّبَيْدِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : قَالَ

وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيمِ خَلْفَهُ فَلَوْلَا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْيَتِيمِ صَلَاةً لَمَا أَقَامَ الْيَتِيمُ مَعَهُ وَلَا قَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ .
وَقَدْ رَوَى عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقَامَهُ
عَنْ يَمِينِهِ .

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعًا أَرَادَ إِدْخَالَ الْبَرَكَاتِ عَلَيْهِمْ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমগণ এতদনুসারে আমল করছেন। তাঁরা বলেন, ইমামের সাথে যদি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থাকে তবে পুরুষটি ইমামের ডান পাশে এবং মহিলাটি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে।

কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত জায়েয হওয়ার বিষয়ে ফকীহদের কেউ কেউ এই হাদীছটিকে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। তারা বলেন : বালকটির সালাত ধর্তব্যের নয়। সুতরাং এখানে রাসূল ﷺ-এর পিছনে আনাস (রা.) একা দাঁড়িয়েছিলেন বলে ধরা যায়।

কিন্তু এই ধরনের প্রমাণ পেশ করা বস্তুত ঠিক নয়। কারণ, রাসূল ﷺ তাঁর পিছনে আনাস (রা.)-এর সাথে এক বালককেও দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি যদি তার সালাতকে ধর্তব্য বলে গণ্য না করতেন তবে কখনও তাকে আনাস (রা.)-এর সঙ্গে দাঁড় করাতেন না বরং অবশ্যই আনাস (রা.)-কে তাঁর পাশে দাঁড় করাতেন। কেননা মূসা ইবন আনাস-এর সূত্রে আনাস (রা.) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন রাসূল ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। তখন তিনি তাঁকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন।

এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মূল হাদীছটি দ্বারা এই কথাও বুঝা যায় যে, উক্ত পরিবারের লোকদের বরকত দানের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ নফল হিসাবে ঐ দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ : ইমাম হওয়ার অধিক হকদার কে ?

٢٣٥. حَدَّثَنَا هَنَادُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ
الزُّبَيْدِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْرَهُمْ سِنًا ، وَلَا يَوْمُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يُجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ " . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ : قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ : "أَقْدَمَهُمْ سِنًا " .

২৩৫. হান্নাদ ও মাহমূদ (র.).....আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর কিতাব কুরআন অধ্যয়নে যে অধিক পারদর্শী সে ইমাম হবে। যদি অধ্যয়ন ক্ষেত্রে সকলেই এক বরাবর হয় তবে সুন্নাহ সম্পর্কে যে বেশি জ্ঞানী সে ইমামত করবে, সুন্নাহর ক্ষেত্রে সমান সমান হলে যে অগ্রে হিজরত করেছে সে ; আর হিজরতের ক্ষেত্রে এক সমান হলে যার বয়স বেশি সে ইমাম হবে। কারো কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার অনুমতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ইমামত করবে না এবং কারো বাড়িতে তার নিজস্ব বসার স্থানে অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কেউ বসবে না।

বর্ণনাকারী মাহমূদ বলেন, ইবন নুমায়র তাঁর রিওয়াযাতে **اكثروهم سنا** -এর স্থলে **اقدمهم سنا** শব্দ ব্যবহার করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَعَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

قَالُوا أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ .
وَقَالُوا : صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ ، إِذَا أَدِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِغَيْرِهِ فَلَابَّأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ .
وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ .

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَوْمُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ " فَإِذَا أَدِنَ فَأَرْجُو أَنْ الْأَذْنَ فِي الْكُلِّ وَلَمْ

يَرْبِهِ بَأْسًا إِذَا أَدِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ .

এই বিষয়ে আবু সাঈদ, আনাস ইব্ন মালিক, মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিছ এবং আমর ইব্ন সালিমা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবু মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক পাঠ অভিজ্ঞ এবং সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ইমামতের সর্বাপেক্ষা হকদার। তাঁরা আরও বলেন, বাড়ির মালিক যিনি, তিনিই তাঁর বাড়িতে ইমামতের বেশি হক রাখেন। আলিমদের কতক বলেন, বাড়ির মালিক যদি অন্য কাউকে ইমামত করার অনুমতি দেন তবে তার ইমামত করায় কোন দোষ নেই। আবার কতকজন এমতাবস্থায় ইমামত করা মাকরুহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তারা বলেন, সুন্নাহ হল বাড়ির কর্তারই ইমামত করা।

‘অনুমতি ভিন্ন কারো কর্তৃত্বাধীন এলাকায় অন্য কেউ ইমামত করবে না এবং কারো বাড়িতে অনুমতি ভিন্ন তার নিজস্ব বসার স্থানে বসবে না’-রাসূল ﷺ -এর এই উক্তির ব্যাখ্যায় ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) বলেন, যদি অনুমতি দেওয়া হয় তবে সর্বক্ষেত্রেই সেই অনুমতি প্রযোজ্য হবে বলে আমি মনে করি। অনুমতি দিলে সালাতের ইমামতীতে কোন দোষ হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

অনুচ্ছেদ : তোমাদের কেউ যদি লোকদের ইমামত করে তবে সে যেন সংক্ষেপে সালাত আদায় করে।

২২৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : " إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ " .

২৩৬. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যদি লোকদের ইমামত করে তবে সে যেন সংক্ষেপে সালাত আদায় করে। কেননা, জামাআতের লোকদের মধ্যে শিশু, বয়ঃবৃদ্ধ, দুর্বল ও অসুস্থ লোকও থাকে। আর কেউ যদি একাকী সালাত আদায় করে তবে সে যেভাবে ইচ্ছা তা আদায় করতে পারে।

لِأَبُو عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَنْسٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي وَاقِدٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَأَبِي مَسْعُودٍ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : اخْتَارُوا أَنْ لَا يُطِيلَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ مَخَافَةَ
لِمُشَقَّةِ عَلَى الضَّعِيفِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَأَبُو الزِّنَادِ اسْمُهُ "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ" .
وَالْأَعْرَجُ هُوَ "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ الْمَدِينِيُّ" وَيَكْنَى "أَبَا دَاوُدَ" .

এই বিষয় আদী ইব্ন হাতিম, আনাস, জাবির ইব্ন সামুরা, মালিক ইব্ন আবদিল্লাহ, আবু ওয়াকিদ, উছমান ইব্ন আবিল আস, আবু মাসউদ, জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ-এর অভিমত এই যে, দুর্বল, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের কষ্ট হবে আশংকায় ইমাম সালাত দীর্ঘ করবেন না।

রাবী আবু-যিনাদের নাম হল আবদুল্লাহ ইব্ন যাকওয়ান। আ' রাজের নাম হল আবদুর রহমান ইব্ন হুরমুয আল মাদীনী, তার উপনাম হল আবু দাউদ।

২২৭. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ" .

২৩৭. কুতায়বা (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ^{সালাত} ^{আনাস} ^{উমা} ^{সাহাব} সংক্ষেপে সালাত আদায় করতেন, তবে তা হত পূর্ণাঙ্গ।

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَاسْمُ أَبِي عَوَانَةَ "وَضَّاحُ" .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : سَأَلْتُ قُتَيْبَةَ قُلْتُ أَبُو عَوَانَةَ مَا اسْمُهُ ؟

قَالَ : وَضَّاحُ قُلْتُ أَيْنَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي كَانَ عَبْدًا لِمَرْأَةٍ بِالْبَصْرَةِ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

রাবী আবু আওয়ানা-এর নাম হল ওয়ায্যাহ। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আমি কুতায়বা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আবু আওয়ানার নাম কি? তিনি বললেনঃ ওয়ায্যাহ। আমি বললাম : ইনি কোন স্থানের ? তিনি বললেন জানি না। তিনি ছিলেন বসরার জনৈক মহিলার দাস।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَتَحْلِيلِهَا

অনুচ্ছেদ : যে বিষয় সালাতে অন্য জিনিস হারাম করে এবং যে বিষয় অন্য জিনিস হালাল করে সে বিষয়ের বিবরণ :

২৩৮. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفِ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا" .

২৩৮. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র.).....আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতের চাবি হল তাহারাৎ। তাকবীর তাহরীমা (সালাতের পরিপন্থী) সকল কাজ হারাম করে দেয় আর সালাম তা হালাল করে। কেউ যদি সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা না পড়ে তবে তার সালাত হয় না-তা ফরয হোক বা অন্য কিছু।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ .

قَالَ : وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذَا أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي أَوَّلِ "كِتَابِ الْوُضُوءِ" .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ .

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : أَنَّ

تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ مُسْتَمْلِيَّ وَكَيْعٍ يَقُولُ :

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا . " وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ وَأَخْطَأَ يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ فِي الْحَدِيثِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বললেন : আবু হুরায়রা (রা.)-এর এই হাদীছটি হাসান। একাধিক রাবী আবু যি'ব-এর সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ যখন সালাতে দাখিল হতেন তখন দুই হাত প্রসারিত করে উঠাতেন।

এই রিওয়াযাতটি ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামানের বরাতে বর্ণিত আগের রিওয়াযাতটির তুলনায় অধিক সহীহ। ইব্ন ইয়ামান এই হাদীছটির বর্ণনায় ভুল করেছেন।

২৪. قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا . "

২৪০. আবদুল্লাহ ইব্ন আব্দির রহমান-উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দিল মাজীদ আল-হানাফী ইব্ন আবী যি'ব (র.)-এর সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন হাত দু'টি প্রসারিত করে উপরে তুলতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ خَطَأٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : আবদুল্লাহ (র.) বলেছেন, এই রিওয়াযাতটি ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামানের রিওয়াযাতের তুলনায় অধিক সহীহ। ইব্ন ইয়ামানের রিওয়াযাতে ভুল বিদ্যমান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

অনুচ্ছেদ : তকবীরে উলার ফযীলত

২৪১. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَنَصْرُبْنُ عَلَى الْجَهْضَمِيِّ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ سَلَمُ بْنُ قَتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ

التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ : بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ .

২৪১. উকবা ইব্ন মুকরাম ও নাসর ইব্ন আলী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কেউ যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে জামা'আতে সালাত আদায় করে তবে তাকে দু'টি মুক্তি সনদ লিখে দেয়া হয় একটি হল জাহান্নাম থেকে মুক্তির, অপরটি হল মুনাফিকী থেকে মুক্তির।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَارُوى سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ .

وَأِنَّمَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَوْلُهُ " .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَوْلُهُ " .

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا .

وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ لَمْ يُدْرِكْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ يُكْنَى "أَبَا الْكَشُوْثَى" وَيُقَالُ "أَبُو عُمَيْرَةَ" .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আনাস (রা.) থেকে মওকূফরূপেও এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। সাল্ম ইব্ন কুতায়বা-তু'মা ইব্ন আমর-এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এটি মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। হাবীব ইব্ন আবী হাবীব আল-বাজালী (র.)-এর বরাতে এটি আনাস (রা.)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসমাঈল ইব্ন আয়্যাশ (র.) এটিকে উমারা ইব্ন গায়িয়া-আনাস ইব্ন মালিক-'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) সূত্রে রাসূল ﷺ-এর হাদীছ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তবে এই রিওয়াযাতটি মাহফুজ

বা সংরক্ষিত নয়। এটি মুরসাল। কেননা, উমারা ইব্ন গাযিয়া (র.)-এর আনাস (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ ঘটেনি।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (র.) বলেন, হাবীব ইব্ন আবী হাবীব-এর উপনাম হল আবুল কাশূহা; আবু উমায়রাও বলা হয়।

بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের শুরুতে কি বলবে

২৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرَّفَاعِيِّ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، ثُمَّ يَقُولُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ " .

২৪২. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসা আল-বসরী (র.)..... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন রাতে সালাতে দাঁড়াতে তখন তাকবীরের পর বলতেনঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

হে আল্লাহ, পবিত্রতা এবং প্রশংসা আপনারই; বরকতময় আপনার নাম, অতুল্য আপনার মর্যাদা, আর কোন ইলাহ নেই আপনি ছাড়া।

এরপর বলতেন :

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا

পরে বলতেন :

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ " .

আমি পানাহ চাই আল্লাহর যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ, অভিশপ্ত শয়তান ও তার ওয়াস-ওয়াসা, দস্ত ও যাদু-টোনা থেকে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ ،

وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ .

وَقَدْ أَخَذَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا مِمَّا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ"

وَهَكَذَا رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ .

وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَتَكَلَّمُ فِيهِ عَلَى

بْنِ عَلِيٍّ الرَّفَاعِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ .

এই বিষয়ে আলী, আইশা, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, জাবির, জুবার ইবন মুত'ইম ও ইবন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আলিমগণের একদল এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ বলেন যে, রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাকবীরের পর বলতেন :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। অধিকাংশ তাবিঈ ও অপরাপর আলিমগণ অনুরূপ আমল গ্রহণ করেছেন।

আবু সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটির সনদ সম্পর্কে হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ সমালোচনা করেছেন। প্রখ্যাত হাদীছ বিশেষজ্ঞ ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র.) এই হাদীছের রাবী আলী ইবন আলী আর-রিফাঈ-এর সমালোচনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন এই হাদীছটি সহীহ নয়।

٢٤٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا

افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ

وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ " .

২৪৩. হাসান ইব্ন আরাফা ও ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা (র.).....আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সালাত শুরু করার পর বলতেন :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَأَنْعَرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
وَحَارِثَةُ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ .

وَأَبُو الرَّجَالِ اسْمُهُ "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدِينِيُّ" .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই সূত্রটি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই হাদীছটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। রাবী হারিছার স্বরণশক্তি সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। আর আবুর-রিজালের নাম হল, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদির রাহমান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে না পড়া

٢٤٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
إِيَّاسٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ : "سَمِعَنِي
أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : فَقَالَ لِي : أَيُّ بُتَى
مُحَدَّثَ إِيَّاكَ وَالْحَدَّثُ ، قَالَ : وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ
أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ فِي الْإِسْلَامِ ، يَعْنِي : مِنْهُ قَالَ : وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ .
وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقُلُهَا
إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

২৪৪. আহমদ ইব্ন মানী' (র.).....ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ একদিন আমার পিতা আমাকে সালাতের মধ্যে জোরে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তে শুনে বললেনঃ প্রিয় বৎস, এ ধরনের কাজ বিদ'আত। তুমি অবশ্যই বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকবে। সাহাবীগণের নিকট ইসলামে বিদ'আত সৃষ্টি করার চেয়ে ঘৃণিত আর কোন বিষয় ছিল বলে আমি দেখিনি। তিনি আরো বললেনঃ আমি রাসূল ﷺ, আবু বকর, উমর, উছমান (রা.) সকলের সঙ্গে সালাত আদায় করেছি কিন্তু কাউকেই সালাতে এরূপভাবে জোরে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি। সুতরাং তুমিও এরূপভাবে বলবে না। যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন পড়বে, অলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন.....।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ
وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَغَرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ .
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ :
لَا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالُوا : وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান।

আবু বকর, উমর, উছমান, আলী (র.) প্রমুখ সাহাবী এবং অধিকাংশ তাবিঈ এই হাদীছ অনুসারেই আমল করেছেন। [ইমাম আবু হানীফা,] সুফইয়ান ছাওরী, ইবন মুবারাক, আহমদ, ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এই। তাঁরা সালাতে বিসমিল্লাহ.....জোরে পড়ার বিধান দেন না। তাঁরা বলেন, নীরবে তা পাঠ করবে।

بَابُ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে জোরে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়া

٢٤٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي
إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ
صَلَاتَهُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" .

২৪৫. আহমাদ ইবন আব্দা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল
ﷺ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের মাধ্যমে তাঁর সালাত শুরু করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ .
وَقَدْ قَالَ بِهَذَا عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ : أَبُو هُرَيْرَةَ
وَإِبْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ : رَأَوْا
الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ .
وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ .
وَأَبُو خَالِدٍ يُقَالُ هُوَ أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ وَأِسْمُهُ "هَرْمُزٌ" وَهُوَ كُوفِيٌّ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়।

আবু হুরায়রা, ইবন উমর, ইবন আব্বাস, ইবনু যুযায়র (রা.)-এর মত কতিপয় সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তী কিছু তাবিঈ সালাতে বিসমিল্লাহ....জোরে পড়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফিঈ, ইসমাইল ইবন হাম্মাদ-ইনি হলেন ইবন আবী সুলায়মান, আবু খালিদ (র.)ও অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন। এই আবু খালিদ হলেন আবু খালিদ আল-ওয়ালিবী, তাঁর নাম হল হরমুয। ইনি ছিলেন কূফার বাসিন্দা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অনুচ্ছেদ : সালাতে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন-এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করা

২৪৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

২৪৬. কুতায়বা (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ আবু বকর, উমর, উছমান (রা.) সকলেই আল-হামুদলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন থেকে কিরাআত শুরু করতেন।
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَعْنَاهُ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدَأُونَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ السُّورَةِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَقْرَأُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى أَنَّ يَبْدَأُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَنَّ يُجْهَرَ بِهَا إِذَا جُهِرَ بِالْقِرَاءَةِ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তীযুগের আলিমগণ অনুরূপ আমল করেছেন। তাঁরা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'-থেকে কিরাআত শুরু করতেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন : রাসূল ﷺ, আবু বকর, উমর ও উছমান (রা.) আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন-এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করতেন-এই হাদীছটির মর্ম হল যে, তাঁরা সূরা পাঠের পূর্বেই সূরা ফাতিহা পড়তেন। এ কথা নয় যে, তাঁরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতেন না। ইমাম শাফিঈ (র.) মনে করেন যে, সালাত বিসমিল্লাহপাঠের মাধ্যমে শুরু করতে হবে এবং কিরাআত জোরে পাঠ করা হলে বিসমিল্লাহ...ও জোরে পাঠ করতে হবে।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ : ফাতিহা ব্যতীত সালাত হয় না

২৪৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَنِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " .

২৪৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন আবী উমর ও আলী ইব্ন হুজর (র.).....উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে না তার সালাত হবে না।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ . وَأَبِي قَتَادَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا : لَا تُجْزَى صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خَدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ .

وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَشْحَقُ .

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ : اخْتَلَفْتُ إِلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَنَةً، وَكَانَ الْحُمَيْدِيُّ أَكْبَرَ مِنِّي بِسَنَةٍ . وَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ : حَجَّجْتُ سَبْعِينَ حَجَّةً مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيَّ .

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আইশা, আনাস, আবু কাতাদা ও আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, উবাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

উমর ইবনুল খাতাব, আলী ইবন আবী তালিব, জাবির ইবন আবদিল্লাহ, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) প্রমুখ সাহাবী এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতিরেকে সালাত জায়েয হবে না। ইবন মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক (র.)ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّائِمِينَ

অনুচ্ছেদ : আমীন বলা

٢٤٨. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنَبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرَ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ : آمِينَ ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ .

২৪৮. বুনদার (র.).....ওয়াইল ইবন হুজর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ-কে পাঠের পর “আমীন” বলতে শুনেছি। আর তিনি দীর্ঘস্বরে তা পাঠ করেছেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ - يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّائِمِينَ وَلَا يُخَفِّيَهَا .

وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ .

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ أَبِي الْعَنَبَسِ عَنْ

عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرَ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ : آمِينَ ، وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ : حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا وَأَخْطَأُ شُعْبَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : "عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ" وَإِنَّمَا هُوَ "حُجْرُ بْنُ عَنَبَسٍ وَيَكْنَى أَبَا السَّكَنِ" وَزَادَ فِيهِ "عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَإِنَّمَا هُوَ : عَنْ حُجْرٍ بْنِ عَنَبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ : "وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ" إِنَّمَا هُوَ "وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ" . قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، قَالَ : وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ .

এই বিষয়ে আলী ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। একাধিক সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিম এই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেনঃ নীরবে না বলে আমীন উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই।

২৪৯. শু'বা (র.) এই হাদীছটি সালামা ইব্ন কুহায়ল-হুজর আবুল আশ্বাস-আলকামা ইব্ন ওয়াইল - তার পিতা ওয়াইল (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠের পর আস্তে, আমীন বলেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, এই বিষয়ে সুফইয়ান (র.) বর্ণিত রিওয়ায়াতটি (২৪৮ নং) শু'বার রিওয়ায়াতটি (২৪৯ নং) থেকে অধিকতর সহীহ। শু'বা এই রিওয়ায়াতটির একাধিক স্থানে ভুল করেছেন। ক. তিনি সনদে হুজর আবুল আশ্বাস-এর কথা বলেছেন অথচ তিনি হলেন হুজর ইবনুল আশ্বাস, তাঁর উপনাম হল আবুস সাকান; খ. আলকামা ইব্ন ওয়াইলের নাম অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন অথচ এই সনদে আলকামার উল্লেখ হবে না; প্রকৃত সনদটি হল, হুজর ইব্ন আশ্বাস-ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা.) গ. তাঁর বর্ণনায় আছে। خفَضَ بِهَا صَوْتَهُ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নস্বরে আমীন পাঠ করেছেন অথচ প্রকৃত কথা হল مدَّ بِهَا صَوْتَهُ তিনি উচ্চস্বরে তা পাঠ করেছেন।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন : আমি ইমাম আবু যুরআকেও এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেনঃ সুফইয়ানের রিওয়ায়াতটিই অধিক সহীহ।

আলা ইব্ন সালিহ আল-আসাদীও সালামা ইব্ন কুহায়লের সূত্রে এই হাদীছটি সুফইয়ানের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنَبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবান-আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র আলা ইব্ন সালিহ আল-আসাদী-ইব্ন কুহায়ল-হুজর ইব্ন আন্বাস-ওয়াইল ইব্ন হুজর সূত্রে সুফইয়ানের অনুরূপ এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّامِينِ

অনুচ্ছেদ : আমীন বলার ফযীলত

٢٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

২৫০. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ ইমাম যখন আমীন বলবে তোমরাও তখন আমীন বলবে। কারণ ফেরেশতাগণের আমীন বলার সাথে যার আমীন বলা হবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّكُوتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে দুইবার নীরবতা প্রসঙ্গে

٢٥١. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : " سَكُوتَانِ خَفِظَتْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقَالَ حَفِظْنَا سَكْتَةً - فَكَتَبْنَا إِلَى أَبِي بَنْ
كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَكَتَبَ أَبِي أَنَّ حَفِظَ سَمُرَةَ " قَالَ سَعِيدٌ : فَقُلْنَا لِقِتَادَةَ
مَا هَاتَانِ السَّكَتَتَانِ ؟ قَالَ : إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ
بَعْدَ ذَلِكَ : وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ : وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ
يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفْسُهُ .

২৫১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.).....সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সালাতে দুই স্থানে নীরবতার কথা স্মরণ রেখেছি। ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) এ কথা প্রত্যাখান করে বললেন : আমরা এক স্থানের নীরবতার কথা জানি। রাবী হাসান বলেন, আমরা এই বিষয়ে মদীনার উবাই ইবন কা'ব (রা.)-কে লিখলে তিনি আমাদের লিখে জানালেন যে, সামুরাই সঠিক স্মরণ রেখেছেন।

রাবী সাঈদ বলেনঃ আমরা কাতাদাকে বললাম, এই নীরবতার স্থান কোন দুইটি ?

তিনি বললেনঃ একটি হল, সালাত শুরু পর; আরেকটি হল, কিরাআতের পর। পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন, আরেকটি হল, وَلَا الضَّالِّينَ পাঠের পর। শ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসার উদ্দেশ্যে কিরাআত শেষে কিছুক্ষণ নীরব থাকা তিনি পছন্দ করতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ بَعْدَ مَا يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَبَعْدَ الْفَرَغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ .
وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَأَصْحَابُنَا .

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

একাধিক আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা সালাত শুরুর পর এবং কিরাআত শেষে কিছুক্ষণ নীরব থাকা ইমামের জন্য মুস্তাহাব বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ, ইসহাক (র.) ও আমাদের উস্তাদগণের অভিমত এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

২৫২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمُنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ".

২৫২. কুতায়বা (র.).....কাবীসা ইব্ন হলব তাঁর পিতা হলব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ যখন আমাদের ইমামত করতেন তখন ডান হাত দিয়ে তাঁর বাম হাত ধারণ করতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَغُطَيْفِ بْنِ الْحَرِثِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ هَلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ يَضَعُ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ .

وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ يَضَعُهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ يَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ .

وَأِسْمُ هَلْبٍ يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِي .

এই বিষয়ে ওয়াইল ইব্ন হুজর, গুতায়ফ ইবনুল হারিছ, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসউদ ও সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.)-বলেন, হলব (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তীযুগের আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারেই আমল করেছেন। তাঁরা সালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ উভয় হাত নাভির উপর স্থাপন করার আর কেউ কেউ নাভির নীচে স্থাপন করার অভিমত দিয়েছেন। তবে আলিমগণের নিকট এই উভয় সুরতেরই অবকাশ রয়েছে।

হলব (রা.)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্ন কুনাফা আত্-তাঈ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : রুকু ও সিজদার সময় তাকবীর বলা

২৫৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " .

২৫৩. কুতায়বা (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ প্রত্যেক উঠা, নামা, দাঁড়ান ও বসার সময় তাকবীর বলতেন। আবু বকর ও উমর (রা.) ও অনুরূপ করতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَنْسٍ وَأَبْنِ عُمَرَ وَأَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ وَأَبِي مُوسَى وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَغَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ .

এই বিষয়ে আবু হুরায়রা, আনাস, ইবন উমর, আবু মালিক আল-আশআরী, আবু মুসা, ইমরান ইবন হুসায়ন, ওয়াইল ইবন হুজর ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আবু বকর, উমর, উছমান, আলী (রা.) প্রমুখ সাহাবী, তাবিঈ ও সাধারণভাবে ফকীহ ও আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারেই আমল করেছেন।

بَابُ مِنْهُ آخَرُ

এ সম্পর্কে আর একটি অনুচ্ছেদ

২৫৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي " .

২৫৪. আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সিজদায় গমনের সময় তাকবীর বলতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ،
قَالُوا : يُكَبِّرُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَهْوِي لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন রুকু ও সিজদায় গমনের সময় তাকবীর বলবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকু-এর সময় হাত তোলা

২৫৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ" وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ "وَكَانَ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" .

২৫৫. কুতায়বা (র.).....সালিম তাঁর পিতা ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন এবং রুকুতে যেতেন; রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন।

ইব্ন আবী উমর তাঁর রিওয়াযাতে আরো উল্লেখ করেনঃ রাসূল ﷺ দুই সিজদার মাঝে হাত উঠাতেন না।

২৫৬. قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ .

২৫৬. ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, ফাযল ইবনুস সাব্বাহ আল-বাগদাদী (র.) ও সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না-যুহরী (র.)-এর সনদে ইব্ন আবী উমারের অনুরূপ এই হাদীছটি রিওয়াযাত করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ،

وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَجَابِرَ وَعُمَيْرَ اللَّيْثِيَّ .
 قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُمْ وَمِنَ التَّابِعِينَ : الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَنَافِعٌ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ .

وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَسْحَقُ .

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ " .

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَمَلِيِّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ .

قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَرَى رَفَعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ .

وَقَالَ يَحْيَى : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : كَانَ مَعْمَرٌ يَرَى رَفَعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ .

وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ : كَانَ سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعُمَرُ بْنُ هُرُونَ وَالنَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعُوا وَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
 وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ .
 وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ .

এই বিষয়ে বারা ইবন 'আযিব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান। একাধিক সাহাবী ও তাবিঈ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (ইমাম আবু হানীফা), সুফইয়ান ছাওরী (র.) ও কূফাবাসী আলিমদের অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকুতে হাটুদ্বয়ে হাত রাখা

٢٥٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ : قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
 "إِنَّ الرُّكْبَ سُنَّتٌ لَكُمْ ، فَخُذُوا بِالرُّكْبِ " .

২৫৮. আহমদ ইবন মানী (র.).....আবু আবদির রাহমান আস-সুলামী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, তোমাদের জন্য (রুকুতে) হাটুদ্বয় ধারণ করা সূনাত হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা ধারণ করবে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَأَنْسٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ .
 قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
 وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ ، إِلَّا مَا رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ : أَنَّهُمْ كَانُوا يُطَبِّقُونَ .
 وَالتَّطْبِيقُ مَنَسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

এই বিষয়ে সা'দ, আনাস, আবু হুমায়দ, আবু উসায়দ, সাহল ইবন সা'দ, মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা, আবু মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারেই আমল করেছেন। ইবন মাসউদ (রা.) ও তাঁর কতিপয় শাগরিদ ব্যতীত এই বিষয়ে কারো কোন মতবিরোধ নেই। ইবন মাসউদ (রা.) ও তাঁর কতিপয় শাগরিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রুকুতে তাঁরা দুই হাত একত্রে মিলিয়ে উরুর মাঝে চেপে ধরতেন। আলিমগণ এই বিষয়টি মানসূখ বা রহিত বলে গণ্য করেছেন।

২৫৭. قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: "كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ فَتُهَيِّنَا عَنْهُ وَأَمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الْأَكْفَ عَلَى الرُّكْبِ" قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ بِهَذَا .

২৫৯. সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমরা পূর্বে রুকুর মাঝে এইরূপ করতাম। পরে আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করে দেওয়া হয় এবং হাঁটুতে হাত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কুতায়বা (র.).....সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে উক্ত রিওয়াযাতি বর্ণনা করেছেন।

وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ إِسْمُهُ "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ"
وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ إِسْمُهُ "مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ"
وَأَبُو حَصِينٍ إِسْمُهُ "عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ"
وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِسْمُهُ "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ"
وَأَبُو يَعْفُورٍ "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ"
وَأَبُو يَعْفُورٍ الْعَبْدِيُّ إِسْمُهُ "وَاقِدٌ" وَيُقَالُ "وَقْدَانُ" وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى . وَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

আবু হুমায়দ আস-সাদ্দির নাম হল আবদুর রহমান ইবন সা'দ ইবনুল মুনযির। আবু উসায়দ আস-সাদ্দির নাম হল মালিক ইবন রাবীআ। আবু হাসীনের নাম হল উছমান ইবন আসিম আল-আসাদী। আবু আবদির রাহমান আস-সুলামীর নাম হল আবদুল্লাহ ইবন হাবীব। আবু ইয়াফুরের নাম হল আবদুর রহমান ইবন উবায়দ ইবন নিসতাস। আবু ইয়াফুর আল-

- আবদীর নাম হল ওয়াকীদ, মতান্তরে ওয়াকদান। তিনি হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবী আওফা থেকে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। উভয় আবু ইয়াফুর ছিলেন কূফার বাসিন্দা।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকূর সময় হাত দু'টি শরীরের পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখা

২৬০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : "اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ " .

২৬০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার বুনদার (র.).....আম্বাস ইব্ন সাহল (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একবার আবু হুমায়দ, আবু উসায়দ, সহল ইব্ন সা'দ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা.) প্রমুখ একস্থানে একত্রিত হলেন। তাঁরা রাসূল (সা.)-এর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আবু হুমায়দ (রা.) বললেনঃ রাসূল ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে আমি ভাল জানি। রাসূল ﷺ রুকূর সময় দুই হাঁটুতে তাঁর দুই হাত এমনভাবে স্থাপন করছিলেন যে, যেন তিনি হাঁটু দু'টি ধরে আছেন এবং হাত দুটো পার্শ্বদেশ থেকে দূরে সরিয়ে ধনুর ছিলার মত তা বানিয়ে নিয়েছিলেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ : أَنَّ يُجَافِي الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবু হুমায়দ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

রুকূ এবং সিজদার সময় পার্শ্বদেশ থেকে হাত পৃথক রাখার বিধানটিই আলিমগণ গ্রহণ

করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : রুকু এবং সিজদার তাসবীহ ।

২৬১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِثْبٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يَزِيدَ الْهَذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ . وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى : ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ " .

২৬১. আলী ইব্ন হজর (র.).....ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যদি রুকুতে তিনবার "সুবহানা রাব্বিআল আযীম" পাঠ করে নেয় তবে তাঁর রুকু পূর্ণ হল। আর এ হল সর্বনিম্ন পরিমাণ। এমনিভাবে কেউ যদি সিজদার মাঝে "সুবহানা রাব্বিআল আলা" তিনবার পাঠ করে নেয় তবে তার সিজদাও পূর্ণ হল। আর এ হল সর্বনিম্ন পরিমাণ।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ يَمْتَصِلُ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنُ مَسْعُودٍ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ .
وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيحَاتٍ لِكَيْ يُدْرِكَ مَنْ خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ .
وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ .

এই বিষয়ে হযায়ফা ও উকবা ইব্ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর এই রিওয়াযাতটির সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন নয়। ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর সাথে রাবী আওন ইব্ন আবদিল্লাহ (র.)-এর সাক্ষাত হয়নি।

আলিম ও ফকীহগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা রুকু এবং সিজদায় তাসবীহ পাঠের ক্ষেত্রে তিনবার অপেক্ষা কম না করা মুস্তাহাব বলে মত পোষণ করেন।

ইব্ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ ইমামের জন্য পাঁচবার করে তাসবীহ পাঠ করা মুস্তাহাব যাতে তাঁর পিছনে যারা আছে তারা যেন তিনবার তা পাঠ করার সুযোগ পায়। ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.) ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

২৬২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: "أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةٍ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا أَتَى عَلَى آيَةٍ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ".

২৬২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).....হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাত পড়েছেন। রাসূল ﷺ রুকুতে "সুবহানা রাব্বিআল আযীম" এবং সিজদায় "সুবহানা রাব্বিআল আলা" পাঠ করতেন। রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করলে থামতেন এবং রহমতের দু'আ করতেন। আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করলে থামতেন এবং তা থেকে পানাহ চাইতেন।^১

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

২৬৩. قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ: نَحْوَهُ.

২৬৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....শুবা (র.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। وَقَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ "أَنَّهُ صَلَّى بِاللَّيْلِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

হুযায়ফা (রা.) থেকে এই হাদীছটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে রাতে সালাত আদায় করেছেন.....

১. এটি নফল সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : রুকু এবং সিজদায় কিরাআত নিষিদ্ধ

২৬৪. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعْصَفَرِ وَعَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ " .

২৬৪. ইসহাক ইব্ন মুসা আনসারী (র.).....আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ রেশম, কুসুম রঙ্গের কাপড়, স্বর্ণের আংটি এবং রুকুতে কুরআন পাঠ করা নিষেধ করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَرِهُوا الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আলী (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। সাহাবী ও পরবর্তীযুগের আলামগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা রুকু এবং সিজদায় কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : যদি কেউ রুকু এবং সিজদায় পিঠ স্থির না রাখে

২৬৫. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تُجْزَى صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ يَعْني صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .

২৬৫. আহমদ ইব্ন মানী' (র.).....আবু মাসউদ আল-আনসারী আল-বাদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ রুকু ও সিজদার সময় যদি কেউ তার পিঠ স্থির না রাখে তবে তার সালাত হবে না।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ وَأَنْسَرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرِفَاعَةَ الزُّرْقِيِّ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : يَرَوْنَ أَنَّ يُقِيمُ الرَّجُلُ صَلَّاهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : مَنْ لَمْ يُقِمِ صَلَّاهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ ، لِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ "لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صَلَّاهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" .
وَأَبُو مَعْمَرٍ إِسْمُهُ "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ" .

وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ الْبَذَرِيُّ إِسْمُهُ "عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو" .

এই বিষয়ে আলী ইব্ন শায়বান, আনাস, আবু হুরায়রা, রিফাআ আয-যুরাকী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবু মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী ও পববর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করে থাকেন। তাঁরা রুকু ও সিজদার সময় পিঠ স্থির রাখার বিধান দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেনঃ রুকু ও সিজদার সময় পিঠ স্থির না রাখলে সালাত ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ কেউ যদি রুকু এবং সিজদায় তার পিঠ স্থির না রাখে তবে তার সালাত হবে না।

রাবী আবু মা'মারের নাম হল আবদুল্লাহ ইব্ন সাখবারা। আর আবু মাসউদ (রা.) আনাসারী ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। তাঁর নাম হল উকবা ইবন আমর।

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে মাথা তোলার সময় কি বলবে ?

২৬৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، مِلءَ السَّمُوتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ " .

২৬৬. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ রুকু থেকে মাথা তোলার সময় বলতেনঃ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمُوتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ -

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى وَابْنِ جُحَيْفَةَ وَابْنِ سَعِيدٍ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ قَالَ : يَقُولُ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ : يَقُولُ هَذَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَقُولُهَا فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَإِنَّمَا يُقَالُ "الْمَاجِشُونِي" لِأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ الْمَاجِشُونِ .

এই বিষয়ে ইব্ন উমর, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন আবী আওফা, আবু জুহায়ফা, এবং আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই। তিনি বলেন, ফরয ও নফল সবক্ষেত্রে এই

১. আল্লাহ তা'আলা প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেছেন। হে আমাদের রব, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আকাশ ও পৃথিবী এর মাঝে যা কিছু আছে এবং এ ছাড়াও আপনি যে পরিমাণ চান তা সব পরিপূর্ণ করে দেব এমন প্রশংসা আপনারই জন্য।

দু'আ প্রযোজ্য। কৃফাবাসী আলিমগণের কেউ কেউ বলেনঃ এটি নফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফরযের ক্ষেত্রে এই দু'আ পড়বে না।

بَابُ مِنْهُ آخَرُ

এই বিষয় আরেকটি অনুচ্ছেদ

২৬৭. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

২৬৭. ইসহাক ইবন মুসা আল-আনসারী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইমাম যখন سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা বলবে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ফেরেশতাদের এই দু'আর অনুরূপ যার দু'আ পাঠ হবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " وَيَقُولَ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُ : يَقُولَ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " مِثْلَ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ .
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَقُ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমদের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেনঃ তাঁরা বলেনঃ ইমাম বলবে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ আর মুজাদীরা বলবেঃ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিमतও এ-ই।

ইবন সীরীন প্রমুখ বলেনঃ ইমামের মত তাঁর পিছনের মুজাদীরাও একই দু'আ পাঠ

করবেঃ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (র.) ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদার সময় দুই হাত রাখার পূর্বে দুই হাঁটু রাখা

২৬৮. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

২৬৮. সালামা ইব্ন শাবীব, আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর, আহমদ ইব্ন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী. হাসান ইব্ন আলী আল হুলওয়ানী এবং আরো একাধিক রাবী (র.).....ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন সিজদা করছিলেন তখন দুই হাত রাখার আগে দুই হাঁটু রাখছিলেন। আর যখন সিজদা থেকে উঠছিলেন তখন দুই হাঁটুর আগে দুই হাত তুলছিলেন।

قَالَ: زَادَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: وَلَمْ يَرَوْا شَرِيكَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ مِثْلَ هَذَا عَنْ شَرِيكَ.

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَرَوْنَ أَنَّ يَضَعُ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

وَرَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمِ هَذَا مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ.

হাসান ইব্ন আলী (র.) তাঁর রিওয়াযাতে আরো উল্লেখ করেন যে, রাবী ইয়াযীদ ইব্ন হারুন বলেনঃ আসিম ইব্ন কুলায়ব থেকে শরীক (র.) এই হাদীছটি ছাড়া আর কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নি।

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব ও হাসান। শরীক (র.) ছাড়া আর কেউ এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন যে, সিজদায় যাওয়ার সময় হাতের আগে দুই হাঁটু রাখবে আর উঠার সময় হাঁটুর পূর্বে দুই হাত উঠাবে।

আসিমের সূত্রে হাম্মাম (র.) এই হাদীছটি মুরসাল রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে ওয়াইল ইব্ন হজর (রা.)-এর উল্লেখ করেননি।

بَابُ آخِرُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আর একটি অনুচ্ছেদ

২৬৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرَكَ الْجَمَلِ ؟".

২৬৯. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ উটের মত তোমরা সালাতেও হাঁটুর আগে হাত রেখে সিজদায় যাচ্ছ ?

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيُّ ضَعْفُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ .

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন : আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি গরীব। রাবী আবুয-যিনাদ (র.) থেকে অন্য কোনভাবে এটির রিওয়ায়াত আছে বলে আমাদের জানা নেই। আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আল-মাকবুরী-এর সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। হাদীছ বিশেষজ্ঞ ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র.) প্রমুখ আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আল-মাকবুরীকে যঈফ বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

অনুচ্ছেদ : নাক ও কপালের উপর সিজদা প্রদান

২৭. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بَنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ

سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ .
كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمَكَنَ أَنْفَهُ وَجِبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ
كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ .

২৭০. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার বুনদার (র.).....আবু হুমায়দ আল-সাদ্দি (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সিজদার সময় তাঁর নাক ও কপালকে মাটিতে স্থির করে স্থাপন করতেন, শরীরের দুই পার্শ্ব থেকে হাত দুটো সরিয়ে রাখতেন এবং কাঁধ বরাবর দুই হাত রাখতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ .
قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ .
فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُجْزئُهُ وَقَالَ
غَيْرُهُمْ : لَا يُجْزئُهُ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ .

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, ওয়াইল ইবন হুজর এবং আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু হুমায়দ (র.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, নাক ও কপাল উভয়ের উপর সিজদা করতে হবে। কেউ যদি নাক বাদ দিয়ে কেবল কপালের উপর সিজদা করে তবে একদল আলিম বলেন যে তা যথেষ্ট হবে। অপর একদল বলেন, কপাল ও নাক উভয়ের উপর সিজদা না করা পর্যন্ত সিজদা হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ آيُنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ

অনুচ্ছেদ : সিজদার সময় চেহারা কোথায় রাখবে?

٢٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ
"قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ آيُنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ ؟ فَقَالَ بَيْنَ
كَفَّيْهِ ."

২৭১. কুতায়বা (র.).....আবু ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি বারা ইব্ন আযিব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সিজদার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চেহারা কোথায় রাখতেন? তিনি বললেন : দুই হাতের মাঝে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنْ تَكُونَ يَدَاهُ قَرِيبًا مِّنْ أُذُنَيْهِ .

এই বিষয়ে ওয়াইল ইব্ন হুজর ও আবু হুমায়দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

বারা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এই হাদীছ অনুসারে আলিমদের কেউ কেউ বলেন : সিজদার সময় হাত দুই কানের কাছাকাছি থাকবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ

অনুচ্ছেদ : সপ্ত অঙ্গে সিজদা প্রদান

২৭২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجْدًا مَعَهُ سَبْعَةٌ أَرَابَ : وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ" .

২৭২. কুতায়বা (র.).....আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে তার সাতটি অঙ্গও সিজদা করে-তার চেহারা, তার দুই করতল, দুই হাঁটু এবং দুই পা।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْعَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, আবু হুরায়রা, জাবির ও আবু সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দ্বিসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন।

২৭৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَلَا يَكُفُّ شَعْرَهُ وَلَا ثِيَابَهُ " .

২৭৩. কুতায়বা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ সপ্ত অঙ্গে সিজদা করতে এবং সিজদাকালে চুল ও কাপড় ফিরিয়ে না রাখতে নির্দেশিত হয়েছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদার সময় দুই হাত পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে রাখা

২৭৪. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَقْرَمِ الْخَزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْقَاعِ مِنْ نَمْرَةٍ فَمَرَّتْ رَكْبَةٌ فَأَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي قَالَ : فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتِي ابْطِئِهِ إِذَا سَجَدَ أَيَّ بَيَاضِهِ " .

২৭৪. আবু কুরায়ব (র.).....আবদুল্লাহ ইবন আকরাম আল খুযাঈ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি আমার পিতার সঙ্গে আরাফার নামিরা ময়দানের একটি প্রশস্ত উপত্যকায় ছিলাম। এমন সময় একটি ছোট দল এদিক দিয়ে অতিক্রম করে গেল। তখন দেখলাম রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। সিজদার সময় তাঁর বগলের নীচ-এর শুভ্রতা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ بُحَيْنَةَ وَجَابِرٍ وَأَحْمَرَ بْنَ جَزْءٍ وَمَيْمُونَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي أُسَيْدٍ وَسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَمُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَعَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَأَحْمَرَ بْنَ جَزْءٍ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ .

قَالَ أَبُو عِيْسَى : حَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَقْرَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، لَنْعَرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ .

وَلَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ : وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيُّ إِنَّمَا لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَمَ الزُّهْرِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ كَاتِبُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ .

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, ইব্ন বুহায়না, জাবির, আহমার ইব্ন জায়, মায়মূনা, আবু হুমায়দ, আবু মাসউদ, আবু উসায়দ, সাহল ইব্ন সা'দ, মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা, বারা ইব্ন আযিব, আদী ইব্ন আমীরা ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন, আহমার ইব্ন জায় রাসূল-এর একজন সাহাবী; তাঁর থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আকরাম (র.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। দাউদ ইব্ন কায়স (র.)-এর সূত্র ছাড়া অন্য কোন সনদে এটির রিওয়াযাত আছে বলে আমাদের জানা নেই। আবদুল্লাহ ইব্ন আকরামের বরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্য কোন হাদীছ বর্ণিত আছে বলেও আমাদের জানা নেই।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আকরাম খুযাঈ থেকে এই একটি হাদীছই বর্ণিত আছে।

আর আবদুল্লাহ ইব্ন আকরাম আয-যুহরী ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী এবং আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর লিপিকার।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন

٢٧٥. حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ " .

২৭৫. হান্নাদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে তখন সে যেন মধ্যপত্ৰা অবলম্বন করে ১ এবং কুকুরের মত কনুই পর্যন্ত হাত যেন বিছিয়ে না রাখে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَلٍ ، وَأَنْسٍ ، وَالْبَرَاءِ ، وَابْنِ حُمَيْدٍ ، وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ الْأَعْتِدَالَ فِي السُّجُودِ وَيَكْرَهُونَ الْأَفْتِرَاشَ كَأَفْتِرَاشِ السَّبْعِ .

এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্ন শিবল, বারা, আনাস, আবু হুমায়দ, আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। সিজদার মাঝে মধ্যপত্ৰা অবলম্বন করা পছন্দনীয় বলে এবং হিংস্র জন্তুর মত কনুই পর্যন্ত হাত বিছিয়ে রাখা মাকরুহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

٢٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلَاةِ بِسَطِ الْكَلْبِ" .

২৭৬. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র.).....কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ তোমরা সিজদায় মধ্যপত্ৰা অবলম্বন করবে। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত কনুই পর্যন্ত হাত বিছিয়ে না থাকে।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদায় ভূমিতে হস্তদ্বয় স্থাপন করা এবং দুই পা খাড়া রাখা

٢٧٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ

১. সিজদায় মধ্যপত্ৰা অবলম্বনের অর্থ হল, হাত শরীরের সাথে একবারে মিশিয়ে রাখা বা খুব সরিয়ে রাখার মাঝামাঝি পত্ৰা অবলম্বন, হস্তদ্বয় ভূমিতে যথাযথভাবে স্থাপন করা, কনুই দু'টো ভূমি থেকে উঠিয়ে রাখা এবং সে দু'টো উরু ও পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে রাখা।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ " .

২৭৭. আবদুল্লাহ ইবন আবদির রাহমান.....সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ হস্তদ্বয় ভূমিতে স্থাপন করতে এবং পা দু'টো খাড়াভাবে স্থাপিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২৭৮. আবদুল্লাহ (র.).....আমির ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ হস্তদ্বয় ভূমিতে স্থাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন অতঃপর তিনিও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি সনদে আমিরের পিতা সা'দ (রা.)-এর বরাত উল্লেখ করেননি।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ " مُرْسَلٌ .

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَهَيْبٍ .

وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَاخْتَارُوهُ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল কাত্তান প্রমুখ হাদীছবিদ মুহাম্মাদ ইবন আজলান-মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম-আমির ইবন সা'দ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ হস্তদ্বয় ভূমিতে স্থাপন করতে এবং দুই পা খাড়াভাবে স্থাপিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই হাদীছটি মুরসাল। এই সূত্রটি উহায়ব (র.) উল্লিখিত সূত্র (নং ২৭৭ হাদীছ) থেকে অধিকতর সহীহ।

এই হাদীছ অনুসারে আমল করার বিষয়ে আলিমগণের কোন মতবিরোধ নেই। সকলেই এটা গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : রুকু ও সিজদা থেকে মাথা তুলে পিঠ সোজা রাখা

২৭৯. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : "كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ : قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ " .

২৭৯. আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুসা আল-মারওয়াযী (র.).....বারা ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর সালাতে রুকু থেকে মাথা তোলা, সিজদা এবং সিজদা থেকে মাথা তোলা প্রায় সমান সমান ছিল।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

২৮০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ نَحْوَهُ .

২৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....আল-হাকাম (র.) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ বারা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : ইমামের আগে রুকু ও সিজদায় যাওয়া মাকরুহ

২৮১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ : "كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَسْجُدُ " .

২৮১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....বারা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম। তিনি রুকু থেকে মাথা তুলতেন। পরে তিনি সিজদায় না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ ঝুঁকাত না। তিনি সিজদায় গেলে পর আমরাও সিজদায় যেতাম।

১. রুকুতে যতক্ষণ কাটাতেন প্রায় ততক্ষণ রুকু থেকে উঠে কাটাতেন, সিজদায় যতক্ষণ কাটাতেন প্রায় ততক্ষণ সিজদা থেকে উঠে কাটাতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الْجِيُوشِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَبِهِ يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ : إِنَّ مَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ الْإِمَامَ فِيمَا يَصْنَعُ :
لَا يَرْكَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رُكُوعِهِ وَلَا يَرْفَعُونَ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا .

এই বিষয়ে আনাস, মুআবিয়া, ইব্ন মাসআদা সাহিবুল জুযুশ, আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ বারা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণের অভিমত এই যে, ইমামের পিছনে যারা থাকবে তারা ইমামের সকল কাজে অনুসরণ করে চলবে। ইমাম রুকুতে না যাওয়া পর্যন্ত তারা রুকুতে যাবে না। ইমাম মাথা না তোলা পর্যন্ত তারা মাথা তুলবে না। এই বিষয়ে আলিমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَقْعَاءِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার মাঝে নিতম্ব ভূমিতে রেখে দুই হাঁটু খাড়া করে বসা মাকরুহ
২৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا
إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
"يَا عَلِيُّ أَحِبُّ لَكَ مَا أَحَبُّ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَقْعُ بَيْنَ
السُّجُودَيْنِ" .

২৮২. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদির রাহমান (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একদিন বলেছেন : হে আলী, আমার জন্য যা পছন্দ করি তোমার জন্যও তা পছন্দ করি, আমার জন্য যা না পছন্দ করি তোমার জন্যও তা না পছন্দ করি। দুই সিজদার মাঝে নিতম্ব ভূমিতে রেখে দুই হাঁটু তুলে বসবে না।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لَانَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ .

وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَرْثَ الْأَعْوَرَ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَكْرَهُونَ الْأَقْعَاءَ .
قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবু ইসহাক-হারিছ-আলী (রা.) এই সূত্রে ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আলী (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। কোন কোন হাদীছ বিশেষজ্ঞ হারিছ আ' ওয়ারকে যঈফ বলেছেন।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেনঃ দুই সিজদার মাঝে এই ধরনের বসা মাকরুহ।

এই বিষয়ে আইশা, আনাস ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْأَقْعَاءِ

• অনুচ্ছেদ : এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে।

٢٨٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : "قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْأَقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ - قَالَ : هِيَ السُّنَّةُ ، فَقُلْنَا : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ قَالَ : بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

২৮৩. ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা (র.).....তাউস (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে দুই পা খাড়া করে বসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেনঃ এতো সুনাত। আমি বললামঃ আমরা তো এটিকে গোঁয়ো রুঢ়তা বলে মনে করি। তিনি বললেনঃ না, বরং তা তোমাদের নবীজী ﷺ এর সুনাত।^১

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَرَوْنَ بِالْأَقْعَاءِ بَأْسًا .

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْفَقْهِ وَالْعِلْمِ .

قَالَ : وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الْأَقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

১. ইমাম খাতাবী বলেন : হাদীছটি যঈফ এবং মানসূখ।

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবীগণের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা এই ধরনের বসায় কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না, মক্কাবাসী কতিপয় আলিম ও ফকীহ-এর অভিমতও এ-ই। তবে অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ এই ধরনের বসা মাকরুহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার মাঝের দু'আ

২৮৪. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي".

২৮৪. সালামা ইব্ন শাবীব (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ দুই সিজদার মাঝে বলতেনঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي .

—‘হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং আমাকে রিয়ক দান করুন।

২৮৫. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ نَحْوَهُ .

২৮৫. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.).....কামিল আবুল আলা (র.)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ : أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وَهَكَذَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ .

وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ : يَرَوْنَ هَذَا جَائِزًا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ .

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ مُرْسَلًا .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব।

এই বিষয়ে আলী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন : ফরয ও নফল সকল ক্ষেত্রেই এইরূপে বলা জায়েয আছে। [ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে এটা কেবল নফল সালাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য]

কোন কোন রাবী কামিল আবুল আলা (র.)-এর বরাতে এটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَعْتِمَادِ فِي السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদার সময় কিছতে ভর দেওয়া

২৮৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : "اشْتَكَى بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا فَقَالَ : اسْتَعِينُوا بِالرُّكْبِ ."

২৮৬. কুতায়বা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর নিকট সিজদার সময় হাত শরীর থেকে সরিয়ে রাখলে কষ্ট হয় বলে উযর করলে তিনি বলেছিলেনঃ এই ক্ষেত্রে তোমরা হাঁটুর সাহায্য গ্রহণ করো।^১

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَأَنَّهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا . وَكَانَ رِوَايَةً هَؤُلَاءِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ লায়ছ-ইব্ন আজলান (র.)-এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সনদে আবু সালিহ-আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না প্রমুখ-সুমাঈ-নুমান ইব্ন আরী আয়্যাশ সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীছ রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এই রিওয়াযাতটি লায়ছের রিওয়াযাত অপেক্ষা সহীহ।

১. কনুই ও হাঁটুতে ভর দিয়ে সিজদা করো। এতে কষ্ট কম হবে।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ النُّهُوضِ مِنَ السُّجُودِ

অনুচ্ছেদ : সিজদা থেকে কিভাবে দাঁড়াবে

২৮৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وَثْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

২৮৭. আলী ইব্ন হুজর (র.).....মালিক ইব্ন হওয়ায়রিছ আল-লায়ছী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি যখন বেজোড় রাক' আতের সিজদা থেকে উঠতেন তখন সোজা হয়ে না বসে উঠতেন না।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا .
وَمَالِكٌ يُكْنَى "أَبَا سُلَيْمَانَ" .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেন : মালিক ইব্ন হওয়ায়রিছ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম ইসহাক (র.) এবং আমাদের উস্তাদগণেরও কারো কারো অভিমত এ-ই।

মালিক (র.)-এর কুনিয়ত বা উপনাম হল আবু সুলায়মান।

بَابُ مِنْهُ أَيُّضًا

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

২৮৮. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْيَاسِ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ" .

২৮৮. ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ পায়ে অথবা ভর দিয়ে সালাতের সিজদা থেকে দাঁড়াতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ .
وَخَالِدُ بْنُ الْيَاسِ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَالَ وَيُقَالُ "خَالِدُ بْنُ الْيَاسِ"
أَيْضًا .

وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوَّامَةِ هُوَ "صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ" .
وَأَبُو صَالِحٍ اسْمُهُ نَبْهَانٌ وَهُوَ مَدَنِيٌّ .

ইমাম আবু ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আলিমগণ আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে সালাতের সিজদা থেকে দাঁড়ান পছন্দনীয় বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে এই হাদীছের রাবী খালিদ ইব্ন ইলয়াস যঈফ। তাঁকে খালিদ ইব্ন ইয়াসও বলা হয়। তাও আমার মাওলা বা আযাদকৃত দাস রাবী সালিহ হলেন সালিহ ইব্ন আবু সালিহ। এই আবু সালিহের নাম হল নাবহান। তিনি ছিলেন মাদানী।

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ .
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَزَّتْهُ وَجَلَّالِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ .